



প্রাইমারি লেকচার শিট

লেকচার



Lecture Contents

- ☑ বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও জনশুমারি (আদমশুমারি)।
- ❖ জাতিগোষ্ঠী, উপজাতি।
- ❖ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।
- ❖ বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা।
- ❖ ভাস্কর্য, পদক, পুরস্কার, চলচ্চিত্র ও খেলাধুলা।
- ❖ বাংলাদেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি।
- ❖ বিগত সালের ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি।

Content



Discussion



প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় কী রকম প্রশ্ন আসে তা শিক্ষক তুলে ধরে নিচের বিষয়গুলো বুঝিয়ে বলবেন।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও আদমশুমারি

☑ বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিষ্টি, সমস্যা ও সমাধান:

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। আদমশুমারি রিপোর্ট জুন (১৫-১৬), ২০২২ অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৬.৯৮ কোটি। প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যা ঘনত্ব ১১৫৩ (উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০২৩)। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার অব্যাহত থাকলে জনসংখ্যার ঘনত্ব আরও বৃদ্ধি পাবে। জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক দিয়ে বাংলাদেশ দ্রুত বর্ধিষ্ণু অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

☑ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার:

➤ বাংলাদেশের জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২.১৭%, ২০০১ সালে ১.৮৮% এবং ২০১১ সালে ১.৩৭%। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৯৮১ থেকে ২০১১সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে নাকি কমেছে তার একটি ছক নিম্নে দেখানো হলো-

☑ বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার:

সাল	বার্ষিক বৃদ্ধির হার (শতকরা)
১৯৮১	২.৩১
১৯৯১	২.১৭
২০০১	১.৮৮
২০০৯	১.৫
২০১১	১.৩৭
২০২৩	১.৩৭ (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৩)

- জাতীয় জনসংখ্যা নীতি প্রণীত হয়- ১৯৭৬ সালে
- বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস- ১১ জুলাই
- 'জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা'- সংশ্লিষ্ট সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং- ১৮
- বিশ্ব জনসংখ্যা রিপোর্ট-২০২১ অনুযায়ী, বর্তমানে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যা- ১৭ কোটি প্রায়।



- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০২৩ অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা- ১৬৯.৮৩ মিলিয়ন/১৬.৯৮ কোটি।
- ২০২২ সালের (৬ষ্ঠ) আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা- ১৬.৯৮ কোটি।
- বর্তমানে বাংলাদেশের এক নম্বর জাতীয় সমস্যা- জনসংখ্যা
- 'নিপোর্ট' (NIPOPT) হচ্ছে- জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
- 'NIPOPT'-এর পূর্ণরূপ- National Institute of Population Research & Training.
- প্রতিষ্ঠা ও অবস্থান- ১৯৭৭ ও আজিমপুর, ঢাকা
- জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে জাতীয় শ্লোগান- 'দুটি সন্তানের বেশি নয়। একটি সন্তান হলে ভালো হয়।'
- বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নাগরিকদের মৌলিক প্রয়োজন তথা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা- রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা, বৃদ্ধির হার ও ঘনত্ব

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০২৩

- বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা (মিলিয়ন)- ১৬৯.৮৩।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির স্বাভাবিক হার- ১.৩%।
- জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কি.মি.)- ১,১৫৩।
- স্থূল জন্মহার (প্রতি হাজারে)- ১৮.৮।
- স্থূল মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)- ৫.৭।
- শিশু মৃত্যুহার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)- ২২।
- প্রত্যাশিত গড় আয়ু (বছর)- ৭২.৩। (পুরুষ- ৭০.৬, মহিলা- ৭৪.১)।
- মাথাপিছু জাতীয় আয় (মার্কিন ডলারে)- ২,৭৬৫।
- মাথাপিছু জিডিপি (মার্কিন ডলারে)- ২,৬৫৭।
- মোট রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)- ৩৪,৯৬৬।
- মোট আমদানি ব্যয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)- ৪৬,৭৯৪।
- বৈদেশিক মুদ্রার গড় বিনিময় হার, ২০২২-২৩ (জুলাই- ফেব্রুয়ারি) টাকা/ মার্কিন ডলার- ৯৭.২৬।
- বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ (ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ শেষে)- ৩২,২৬৭ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)।
- মূল্যস্ফীতি- ৯.২৪%।
- মোট তফসিলি ব্যাংক- ৬১টি।
- ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান- ৩৫ টি।
- সাক্ষরতার হার (৭ বছর+)- ৭৬.৪%। (পুরুষ- ৭৮.৬%, মহিলা- ৭৪.২%)।
- দারিদ্র্যের হার- ১৮.৭%।
- চরম দারিদ্র্যের হার- ৫.৬%।
- জিডিপিতে খাতওয়ারি অবদানের হার- কৃষি- ১১.২০%
- শিল্প- ৩৭.৫৬%
- সেবা- ৫১.২

বিশ্ব জনসংখ্যা রিপোর্ট ২০২১-এ বাংলাদেশ

১	মোট জনসংখ্যা (২০২১)	১৭ কোটি প্রায়
২	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (২০১০-২০১৫)	১.১%
৩	প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল	পুরুষ ৭১ বছর এবং নারী ৭৫
৪	নারী প্রতি প্রজনন হার	২.৪ জন
৫	জনসংখ্যায় বিশ্বে অবস্থান	অষ্টম
৬	জনসংখ্যায় মুসলিম বিশ্বে অবস্থান	চতুর্থ
৭	জনসংখ্যায় সার্কভুক্ত দেশসমূহে অবস্থান	তৃতীয়

জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান

ক্রমিক নং	অবস্থান	যততম
১	সার্কভুক্ত দেশের মধ্যে	৩য়
২	মুসলিম বিশ্বে	৪র্থ
৩	এশিয়ায়	৫ম
৪	বিশ্বে	৮ম

- ✓ জাতীয় জন্ম নিবন্ধন দিবস পালিত হয়- ৩ জুলাই (২০০৭ সালে প্রথমবারের মত পালিত হয়)
- ✓ ম্যালথাসের মতে, জনসংখ্যা বাড়ে যে হারে- জ্যামিতিক হারে (১,২,৪,৮,১৬,৩২,৬৪)
- ✓ ম্যালথাসের মতে, খাদ্যের উৎপাদন বাড়ে যে হারে- গাণিতিক হারে (১,২,৩,৪,৫,৬)
- ✓ বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু জনবসতি - পাসিংপাড়া
- ✓ বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু জনবসতি পাসিংপাড়ার উচ্চতা - ৩,০৬৪ ফুট
- ✓ পাসিংপাড়া হলো- কেওক্রেডং পর্বতে মুরং আদিবাসী অধ্যুষিত জনবসতি।
- ✓ বাংলাদেশে জনবসতি ঘনত্বের হার - বর্তমানে ১১৫৩ জন [বা.অ.স.- ২০২৩]
- ✓ বাংলাদেশের সবচেয়ে ঘন বসতিপূর্ণ জেলা- ঢাকা
- ✓ বাংলাদেশের সবচেয়ে কম ঘন বসতিপূর্ণ জেলা- বান্দরবান
- ✓ ঢাকা জেলায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে লোক বাস করে- ৮২২৯জন
- ✓ বান্দরবান জেলায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে লোক বাস করে- ৮৭জন
- ✓ বাংলাদেশের জনসংখ্যার শতকরা যতভাগ মুসলমান- ৯০.৪%
- ✓ বাংলাদেশে প্রথম হিমায়িত ঋণ শিশু (অঙ্গরা) জন্মগ্রহণ করে- ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৮
- ✓ বাংলাদেশ কিশোর-কিশোরীদের উন্নয়ন বা সংশোধন কেন্দ্র- ৩টি (২টি কিশোরদের, ১টি কিশোরীদের)
- ✓ বাংলাদেশের জাতীয় শিশুনাতি অনুযায়ী শিশুর বয়স- (০-১৮) বছর
- ✓ বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের বয়সসীমা- (৭-১৬) বছর
- ✓ বাংলাদেশে ১ম জাতীয় কিশোর অপরাধ কেন্দ্র অবস্থিত- টঙ্গী, গাজীপুর [টেকনিক: কিশোর টঙ্গীতে থাকে]
- ✓ বাংলাদেশে ১ম জাতীয় কিশোরী অপরাধ কেন্দ্র অবস্থিত- কানাবাড়ী, গাজীপুর [টেকনিক: কিশোরী কানাবাড়ীতে থাকে]
- ✓ ২য় জাতীয় কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র- পুনেরহাট, যশোর
- ✓ কোন দেশের জনসংখ্যা অতি ক্ষিপ্ত গতিতে বৃদ্ধি পেলে তাকে বলা হয়- জনসংখ্যা বিস্ফোরণ।
- ✓ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০২৩ অনুযায়ী বাংলাদেশে বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার- ১.৩৭%
- ✓ বা.অ.স. ২০২৩ অনুযায়ী, বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু- ৭২.৩ বছর।
- ✓ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) পরিচালিত 'জাতীয় শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৭' অনুসারে দেশে মোট বেকারের সংখ্যা- ৫ শতাংশ।

- ✓ বা.অ.স. ২০২৩ অনুসারে, শিশু মৃত্যুহার [এক বছরের কম বয়সী (প্রতি হাজারে জীবিত জন্মে) : ২২ জন]
- ✓ বা.অ.স. ২০২৩ অনুযায়ী, স্কুল জন্মহার (প্রতি ১০০০ জনে) - ৫.৭ জন
- ✓ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড বা জনসংখ্যার সোনালী ধাপ হলো ২০-৩০ বছর ব্যাপী এমন একটি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জনসংখ্যা যেখানে শিশু ও কিশোরের মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্য হারে কমানোর কারণে জন্মহার ও অতি বয়স্ক লোকের সংখ্যা হ্রাস পায়।
- ✓ HNPSP-এর পূর্ণরূপ- Health, Nutrition and Population Section Programme. (স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং জনসংখ্যা খাত কর্মসূচি)
- ✓ 'NPC'-এর পূর্ণরূপ- National Population Council (জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ)

➤ আদমশুমারি:

কোন দেশের বা কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষ গণনাকেই মূলত আদমশুমারি বলা হয়। বাংলাদেশেও প্রতি দশ বছর অন্তর অন্তর আদমশুমারি করা হয়। আদমশুমারি একটি দেশের জনসংখ্যার সরকারি গণনা হিসেবে গণ্য করা হয়। জনসংখ্যা গণনার সামগ্রিক প্রক্রিয়ার তথ্য সংগ্রহ, তথ্য একত্রীকরণ এবং বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি ১৯৭৪ সালে হয়েছিল। একটি দেশে আদমশুমারি সাধারণত দশ বছর পরপর হয়।

- উপমহাদেশে প্রথম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়- ১৮৭২ সালে (লর্ড মেয়োর সময়)
- অবিভক্ত বাংলায়/ ভারতবর্ষে ১ম আদমশুমারি শুরু হয় বা, বাংলায় প্রথম দশ বছর ভিত্তিক আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়- ১৮৭২ সালে
- যার শাসনামলে ভারতবর্ষে ১ম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়- লর্ড মেয়োর শাসনামলে
- আদমশুমারি পরিচালনা করে- Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো)
- ১৯৭৪ : স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়।
- বাংলাদেশে এ পর্যন্ত মোট আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়েছে- ৬ বার (যথা: প্রথম: ১৯৭৪ সালে; ২য়: ১৯৮১ সালে; তৃতীয় ১৯৯১ সালে; চতুর্থ: ২০০১ সালে; ৫ম: ২০১১ সালে; এবং ৬ষ্ঠ-২০২২ সালে)।

স্বাধীন বাংলাদেশে আদমশুমারি

যতন	সাল	জনসংখ্যা (জন)	বৃদ্ধির হার%
প্রথম	১৯৭৪	৭,৬৩,৯৮,০০০	২.৪৮
দ্বিতীয়	১৯৮১	৮,৯৯,১২,০০০	২.৩৫
তৃতীয়	১৯৯১	১১,১৪,৫৫,১৮৫	২.১৭
চতুর্থ	২০০১	১৩,০৫,২২,৫৯৮	১.৫৯
পঞ্চম	২০১১	১৪,৯৭,৭২,৩৬৪*	১.৩৭
৬ষ্ঠ	২০২২	১৬,৫১,০০০০০	১.৩৭

- মেগাসিটি হলো- এক কোটি বা ১০ মিলিয়নের অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত মেট্রোপলিটন এলাকা।
- জাতিসংঘের জনসংখ্যা বিভাগের তথ্যানুসারে বাংলাদেশের শহুরে জনসংখ্যা- ৩৪%
- বিশ্বের মেগাসিটির তালিকায় বাংলাদেশ (ঢাকা) প্রথম অন্তর্ভুক্ত হয়- ১৯৮০ সালে।
- জাতিসংঘের তথ্য অনুসারে, বর্তমান বিশ্বে মেগাসিটি- ২১টি
- সিটি পপুলেশনের তথ্য অনুসারে বর্তমান বিশ্বে মেগাসিটি - ২৬টি
- জাতিসংঘের তথ্যানুসারে, বর্তমানে ঢাকা বিশ্বের- ৯ম মেগাসিটি
- মেগাসিটি হলো- ২ কোটি বা ২০ মিলিয়নের অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত মেট্রোপলিটন এলাকা
- বর্তমানে বিশ্বের শীর্ষ মেগাসিটি ও মেটাসিটি- টোকিও, জাপান
- জাতিসংঘের তথ্য অনুসারে, বর্তমান বিশ্বে মেটাসিটির সংখ্যা- ৩টি। [যথা: ১. টোকিও (জাপান), ২. নয়াদিল্লী (ভারত) ও ৩. সাও পাওলো (ব্রাজিল)।]

জনসংখ্যা ও আয়তনে ক্ষুদ্রতম, বৃহত্তম

প্রশাসনিক স্তর	জনসংখ্যা অনুসারে		আয়তন অনুসারে	
	ক্ষুদ্রতম	বৃহত্তম	ক্ষুদ্রতম	বৃহত্তম
বিভাগ	বরিশাল	ঢাকা	ময়মনসিংহ	চট্টগ্রাম
জেলা	বান্দরবান	ঢাকা	নারায়ণগঞ্জ	রাঙ্গামাটি
উপজেলা	থানচি (বান্দরবান)	গাজীপুর সদর (গাজীপুর)	বন্দর (নারায়ণগঞ্জ)	শ্যামনগর (সাতক্ষীরা)
থানা	বিমানবন্দর (ঢাকা)	গাজীপুর সদর (গাজীপুর)	ওয়ারী (ঢাকা)	শ্যামনগর (সাতক্ষীরা)
পৌরসভা	কোটালীপাড়া (গোপালগঞ্জ)	বগুড়া সদর (বগুড়া)	ভেদরগঞ্জ (শরীয়তপুর)	বগুড়া সদর (বগুড়া)
ইউনিয়ন	হাজীপুর (দৌলতখান, ভোলা)	ধামসানী (সাভার, ঢাকা)	হাজীপুর (দৌলতখান, ভোলা)	সাজেক (বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি)

[তথ্যসূত্র: ষষ্ঠ আদমশুমারি ও গৃহগণনা ২০১১।]

ক্র.নং	ষষ্ঠ আদমশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২
১	পঞ্চম আদমশুমারি ও গৃহগণনা অনুষ্ঠিত হয়- ১৫-২১ জুন ২০২২
২	পঞ্চম আদমশুমারি ও গৃহগণনা চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়- ২৭ জুলাই ২০২২
৩	বাংলাদেশের সমন্বিত জনসংখ্যা- ১৪,৯৭,৭২,৩৬৪ জন (পুরুষ ৭,৪৯,৮০,৩৮৬ জন ও নারী ৭,৪৭,৯১,৯৭৮ জন) [১৫মার্চ ২০১১ পর্যন্ত।] ১৬,৫১,৫৮,৬১৬ জন
৪	প্রাক্কলিত জনসংখ্যা- ১৫,২৫,১৮,০১৫ জন (পুরুষ ৭,৬৩,৫০,৫১৮ জন ও নারী ৭,৬১,৬৭,৪৯৭ জন) [১৬জুলাই ২০১২ পর্যন্ত]
৫	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার- ১.২২%
৬	জনসংখ্যার ঘনত্ব- প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১১১৯ জন।
৭	নারী ও পুরুষের অনুপাত- ১০০ : ৯৮
৮	জনসংখ্যায় বৃহত্তম বিভাগ- ঢাকা; ৪,৪২,১৫,১০৭ জন
৯	জনসংখ্যায় ক্ষুদ্রতম বিভাগ- বরিশাল; ৯১,০০,১০২ জন
১০	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি- ঢাকা বিভাগে (১.৭৪%)
১১	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে কম- বরিশাল বিভাগে (০.৭৯%)
১২	পুরুষ-নারীর অনুপাত সর্বাধিক বিভাগ- ঢাকা; ১০৩.৪০ : ১০০
১৩	পুরুষ-নারীর অনুপাত সর্বনিম্ন বিভাগ- চট্টগ্রাম; ৯৩.৩৮ : ১০০
১৪	জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি- ঢাকা বিভাগে (প্রতি বর্গকিলোমিটারে ২১৫৬ জন)
১৫	জনসংখ্যার ঘনত্ব কম- বরিশাল বিভাগে (প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৬৮৮ জন)
১৬	জনসংখ্যায় বৃহত্তম জেলা- ঢাকা; ১,৪৭,৩৪,০২৫ জন
১৭	জনসংখ্যায় ক্ষুদ্রতম জেলা- বান্দরবান; ৪,৮১,১০৯ জন
১৮	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি- গাজীপুর জেলায়; ৫.২১%
১৯	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে কম- বাগেরহাট জেলায়; -০.৪৭%
২০	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ঋণাত্মক- ৪টি জেলায়; খুলনা (-০.২৫%), বাগেরহাট (-০.৪৭%), বরিশাল (-০.১৩%) ও ঝালকাঠী (-০.১৭%)
২১	পুরুষ-নারীর অনুপাত সর্বাধিক জেলা- ঢাকায়; ১১৫.৪৫ : ১০০
২২	পুরুষ-নারীর অনুপাত সর্বনিম্ন জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া; ৮৬.৯৯ : ১০০
২৩	জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি- ঢাকায় (প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০০৬৭ জন)

ক্র.নং	ষষ্ঠ আদমশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২
২৪	জনসংখ্যার ঘনত্ব কম- বান্দরবানে (প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০৬ জন)
২৫	খানার সংখ্যা- ৪,১০,১০,০৫১ (অনুমিত)
২৬	খানা প্রতি গড় সদস্য- ৪.০ জন (অনুমিত)
২৭	প্রতিবন্ধী জনসংখ্যা- ২০,১৬,৬১২ (মোট জনসংখ্যার ১.৪%)
২৮	শহুরে জনসংখ্যা- ২,৭৪,৬৮,৭৮৯ জন (অন্যান্য শহুরে জনসংখ্যা ৬০,৯৪,৩৯৪ জন; গ্রামীণ জনসংখ্যা ১১,০৪,৮০,৫১৪ জন)

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কণিকা:

০১. ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের নারী পুরুষের অনুপাত- ১০০ : ১০০.২ [৩৭তম বিসিএস]
০২. ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের Household প্রতি জনসংখ্যা- ৪.৪ জন [৩৭তম বিসিএস]
০৩. যে বিভাগে সাক্ষরতার হার সর্বাধিক - বরিশাল বিভাগ [৩৭তম বিসিএস]
০৪. বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়- ১৯৭৪ সালে [৩৬তম বিসিএস]
০৫. বাংলাদেশে বয়স্ক ভাতা চালু হয়- ১৯৯৮ সালে [৩৬তম বিসিএস]
০৬. বর্তমানে বাংলাদেশের শহরে বসবাসকারী জনসংখ্যার হার- ৩৪%
০৭. জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাংলা ভাষা পৃথিবীর- সপ্তম বৃহত্তম
০৮. বাংলাদেশের সর্বশেষ আদমশুমারী যে সালে করা হয়েছিল- ২০২২ (৬ষ্ঠ)।
০৯. বাংলাদেশ জাতীয় শিশুশ্রমীতি অনুযায়ী শিশুর বয়স- জন্ম থেকে ১৮ বছর।
১০. বাংলাদেশের প্রথম আদমশুমারি যে সালে অনুষ্ঠিত হয়- ১৯৭৪ সালে।
১১. মহানগরী হতে হলে ন্যূনতম যত মিলিয়ন জনসংখ্যা থাকা দরকার- ১০ মিলিয়ন।
১২. বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু- ৭২.৮ বছর [বা.অ.স. ২০২২ অনুযায়ী]।
১৩. বাংলাদেশে যে সাল থেকে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়- ১৯৭৬
১৪. জনসংখ্যার বিবেচনায় বাংলাদেশের ছোট উপজেলা- থানচি

১৫. অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০২২ অনুযায়ী, বাংলাদেশের জনসংখ্যার নারী পুরুষের অনুপাত- ১০০ : ১০০.২
১৬. বা.অ.স. ২০২২ অনুসারে, বর্তমানে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার- ১.৩৭%
১৭. বিশ্ব জনসংখ্যা রিপোর্ট ২০২২ অনুসারে, বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.১%
১৮. পঞ্চম আদমশুমারীর চূড়ান্ত রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা- ১৪,৯৭,৭২,৩৬৪ জন
১৯. বিশ্ব জনসংখ্যা রিপোর্ট ২০২২ অনুযায়ী, জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশের স্থান- ৮ম।



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যা ঘনত্ব কত?
ক. ১,১১৯ জন খ. ১,১০৩ জন
গ. ১,১২৫ জন ঘ. ১০৯০ জন **ক**
২. সরকারি হিসেব মতে বাংলাদেশীদের গড় আয়ু-
ক. ৭২.৬ বছর খ. ৬৭.৫ বছর
গ. ৭৩.৮ বছর ঘ. ৭২.৮ বছর **ঘ**
৩. বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (population growth rate in Bangladesh)
ক. ২.৫% খ. ১.১%
গ. ১.৩৭% ঘ. ২.০৫% **গ**
৪. “জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২” অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত?
ক. ১৫.১৭৬ কোটি খ. ১৬.৯১ কোটি
গ. ১৬.৮৫ কোটি ঘ. ১৫.৯১ কোটি **খ**
৫. “জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২” অনুযায়ী নারী-পুরুষের অনুপাত কত?
ক. ৮০ : ৮৩ খ. ১০০ : ৯৮
গ. ৫১ : ৪৭ ঘ. ১০০ : ৯৩ **খ**

বাংলাদেশের জাতি, গোষ্ঠী ও উপজাতি সংক্রান্ত বিষয়াদি

“বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন।” - সংবিধানের ৬(২) অনুচ্ছেদে সন্নিবেশিত হয়েছে। বাংলাদেশের মোট উপজাতি জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ১৬ লক্ষ ৯৮ হাজার ১৫৯ জন [সূত্র: ষষ্ঠ জনশুমারি ২০২২]। বাংলাদেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বা উপজাতির সংখ্যা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। তবে বাংলাদেশ ৬ষ্ঠ জনশুমারি ২০২২ অনুযায়ী বাংলাদেশের উপজাতির সংখ্যা ৫০টি এবং বাংলাদেশি উপজাতির ভাষার সংখ্যা ৩২টি। মোট জনসংখ্যার প্রায় ০.৯৯ শতাংশ উপজাতি।

□ বাংলাদেশের উপজাতি বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অবস্থান ও ধর্ম:

উপজাতি/ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী	অবস্থান	ধর্ম
১. খিয়াং	বান্দরবান	বৌদ্ধ
২. খুম	বান্দরবান	বৌদ্ধ
৩. চাক	বান্দরবান	বৌদ্ধ
৪. চাকমা	বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও কক্সবাজার	বৌদ্ধ

উপজাতি/ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী	অবস্থান	ধর্ম
৫. তঞ্চঙ্গ্যা	বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার	বৌদ্ধ
৬. ত্রিপুরা/টিপরা	বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা, ফরিদপুর, ঢাকা	সনাতন
৭. পাংখোয়া	রাঙামাটি, বান্দরবান	-
৮. বম	বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি	খ্রিস্টান
৯. মারমা	বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার, পটুয়াখালী	বৌদ্ধ
১০. শ্রো	বান্দরবান	-



উপজাতি/ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী	অবস্থান	ধর্ম
১১. রাখাইন	বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম, বরগুনা, পটুয়াখালী, কক্সবাজার	বৌদ্ধ
১২. লুসাই	রাঙামাটি, বান্দরবান	খ্রিস্টান
১৩. ওরাওঁ	কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, রংপুর দিনাজপুর, জয়পুরহাট, বগুড়া, রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	জড়োপাসক
১৪. ননিয়া	মৌলভীবাজার	সনাতন
১৫. পলিয়া	রংপুর, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী	সনাতন
১৬. পাহান	মহাস্থানগড় ও পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের মধ্যবর্তী স্থানে	সনাতন
১৭. ভূইমালী	জয়পুরহাট, পাবনা, সিরাজগঞ্জ	সনাতন
১৮. মাহাতো	জয়পুরহাট, গাইবান্ধা, দিনাজপুর, নাটোর, রাজশাহী নওগাঁ, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, কুড়িগ্রাম	সনাতন
১৯. মাহালী	রাজশাহী, জয়পুরহাট, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া	খ্রিস্টান
২০. মুন্ডা	সিলেট	বৈষ্ণব বা প্রকৃতি পূজারি
২১. মুশহর	হবিগঞ্জ	সনাতন
২২. রবিদাস	সিলেট, হবিগঞ্জ, নওগাঁ	সনাতন
২৩. রাজবংশী	জয়পুরহাট	-
২৪. রাজবংশী	রংপুর, শেরপুর	প্রকৃতি পূজারি
২৫. রানা কর্মকার	জয়পুরহাট	সনাতন
২৬. লহরা	জয়পুরহাট	সনাতন
২৭. সাঁওতাল	রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর, নবাবগঞ্জ, বগুড়া, জয়পুরহাট, রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর	-
২৮. কন্দ	মৌলভীবাজার	-
২৯. কুমি	সিলেট, মৌলভী বাজার	সনাতন
৩০. কোচ	শেরপুর	সনাতন
৩১. খাড়িয়া	মৌলভীবাজার	সনাতন
৩২. খাসী/খাসিয়া*	সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার	খ্রিস্টান
৩৩. গারো*	ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা, টাঙ্গাইল, সিলেট, সুনামগঞ্জ,	খ্রিস্টান
৩৪. ডালু	ময়মনসিংহ, শেরপুর	বৈষ্ণব
৩৫. নায়েক	সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার	সনাতন
৩৬. পাণ্ডন	মৌলভীবাজার	ইসলাম

উপজাতি/ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী	অবস্থান	ধর্ম
৩৭. পাত্র	সিলেট	সনাতন
৩৮. বর্মণ	টাঙ্গাইল, গাজীপুর ময়মনসিংহ	সনাতন
৩৯. বীন	সিলেট	সনাতন
৪০. বোনাঙ্গ	সিলেট, মৌলভীবাজার	সনাতন
৪১. ভূমিজ	সিলেট, মৌলভীবাজার	-
৪২. মণিপুরী	সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার	বৈষ্ণব
৪৩. শবর	মৌলভীবাজার	সনাতন
৪৪. হাজং	শেরপুর, ময়মনসিংহ, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা	সনাতন
৪৫. হালাম	হবিগঞ্জ	সনাতন

উপজাতিদের উৎসব

উপজাতি	প্রধান উৎসব
১. খিয়াং	সাংলান
২. গারো	ওয়ানগালা (ধর্মীয় ও সামাজিক)
৩. চাকমা	বিজু/বিবু
৪. তঞ্চঙ্গ্যা	বিষু
৫. ত্রিপুরা	বৈসুক (বর্ষবরণ)
৬. মারমা/চাক	সাংথাই (বর্ষবরণ)
৭. শ্রো	রুবপাই
৮. রাখাইন	সাংথাই
৯. ওরাওঁ	কারাম
১০. পলিয়া	দুর্গাপূজা
১১. মাহাতো	সহরায়
১২. রবিদাস	মাঘি পূর্ণিমা
১৩. সাঁওতাল	সোহরাই
১৪. মণিপুরী	রাসোৎসব (মহা রাসলীলা)

বিভিন্ন উপজাতি ও তাদের দেবতাদের নাম

উপজাতি	দেবতার নাম
মুরং	ওরেং, থুরাং, সুংতিয়াং
সাঁওতাল	সিং বোঙ্গা বা সূর্য, মারাং বুরু, ওরাক, মোরেইকো
হাজং	হিন্দুদের প্রায় সব দেবদেবী
টিপরা	হিন্দুদের কিছু কিছু দেবতা
খাসিয়া	উরাউ নাংমউ, উরাউ মতং, সংসপাহ, উরিং, কেউ, কায়িহ

উপজাতিদের জন্য প্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

নাম	অবস্থান
১. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক একাডেমী	বিরিশিহি, নেত্রকোনা
২. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	রাঙ্গামাটি
৩. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	বান্দরবান
৪. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	কক্সবাজার
৫. কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র	খাগড়াছড়ি
৬. রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল ইনস্টিটিউট	রাজশাহী
৭. মণিপুরী ললিতকলা একাডেমী	মৌলভীবাজার
৮. রাখাইন সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	রামু, কক্সবাজার



- বাংলাদেশে বসবাসকারী উপজাতির সংখ্যা - ৪৫ টি।
- সরকারি হিসেবে দেশের মোট ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংখ্যা - ৫০টি।
- বাংলাদেশের উপজাতীয় ভাষার সংখ্যা - ৩২ টি।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম উপজাতি - চাকমা (প্রায় ৪ লাখ ৮৩ হাজার ২৯৯ জন)।
- পার্বত্য চট্টগ্রামে মোট উপজাতি বাস করে - ১১টি।
- পুরুষদের চেয়ে বেশি বয়স্ক মেয়ে বিয়ে করে যে উপজাতি - তঞ্চঙ্গ্যা।
- প্রকৃতি পূজার উপজাতি - মুন্ডা ও রাজবংশী
- একমাত্র জড়ুপাক্ষক উপজাতি - সাঁওতাল।
- বৈষ্ণব ধর্ম বিশ্বাসী উপজাতি - ডালু ও মনিপুরী।
- উপজাতিদের বর্ষবরণ উৎসবকে সামগ্রিকভাবে বলা হয় - বৈসাবি (বৈসুক, সাংগ্রাই ও বিজুর সংক্ষিপ্ত রূপ)।
- ক্ষুদ্র-নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইনে যতটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও শ্রেণীর জনগণের উল্লেখ আছে - ২৭ টি।
- উপজাতি, ক্ষুদ্রজাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির কথা উল্লেখ আছে সংবিধানের- ২৩(ক) অনুচ্ছেদে (১৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে সন্নিবেশিত)।
- লিখিত বর্ণমালা নেই যে উপজাতির - সাঁওতাল।
- মগ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সমতল এলাকায় পরিচিত - রাখাইন নামে।
- মগদের আদিনিবাস ছিল - আরাকান (মিয়ানমার)।
- জলকেলি যাদের উৎসব - রাখাইন।
- রাখাইনদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব - বুদ্ধপূর্ণিমা।
- ত্রিপুরাদের ভোজানুষ্ঠানকে বলে - সামৌং।
- গারোদের ভাষার স্থানীয় নাম - মান্দি ভাষা বা গারো ভাষা।
- পাঙনরা যে ভাষায় কথা বলে - মৈ তৈ মণিপুরীদের ভাষায়।
- খিয়াংরা ইশ্বরকে বলে - হাদাগা।
- যে উপজাতির মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ, বহু বিবাহ ও বিধবা বিবাহের প্রচলন রয়েছে - হাজং।
- বাংলাদেশ মোট উপজাতি বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনসংখ্যা - ১৫,৮৬,১৪১। [আদমশুমারি ২০১১]
- চাকমা ভাষায় লিখিত প্রথম উপন্যাসের নাম - ফেবো (প্রকাশিত হয় ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪)।
- যে উপজাতি বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী মুসলমান - পাঙন।
- উপজাতি বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর গেরিলা সংগঠনের নাম - শান্তিবাহিনী (প্রতিষ্ঠাতা : মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা)।
- শান্তিবাহিনীর বর্তমান চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্ত লারমা)

উপজাতি/নৃগোষ্ঠীদের গ্রাম এবং গ্রাম প্রধান

উপজাতি	গ্রামকে বলা হয়	গ্রাম প্রধান
চাকমা	আদাম	কারবারি
মারমা	রোয়াজ	রোয়াজা
খাসিয়া	পুঞ্জী	
তঞ্চঙ্গ্যা	রয়া	কারবারী
গারো		
ত্রিপুরা	পাড়া	পাড়া প্রধান
খিয়াং		
ওরাও		
রাখাইন		
সাঁওতাল		মাঝি
মণিপুরী		
রবিদাস		

- খাসিয়া গ্রামগুলো যে নামে পরিচিত- পুঞ্জী [৩৫তম বিসিএস]
- সাঁওতালদের গ্রাম প্রধানকে বলা হয়- মাঝি (সঠিক উচ্চারণ মাঞ্চবি)

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান

নাম	অবস্থান	প্রতিষ্ঠাকাল
মণিপুরী ললিতকলা একাডেমী	কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার	১৯৭৬
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি	বিরিশি, নেত্রকোনা	১৯৭৭
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	রাঙ্গামাটি	১৯৭৮
রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমী	রাজশাহী	
রাখাইন কালচারাল ইনস্টিটিউট	রামু, কক্সবাজার	
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	খাগড়াছড়ি	২০০৩
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	বান্দরবান	১ জুলাই ১৯৮৮
কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র	কক্সবাজার	৫ জানুয়ারি ১৯৯৪

- বাংলাদেশের প্রথম উপজাতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র- বিরিশি, নেত্রকোনা
- বাংলাদেশ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র অবস্থিত- বৃহত্তর ময়মনসিংহে
- উপজাতীয় সাংস্কৃতিক একাডেমি অবস্থিত- নেত্রকোনা
- বাংলাদেশে বর্তমানে উপজাতীয় প্রতিষ্ঠান- ৮টি

উপজাতিদের লিপি ও বর্ণমালা

ক্র.নং	উপজাতি/নৃ-গোষ্ঠী	লিপি
১	চাকমা	মনখেমের
২	মনিপুরী	অহমিয়া
৩	রাখাইন	বর্মি/মনখেমের

- চাকমা, রাখাইন ও মনিপুরী নৃ-গোষ্ঠীর নিজস্ব বর্ণমালা আছে
- সাঁওতাল নৃ-গোষ্ঠীর নিজস্ব কথ্য ভাষা আছে কিন্তু নিজস্ব বর্ণমালা নেই।

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি এবং শান্তিবাহিনী

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়	২ ডিসেম্বর ১৯৯৭
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন	২ ডিসেম্বর ১৯৯৭
পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন	২৭ মে ১৯৯৮
পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যানের মর্যাদা	প্রতিমন্ত্রী মর্যাদাসম্পন্ন
সরকারের পক্ষে স্বাক্ষর করেন	সাবেক চিফ হুইফ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ
পাহাড়ি জনগণের পক্ষে স্বাক্ষর করেন	জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্ত লারমা)

- পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়- ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭
- ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বরে আমাদের প্রধান স্মরণীয় ঘটনা- পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি
- উপজাতিদের গেরিলা সংগঠন- শান্তিবাহিনী
- শান্তিবাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা- মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা
- শান্তিবাহিনীর বর্তমান চেয়ারম্যান- জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্ত লারমা)

উপজাতি বিদ্রোহ

উপজাতীয় বিদ্রোহ	সময়
সাঁওতাল বিদ্রোহ	১৮৫৫-৫৬
চাকমা বা কার্পাস বিদ্রোহ	১৭৭৬-১৭৮৭
গারো জাগরণ ও বিদ্রোহ	১৮২৫-২৭, ১৮৩২-৩৩, ১৮৩৭-৮২
ত্রিপুরা বিদ্রোহ	১৮৪৪-৯০



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

- বাংলাদেশ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র অবস্থিত-
ক. বৃহত্তর ঢাকা খ. পটুয়াখালীতে
গ. বৃহত্তর ময়মনসিংহে ঘ. দিনাজপুরে

গ

বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

পরিচিতি : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (মার্চ ১৭, ১৯২০- আগস্ট ১৫, ১৯৭৫) পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে পুরোধা ব্যক্তিত্ব এবং বাংলাদেশের জাতির জনক। শেখ মুজিবুর রহমান তদানীন্তন ভারত উপমহাদেশের বঙ্গ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার পাটগাতি ইউনিয়নের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা শেখ লুৎফের রহমান এবং মাতা সায়েরা খাতুন। চার কন্যা এবং দুই পুত্রের সংসারে তিনি তৃতীয় সন্তান। তাঁর বড় বোন ফাতেমা বেগম, মেজো বোন আছিয়া বেগম, সেজো বোন হেলেন ও ছোট বোন লাইলী; তার ছোট ভাইয়ের নাম শেখ আবু নাসের। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি এবং পরবর্তীতে এদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। জনসাধারণের কাছে তিনি ‘শেখ মুজিব’ এবং ‘শেখ সাহেব’ হিসেবে বেশি পরিচিত ছিলেন; তাঁর উপাধি ‘বঙ্গবন্ধু’, বাল্যকালের ডাক নাম ‘খোকা’। এলাকার মানুষ ডাকতো ‘মিয়া ভাই’ বলে। তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা ওয়াজেদ বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের বর্তমান সভানেত্রী এবং বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী।

শিক্ষা জীবন: শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে সাত বছর বয়সে গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। তিনি ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ নয় বছর বয়সে গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে ভর্তি হয়ে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে গোপালগঞ্জ মাথুরানাথ ইনস্টিটিউট মিশন স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হলেও ১৯৩৪ থেকে চার বছর চোখে জটিল রোগের কারণে সার্জারি করায় বিদ্যালয়ের পাঠ বন্ধ রাখতে হয়। গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে এনট্র্যান্স পাশ করার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত তৎকালীন কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে আইন পড়ার জন্য ভর্তি হন।

- ১৯৩৪ সালে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় তার বেরিবারি রোগ হয়, এসময় প্রায় ২ বছর চিকিৎসা চলে, কলকাতায় তার চিকিৎসা করেন- ডা. শিবপদ ভট্টাচার্য ও এ কে রায় চৌধুরী।
- ১৯৩৬ সালে তার চোখে গুকোমা নামক রোগ হয়, কলকাতায় তার রোগের চিকিৎসা করেন- ডা. টি আহমেদ।

লেখালেখি: ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ (The Unfinished Memoirs) জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। জুন, ২০১২ এটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি ইংরেজি, জাপানি, চীনা, আরবি, ফরাসি এবং

- চাকমা জনগোষ্ঠীর লোকসংখ্যা সর্বাধিক-
ক. রাঙ্গামাটি জেলায় খ. কাগড়াছড়ি জেলায়
গ. বান্দরবান জেলায় ঘ. সিলেট জেলায় **ক**
- বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তর উপজাতি গোষ্ঠী কোনটি?
ক. সাঁওতাল খ. চাকমা
গ. মারমা ঘ. রাখাইন **ক**
- চিছুক পাহাড়ের পাদদেশে কোন উপজাতিরা বাস করে?
ক. গারো খ. মুরং
গ. চাকমা ঘ. মারমা **ঘ**
- খিয়াং সম্প্রদায় যেখানে বসবাস করে-
ক. সিলেট খ. দিনাজপুর
গ. কুয়াকাটা ঘ. পার্বত্য চট্টগ্রাম **ঘ**

সর্বশেষে ত্রিপুরা ভাষা সহ ২০টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এর ইংরেজি অনুবাদক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. ফকরুল আলম। বঙ্গবন্ধুর লেখা দ্বিতীয় বই ‘কারাগারের রোজনামা’। ১৭ মার্চ, ২০১৭ বাংলা একাডেমি বইটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করে। ‘কারাগারের রোজনামা’ নামটির প্রস্তাবক শেখ রেহানা। ড. ফকরুল আলম এটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। গ্রন্থটিতে বঙ্গবন্ধুর সময়কালের (১৯৬৬-১৯৬৮) কারাস্মৃতি তুলে ধরা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ওপর লিখিত বঙ্গবন্ধুর অমর গ্রন্থ ‘আমার কিছু কথা’।

বঙ্গবন্ধুর রচনাবলি

অসমাপ্ত আত্মজীবনী

রচনাকাল	১৯৬৬ থেকে ৬৯ সাল।
প্রকাশকাল	১৮ জুন, ২০১২ সাল।
গ্রন্থের নামকরণ করেন	শেখ রেহানা।
ভূমিকা লেখক	শেখ হাসিনা।
প্রচ্ছদ	সমর মজুমদার।
প্রকাশক	মহিউদ্দিন আহমেদ, দ্য ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।
বইটির প্রথম লাইন	“বন্ধুবান্ধবরা বলে, ‘তোমার জীবনী’ লেখ”।
বইটির শেষ লাইন	“তাতেই আমাদের হয়ে গেল”।
গ্রন্থের বিষয়বস্তু	বঙ্গবন্ধুর বংশপরিচিতি, শৈশব, কৈশর, ছাত্রজীবন, দেশভাগ, ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন প্রভৃতি সম্পর্কিত আত্মস্মৃতি। গ্রন্থটিতে বঙ্গবন্ধুর জন্মকথা থেকে শুরু করে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত আত্মকথা বঙ্গবন্ধুর উত্তম পুরুষে বর্ণিত হয়েছে।
গ্রন্থটির ব্রাইল সংস্করণের মোড়ক উন্মোচন করা হয়	৭ অক্টোবর, ২০২০ সালে।
২০২২ সাল পর্যন্ত বইটি অনূদিত হয়েছে	২০টি ভাষায় (ইংরেজি, উর্দু, জাপানি, চীনা, আরবি, ফরাসি, হিন্দি, তুর্কি, নেপালি, স্প্যানিশ, অসমীয়া, রুশ, ইতালি, মালয়, মারাঠি, কোরীয়, গ্রিক ও সর্বশেষ ত্রিপুরা)।



বইটির ইংরেজি অনুবাদক	ড. ফকরুল আলম (ইংরেজি অনূদিত শিরোনাম: The Unfinished Memoirs)।
‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ গ্রন্থকে ভিত্তি করে নির্মিতব্য পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের নাম	চিরঞ্জীব মুজিব।
‘চিরঞ্জীব মুজিব’ চলচ্চিত্রের পরিচালক	নজরুল ইসলাম।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কণিকা:

- মুজিব বর্ষ হচ্ছে- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী।
- মুজিব বর্ষ ঘোষণা করেন- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
- তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দরে মুজিব বর্ষের ক্ষণগণনা উদ্বোধন করেন- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
- মুজিব বর্ষ উদযাপনে সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের তৈরি ওয়েবসাইটের নাম- www.muji100.gov.bd।
- মুজিব বর্ষের লোগোর ডিজাইনার- সব্যসাচী হাজরা।
- মুজিব বর্ষ উদযাপন কমিটি- ২টি যথা- ১. জাতীয় কমিটি ও ২. জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি।
- মুজিব বর্ষ উদযাপন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক- কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী।
- ৭ই মার্চ ভাষণের মূল বক্তব্য ছিল- স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা মুক্তি সংগ্রামের ঘোষণা (পরোক্ষভাবে)।
- মুজিব বর্ষ উপলক্ষে বিমা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়- ১লা মার্চ।
- বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক স্মারক মুদ্রা প্রকাশ করে- চারটি যথা- স্বর্ণমুদ্রা, স্মারক মুদ্রা, ১০০, ২০০ টাকা মূল্যমানের দুটি স্মারক নোট।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে দেশে প্রথমবারের মতো ৭ম ব্যাংক নোট হিসেবে ২০০ টাকা মূল্যমানের নোট বাজারে ছাড়া হয়েছে- ১৭ মার্চ, ২০২০ সালে।
- বাংলাদেশের সাথে যৌথভাবে মুজিববর্ষ পালন করবে যে সংস্থা ইউনেস্কো (১৯৫টি দেশে)।
- ইউনেস্কোর কততম সাধারণ অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়- ৪০তম।
- ৪১ ফুট বিশিষ্ট প্রথম তর্জনী ভাস্কর্য স্থাপিত হয়- নরসিংদীতে।
- ১লা মার্চ জাতীয় বীমা দিবসে ‘বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমা’ চালু করে- বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ।
- বঙ্গবন্ধুর জীবনী নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশ যৌথভাবে নির্মাণ করছে- মুজিব: একটি জাতির রূপকার।
- মুজিববর্ষ উদযাপনের সব কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে যে ওয়েব সাইটের মাধ্যমে- CD Division।
- বাংলাদেশের সাথে যৌথভাবে মুজিববর্ষ পালন করছে- ইউনেস্কো।
- ইউনেস্কোর ১৩৯টি সদস্য রাষ্ট্র- মুজিব বর্ষ পালন করেছে।
- মুজিব বর্ষের প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা- কালি ও কলম।
- ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর পিচ এন্ড লিবার্টি’ গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।
- মুজিববর্ষ উপলক্ষে হালদা নদীকে- ‘বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ’ ঘোষণা করা হয়।
- জয় বাংলা জাতীয় স্লোগান হাইকোর্ট রায় প্রদান করে- ২ মার্চ, ২০২২।
- রাষ্ট্রের সর্বস্তরের যে স্লোগানকে জাতীয় স্লোগান হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে হাইকোর্ট- জয় বাংলা।

- ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২১-অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২১ উৎসর্গ করা হয় বঙ্গবন্ধুকে।
- ১৭-২৬ মার্চ ২০২১ জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানের মূল থিম- মুজিব চিরন্তন।
- মুজিব বর্ষের থিম সং- তুমি বাংলার ধ্রুবতারা, তুমি হৃদয়ের বাতিঘর।
- জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের সাবেক স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত আনোয়ারুল করিম চৌধুরী বঙ্গবন্ধুকে ‘বিশ্ব বন্ধু’ হিসেবে উপাধি দেন।
- ২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ২০২০-২১ সালকে মুজিব বর্ষ ঘোষণা করা হয়।
- বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষের ক্ষণগণনা শুরু হয়- ১০ জানুয়ারি, ২০২০ থেকে।
- বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে প্রথম ইভেন্ট ছিল- বঙ্গবন্ধু বিপিএল।
- মুজিব বর্ষকে স্মরণীয় করে রাখতে বিপিএল এর ‘৭ম আসর-২০২০’ এর নামকরণ করা হয়- ‘বঙ্গবন্ধু বিপিএল’।
- মুজিববর্ষ উপলক্ষে ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০ বিশেষ সমাবর্তন আয়োজন করে- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তনে বঙ্গবন্ধুকে যে সম্মান সূচক ডিগ্রি প্রদান করে- ডক্টর অব লজ (মরণোত্তর)।
- মুজিববর্ষের লোগোর ডিজাইনার- সব্যসাচী হাজরা।
- বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতির নাম- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- ‘মুজিব’ অর্থ- উত্তরদাতা।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- তিনি কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে অধ্যয়নকালীন বেকার হোস্টেলের ২৩ ও ২৪নং কক্ষে থাকতেন।
- ২৩নং কক্ষটিকে- গ্রন্থাগার এবং ২৪নং কক্ষটিকে- মিউজিয়ামে রূপান্তর করা হয়েছে।
- রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে ১১ মার্চ, ১৯৪৮ ধর্মঘট পালনকালে তিনি গ্রেফতার হন, কিন্তু ছাত্রসমাজের তীব্র প্রতিবাদের মুখে ১৫ মার্চ তাঁকে মুক্তি দেয়া হয়।
- বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন- আইন বিভাগের।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু চেয়ার রয়েছে- ইতিহাস বিভাগে।
- ২০১০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর ছাত্রত্ব ফিরিয়ে দেয়।
- ২৩ জুন, ১৯৪৯ মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের পূর্ব পাকিস্তান অংশের যুগ্ম সচিব নির্বাচিত হন।
- পাকিস্তানি শাসকবৃন্দ শেখ মুজিবকে- ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ৮ জানুয়ারি মুক্তি দেয়, তিনি- ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ বাংলাদেশে ফিরে আসেন।
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের আত্মজীবনীগ্রন্থ- ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’, প্রকাশকাল- ২০১২, প্রকাশ করেছে ‘দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড’। ইংরেজিতে ‘The Unfinished Memoirs’ নামে অনূদিত।
- শান্তিতে অবদানের জন্য শেখ মুজিবুর রহমান পেয়েছিলেন- জুলিও কুরি পদক।

শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক

- ফজলুল হক জন্মগ্রহণ করেন - ১৬ অক্টোবর, ১৮৭৩, নাতুরিয়া (বরিশাল)।
- শেরে বাংলা অবিভক্ত বাংলার শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হন - ১ জানুয়ারি, ১৯২৪।
- শেরে বাংলা কৃষক প্রজা পার্টির সভাপতি ও কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন - ১৯৩৫ সালে।
- অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী - এ কে ফজলুল হক।



- শেরে বাংলা অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হন- ১ এপ্রিল, ১৯৩৭।
- ঋণ সালিশি আইন, প্রজাস্বত্ব আইন এবং মহাজনি প্রথা বাতিল আইনের প্রবর্তক - এ কে ফজলুল হক।
- লাহোর প্রস্তাব উপস্থাপন করেন - শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক; ২৩ মার্চ, ১৯৪০।
- এ কে ফজলুল হক রচিত গ্রন্থের নাম - 'Bengal Today' (১৯৪৪)।
- কলকাতার প্রথম মুসলিম মেয়র - শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক।

□ সৈয়দ নজরুল ইসলাম

- সৈয়দ নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেন - জানুয়ারি ১৯২৫; যশোদল, কিশোরগঞ্জ।
- বাংলাদেশের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি - সৈয়দ নজরুল ইসলাম।
- বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি - সৈয়দ নজরুল ইসলাম।
- সৈয়দ নজরুল ইসলাম নিহত হন - ৩ নভেম্বর, ১৯৭৫।

□ তাজউদ্দীন আহমদ

- তাজউদ্দীন আহমদ জন্মগ্রহণ করেন - ২৩ জুলাই, ১৯২৫; কাপাসিয়া গাজীপুর।
- বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী - তাজউদ্দীন আহমদ (১০এপ্রিল ১৯৭১-১২ জানুয়ারি ১৯৭২)।
- তাজউদ্দীন আহমদ বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী হন - ১২ জানুয়ারি ১৯৭২ (২৬ অক্টোবর, ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত দায়িত্বে ছিলেন)।
- স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বাজেট পেশ করেন - তাজউদ্দীন আহমদ ৩০ জুন, ১৯৭২।

□ ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী

- ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী জন্মগ্রহণ করেন - ১৯১৯ সালে; কুড়িপাড়া, সিরাজগঞ্জ।
- মুজিবনগর সরকারের সময় মনসুর আলী নির্বাচিত হন - অর্থমন্ত্রী।
- ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী নিহত হন - ৩ নভেম্বর, ১৯৭৫।
- মনসুর আলী ছিলেন- মুসলীম লীগের গার্ড বাহিনীর পাবনা জেলা শাখার ক্যাপ্টেন।

□ এ এইচ এম কামারুজ্জামান

- এ এইচ এম কামারুজ্জামান জন্মগ্রহণ করেন - ১৯২৩ সালে; রাজশাহী।
- এ এইচ এম কামারুজ্জামান আওয়ামী লীগে যোগ দেন- ১৯৫৬ সালে।
- এ এইচ এম কামারুজ্জামান আওয়ামী লীগের সভাপতি হন - ১৯৭৪ সালে।

□ শেখ হাসিনা

- শেখ হাসিনা জন্মগ্রহণ করেন - ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭; টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ।
- জাতীয় সংসদের প্রথম নারী হিসেবে বিরোধী দলীয় নেতা - শেখ হাসিনা (১৯৮৬ সালে)।
- বাংলাদেশের দ্বিতীয় নারী প্রধানমন্ত্রী - শেখ হাসিনা (সময়কাল ২৩ জুন ১৯৯৬-১৫ জুলাই ২০০১)।
- বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী - শেখ হাসিনা (৬ জানুয়ারি ২০০৯-বর্তমান)।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় শেখ হাসিনা

প্রথম মেয়াদ	২৩ জুন ১৯৯৬-১৫ জুলাই, ২০০১
দ্বিতীয় মেয়াদ	৬ জানুয়ারি ২০০৯-৫ জানুয়ারি, ২০১৪
তৃতীয় মেয়াদ	১২ জানুয়ারি ২০১৪-৩০ ডিসেম্বর, ২০১৯
চতুর্থ মেয়াদ	৭ জানুয়ারি, ২০১৯ থেকে বর্তমান

□ জগদীশচন্দ্র বসু

- জগদীশচন্দ্র বসু জন্মগ্রহণ করেন - ৬০ নভেম্বর, ১৯৫৮; রাড়ি খাল, মুন্সিগঞ্জ।
- জগদীশচন্দ্র বসু আবিষ্কৃত বেতার যন্ত্রটির নাম - ক্রিস্টাল রিসিভার।
- উদ্ভিদের প্রাণের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন - জগদীশচন্দ্র বসু।
- 'অদৃশ্য-আলোকের ধর্ম' আবিষ্কার করেন - জগদীশচন্দ্র বসু।
- জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলিত গ্রন্থের নাম - অব্যক্ত (১৩২৮ বঙ্গাব্দ)।

শেখ হাসিনার কয়েকটি সম্মাননা ও পুরস্কার

- SDGs পুরস্কার ২০২১: দারিদ্র্য দূরী করণ, পৃথিবীর সুরক্ষা ও সবার জন্য শান্তি সমৃদ্ধি নিশ্চিত করনের ক্ষেত্রে MSDN শেখ হাসিনাকে SDG পুরস্কার-২০২১ প্রদান করে।
- ভ্যাকসিন হিরো: টিকাদান কর্মসূচীতে সফলতার জন্য ২০১৯ সালে শেখ হাসিনাকে 'ভ্যাকসিন হিরো' সম্মাননা দেয় গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাকসিনেশন এন্ড ইমুনাইজেশন (জিএভিআই)।
- Champion of Skills Development for Youth: তরুণদের দক্ষতা উন্নয়নে ভূমিকা রাখায় ২০১৯ সালে শেখ হাসিনাকে ইউনেসেফ থেকে এ সম্মাননা দেওয়া হয়।
- লেডি অব চাকা: রোহিঙ্গা ইস্যুতে অবদান রাখায় ২০১৮ সালে ফোর্বস সাময়িকীর পক্ষ থেকে শেখ হাসিনাকে 'লেডি অব চাকা' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।
- Champions of the Earth: পরিবেশের সুরক্ষায় ভূমিকা রাখায় জাতিসংঘ থেকে শেখ হাসিনাকে ২০১৫ সালে 'Champions of the Earth' ঘোষণা করা হয়।
- সাইথ সাউথ: শেখ হাসিনা জাতিসংঘের 'সাইথ সাউথ' পুরস্কার লাভ করেন ২০১১ সালে।
- নারীর ক্ষমতায়নে অবদান রাখায় শেখ হাসিনাকে 'ইনস্টিটিউট অব সাউথ এশিয়ান উইমেন' এর পক্ষ থেকে Lifetime Contribution for Women Empowerment Award প্রদান করা হয় ২০১৯ সালে।
- ফোর্বসের ক্ষমতাবীর নারীর তালিকায় শেখ হাসিনা: যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সাময়িকী ফোর্বসের মতে বিশ্বের ক্ষমতাবীর ১০০ নারীর তালিকায় শেখ হাসিনার অবস্থান-৪২ তম। ফোর্বসের তালিকার শীর্ষে রয়েছেন- ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা পন ডার লিয়েন।



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

- বঙ্গবন্ধু কর্তৃক 'ছয়-দফা' ঘোষিত হয় কবে?
ক. ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ খ. ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৮
গ. ৩ জানুয়ারি, ১৯৬৮ ঘ. ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ খ
- জাতীয় শিশু দিবস কবে পালিত হয়?
ক. ১৭ জুন খ. ১৭ ফেব্রুয়ারি
গ. ১৭ মার্চ ঘ. ১৭ এপ্রিল গ
- 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' কার রচিত গ্রন্থ?
ক. শেখ মুজিবুর রহমান খ. শেখ হাসিনা
গ. হামিদ খান ভাসানী ঘ. এ. কে ফজলুল হক ক
- বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' কত সালে প্রকাশিত হয়?
ক. জুন, ২০১১ খ. জুলাই, ২০১১
গ. জুন, ২০১২ ঘ. জানুয়ারি, ২০১৩ গ
- কারাগারে রোজনাচা-
ক. নাটক খ. উপন্যাস
গ. কাব্য ঘ. দিনলিপি ঘ

□ ডা. কুদরত-ই-খুদা

- ড. কুদরত-ই-খুদা জন্মগ্রহণ করেন - ১১ ডিসেম্বর, ১৯০০; বীরভূম, ভারত।
- বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন-এর নাম -
ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন।
- ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয় -
২৬ জুলাই ১৯৭২।



□ আবদুল্লাহ আল মুতি শরফুদ্দীন

- আবদুল্লাহ আল মুতি শরফুদ্দীন জন্মগ্রহণ করেন - ১ জানুয়ারি, ১৯৩০; ফুলবাড়ি, সিরাজগঞ্জ।
- আবদুল্লাহ আল মুতি বাংলা একাডেমি প্রকাশিত যে বইয়ের সম্পাদক ছিলেন - বিজ্ঞানকোষ।
- আবদুল্লাহ আল মুতি শরফুদ্দীন বাংলা একাডেমির সভাপতি নিযুক্ত হন - ১৯৮৬-৯০ মেয়াদে।

□ ফজলুর রহমান খান

- ফজলুর রহমান খান জন্মগ্রহণ করেন - ৩ এপ্রিল, ১৯২৯, ঢাকা।
- এফ আর খান একজন বিখ্যাত - স্থপতি।
- এফ আর খান যে স্থাপনার স্থপতি - সিয়াস টাওয়ার (নিউইয়র্ক), যার বর্তমান নাম উইলিস টাওয়ার।
- এফ আর খানের স্থাপত্য শিল্প যে নামে পরিচিত - Tube in Tube।
- এফ আর খান মৃত্যু বরণ করেন - ২৬ মার্চ, ১৯৮২; জেদ্দা।

□ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন

- শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন জন্মগ্রহণ করেন - ২৯ ডিসেম্বর, ১৯১৪; কেন্দুয়া, কিশোরগঞ্জ।
- ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন - শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন; ১৯৪৮ সালে (বর্তমান নাম-চারুকলা ইনস্টিটিউট)।
- ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ নিয়ে জয়নুল আবেদিনের চিত্রশিল্পটির নাম - দুর্ভিক্ষের রেখাচিত্র।
- সোনারগাঁওয়ে লোকশিল্প জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেন - শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন।
- ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর মনপুরা দ্বীপে সংঘটিত ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় নিয়ে তৈরি জয়নুল আবেদিনের চিত্রকর্ম - মনপুরা-৭০।

□ কামরুল হাসান

- চিত্রশিল্পী কামরুল হাসান জন্মগ্রহণ করেন - ২ ডিসেম্বর, ১৯২১ (তিলজলা গোরস্থান রোড, কলকাতা)।
- কামরুল হাসানের পৈতৃক নিবাস - নারেন্দ্র গ্রাম, বর্ধমান পশ্চিমবঙ্গ।
- 'এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে' পোস্টারটির ক্যাপশন যে চিত্রশিল্পীর-কামরুল হাসান।
- 'দেশ আজ বিশ্ব বেহায়াদের খপ্পরে' স্কেচটির চিত্রশিল্পী - কামরুল হাসান।
- 'কামরুল হাসানের 'তিনকন্যা' ও 'নাইওর' চিত্রকর্ম অবলম্বনে যে দুটি দেশ ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে - যুগোস্লাভিয়া সরকার (১৯৮৫), বাংলাদেশ সরকার (১৯৮৬)।

□ এস এম (শেখ মুহম্মদ) সুলতান

- এস এম সুলতান জন্মগ্রহণ করেন - ১০ আগস্ট ১৯২৩; মাসিমদিয়া, নড়াইল।
- 'শিশুস্বর্গ, ও চারুপীঠ' প্রতিষ্ঠা করেন - এস এম (শেখ মুহম্মদ) সুলতান, নড়াইলে।
- 'নন্দন কানন' প্রতিষ্ঠা করেন - এস এম সুলতান, নড়াইলে।
- এস এম সুলতানের উল্লেখযোগ্য চিত্রশিল্প - হত্যায়জ্ঞ, চর দখল।
- এস এম (শেখ মুহম্মদ) সুলতান স্বাধীনতা পুরস্কার পান - ১৯৯৩ সালে।
- 'ধানকাটা' চিত্রকর্মটির শিল্পী - এস এম সুলতান।

□ ফকির লালন শাহ

- লালন শাহ জন্মগ্রহণ করেন - ১৭৭২ সালে (১ কার্তিক ১১৭৯); হরিশপুর, বিনাইদহ (মতান্তরে ভাঁড়ারা, কুষ্টিয়া)।
- সর্বপ্রথম লালনের গান সংগ্রহ করেন - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২৯৮টি)।
- লালন শাহ মারা যান - ১ কার্তিক ১২৯৭ বঙ্গাব্দ (১৭.১০.১৮৯০) কুষ্টিয়ার ছেউড়িয়ায়।

□ হাসন রাজা

- স্বনামধন্য লোকসঙ্গীত রচয়িতা ও সাধক হাসন রাজা জন্মগ্রহণ করেন - বর্তমান সুনামগঞ্জ জেলার লক্ষ্মণশ্রী গ্রামে, ১৮৫৪ সালে।
- হাসন রাজার অপর নাম - অহিদুর রাজা।

□ শাহ আব্দুল করিম

- শাহ আব্দুল করিম জন্মগ্রহণ করেন - ১৯১৬ সালে; সুনামগঞ্জে।
- শাহ আব্দুল করিম খ্যাত - বাউল সম্রাট হিসেবে।
- গাড়ি চলে না, চলে না.... আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম; কেমনে ভুলিব আমি বাঁচি না তারে ছাড়া প্রভৃতি গানের গীতিকার ও সুরকার - শাহ আব্দুল করিম।
- শাহ আব্দুল করিম মৃত্যুবরণ করেন - ২০০৯ সালে।

□ ড. মুহাম্মদ ইউনুস

- ড. মুহাম্মদ ইউনুস জন্মগ্রহণ করেন - ২৮ জুন, ১৯৪০; বাথুয়া চট্টগ্রাম।
- গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা - ড. মুহাম্মদ ইউনুস।
- এশিয়ার শান্তম, বাংলাদেশের প্রথম এবং তৃতীয় বাঙ্গালি হিসেবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন - ড. মুহাম্মদ ইউনুস (গ্রামীণ ব্যাংকের সাথে যৌথভাবে)।
- ড. মুহাম্মদ ইউনুস নোবেল পুরস্কার লাভ করেন - ২০০৬ সালে, শান্তিতে।
- ২৬ অক্টোবর ২০১২ স্টকল্যান্ডের গ্রাসগো ক্যালেডোনিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য (চ্যান্সেলর) হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন - ড. ইউনুসের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ - 'দরিদ্রহীন বিশ্বের অভিযুক্ত' এবং 'Banker to the poor'।

□ অমর্ত্য সেন

- অমর্ত্য সেন জন্মগ্রহণ করেন - ৩ নভেম্বর, ১৯৩৩; পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
- অর্থনীতির মাদার তেরেসা (The Mother Teresa of Economics হিসেবে খ্যাত-অমর্ত্য সেন)।
- এশিয়ার প্রথম ব্যক্তি হিসেবে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন - অমর্ত্য সেন।
- অমর্ত্য সেনের বিখ্যাত গ্রন্থ - 'Poverty and famine', 'The Idea of Justice, Identity and violence the illusion of destiny'.
- অমর্ত্য সেন দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য নিয়ে গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কার পান - ১৯৯৮ সালে।

□ ব্রজেন দাস

- ব্রজেন দাস জন্মগ্রহণ করেন - ৯ ডিসেম্বর, ১৯২৭; বিক্রমপুর, মুন্সিগঞ্জ।
- প্রথম বাঙ্গালি হিসেবে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন - ব্রজেন দাস (১৯৫৮ সালে)।
- ব্রজেন দাস স্বাধীনতা পদক লাভ করেন - ১৯৯৯ সালে (মরণোত্তর)।
- ব্রজেন দাস মৃত্যুবরণ করেন - ১ জুন, ১৯৯৮

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনাসমূহ

গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান

□ বাংলা একাডেমি

- বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৫৫ সালের ৩ ডিসেম্বর।
- বাংলা একাডেমি পূর্ব নাম - বর্ধমান হাউস।
- ভাষা আন্দোলনের ফলে যে প্রতিষ্ঠানটি সৃষ্টি হয় - বাংলা একাডেমী।
- বাংলা একাডেমির প্রথম সভাপতি - মওলানা মুহম্মদ আকরাম খাঁ।
- বাংলা একাডেমির প্রথম পরিচালক ছিলেন - ড. মায়হারুল ইসলাম।
- বাংলা একাডেমির প্রথম প্রকাশনা - বাংলা একাডেমি পত্রিকা (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, ইংরেজি ১৯৫৭)।
- 'নজরুল চত্বর' ও 'নজরুল মঞ্চ' অবস্থিত - বাংলা একাডেমিতে।
- বর্তমানে বাংলা একাডেমিতে বিভাগ রয়েছে - ৪টি।
- বর্তমানে বাংলা একাডেমি থেকে সাময়িকী প্রকাশিত হয় - ৫টি।
- বাংলা একাডেমি স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করে - ২০১০ সালে।

□ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (BARD)

- বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা - আখতার হামিদ খান।
- BARD নামক বহুমুখী সমবায় প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত- কুমিল্লার কোটবাড়িতে।
- BARD প্রতিষ্ঠা লাভ করে - ২৭ মে, ১৯৫৯।
- বর্তমানে BARD এর পৃষ্ঠপোষক - বাংলাদেশ সরকার।
- BARD -এর প্রধান কর্মকর্তার পদ - মহাপরিচালক।

□ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (RDA)

- পল্লী উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯ জুন, ১৯৭৪।
- পল্লী উন্নয়ন একাডেমি - LGRDC-এর অধীন।
- পল্লী উন্নয়ন একাডেমির অবস্থান - শেরপুর, বগুড়া।

□ বাংলাদেশ শিশু একাডেমি

- বাংলাদেশ শিশু একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৭৬।
- বাংলাদেশ শিশু একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা - রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান।
- শিশু একাডেমি প্রকাশিত সচিত্র মাসিক পত্রিকাটির নাম - শিশু।
- শিশু একাডেমি জাতীয় শিশু-কিশোর প্রতিযোগিতা প্রবর্তন করে - ১৯৭৮ সাল থেকে।

□ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট

- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক একাডেমি অবস্থিত - বিরিশিরি, নেত্রকোনা।
- উপজাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান - ৮টি।
- বাংলাদেশের প্রথম উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট অবস্থিত - রাঙ্গামাটিতে।
- বাংলাদেশে প্রথম উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৭৮ সালে।
- উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের প্রধান কর্মকর্তার পদবি - পরিচালক।
- রাখাইন সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট অবস্থিত - রামু, কক্সবাজার।

□ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI)

- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭৬ সালের ৪ আগস্ট।
- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট অবস্থিত- জয়দেবপুর, গাজীপুর।
- BARI-এর অধীন শস্য গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে - ৭টি।
- BARI-এর অধীন আঞ্চলিক গবেষণা শাখা রয়েছে - ৬টি।

□ দুর্নীতি দমন কমিশন

- দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়- ২১ নভেম্বর, ২০০৪।

- দুর্নীতি দমন কমিশন- ৩ সদ্য বিশিষ্ট (১ জন চেয়ারম্যান ও ২ জন সদস্য)।
- দুর্নীতি দমন কমিশন প্রধানের পদবি- চেয়ারম্যান।
- দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রথম চেয়ারম্যান- বিচারপতি সুলতান হোসেন খান।
- দুর্নীতি দমন কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান- মোহম্মদ মঈন উদ্দীন আবদুল্লাহ (২০২১-বর্তমান)।
- দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যানের পদমর্যাদা- পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রীর সমান।
- দুর্নীতি দমন কমিশনের সদস্যদের পদমর্যাদা- হাইকোর্টের বিচারপতির সমান।

□ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

- জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়- ১ ডিসেম্বর ২০০৮।
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান বা সদস্য নিয়োগ দেন- রাষ্ট্রপতি।
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান বা সদস্যদের বয়সসীমা- ন্যূনতম ৩৫ বছর, সর্বোচ্চ ৭০ বছর।
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান- ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ (৮ ডিসেম্বর ২০২২-বর্তমান)।

□ বাংলাদেশ পরমাণুশক্তি কমিশন (BAEC)

- BAEC এর পূর্ণরূপ - Bangladesh Atomic Energy Commission.
- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন (BAEC)-এর প্রতিষ্ঠা- ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩।
- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের পূর্ব নাম - বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন।
- বাংলাদেশ পরমাণু কমিশনের সদর দপ্তর - আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- বাংলাদেশ পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্র - ১৩টি।

□ বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (BCSIR)

- BCSIR এর পূর্ণরূপ - Bangladesh Council of Science and Industrial Research. BCSIR প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৫৫ সালে।
- BCSIR এর প্রথম ও প্রধান গবেষক ছিলেন - ড. কুদরত-ই-খুদা।
- বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ হলো - বিজ্ঞান ও শিল্পবিষয়ক সর্বাপেক্ষা তথ্যবহুল গবেষণা কেন্দ্র।

□ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প সংস্থা (BSCIC)

- BSCIC এর পূর্ণরূপ - Bangladesh Small Cottage Industry Corporation.
- BSCIC প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৫৭ সালে।
- সারা দেশে BSCIC শিল্পনগরী রয়েছে - ৬৫টি।

□ বারডেম

- বাংলাদেশ প্রধান ডায়াবেটিস চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের নাম- বারডেম (BIRDEM)।
- বারডেম প্রতিষ্ঠা করেন - জাতীয় অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইব্রাহীম, ১৯৮০ সালে।
- বারডেমের অবস্থান - শাহবাগ, ঢাকা।

□ আন্তর্জাতিক উদরাময় রোগ গবেষণাকেন্দ্র (ICDDR)

- আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণাকেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর, বি)-এর প্রতিষ্ঠা - ১৯৭৮ সালে।
- ICDDR-এর অবস্থান - মহাখালী, ঢাকা।
- 'বেবি জিঙ্ক' ট্যাবলেটের বাজারজাত উদ্বোধন করা হয় - ২৬ নভেম্বর, ২০০৬ (আবিষ্কার করে ICDDR)।



□ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

- এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৭৮৪ সালে কলকাতায়।
- এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা - স্যার উইলিয়াম জেনস।
- বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বিশ্বকোষটির নাম - বাংলাপিডিয়া।

- স্যার উইলিয়াম জেনস ছিলেন - সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন কনিষ্ঠ বিচারক।
- 'পাকিস্তান এশিয়াটিক সোসাইটি' নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি নামকরণ করা হয় - ১৯৭২ সালে।
- এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশের প্রধান - রাষ্ট্রপতি।



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. ঢাকা কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির নতুন নাম-

- ক. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত মেমোরিয়াল লাইব্রেরি
- খ. বেগম সুফিয়া কামাল পাবলিক লাইব্রেরি
- গ. শেখ ফজিলাতুন্নেছা পাবলিক লাইব্রেরি
- ঘ. জাহানারা ইমাম পাবলিক লাইব্রেরি

২. বাংলাদেশের 'জাতীয় গ্রন্থাগার' কোথায় অবস্থিত?

- ক. শাহবাগে
- খ. গুলিস্তানে
- গ. আগারগাঁও
- ঘ. উল্টরায়ে

৩. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

- ক. ১৯৭৪ সালে
- গ. ১৯৭১ সালে
- খ. ১৯৮০ সালে
- ঘ. ২০০০ সালে

৪. 'আলোকিত মানুষ চাই' কোন প্রতিষ্ঠানের প্রোগ্রাম?

- ক. জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র
- খ. বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র
- গ. সুশাসনের জন্য নাগরিক
- ঘ. পাবলিক লাইব্রেরি

৫. এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা কে?

- ক. লর্ড মাউন্টব্যাটন
- খ. স্যার পি জে হার্টগ
- গ. স্যার উইলিয়াম জেন্স
- ঘ. লর্ড ক্যানিং

বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থান

□ মহাস্থানগড়

বাংলার প্রাচীনতম জনপদ ছিল পুণ্ড্র বা পৌন্ড্র। পুণ্ড্র রাজ্যের রাজধানী ছিল পুণ্ড্রনগর। পুণ্ড্রনগরের বর্তমান নাম মহাস্থানগড়। এটি মৌর্য ও গুপ্ত রাজবংশের প্রাদেশিক রাজধানী ছিল। করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত শীলাদেবীর ঘাট। এখানে রয়েছে অশোক নির্মিত বৌদ্ধ স্তম্ভ যা বেহুলার বাসর ঘর নামে পরিচিত। মহাস্থানগড়ের দর্শনীয় স্থান শাহ সুলতান বলখীর মাজার, পরশুরামের প্রাসাদ, খোদার পাথর ভিটা, বৈরাগীর ভিটা, লক্ষ্মীন্দরের মেধ, কালীদাহ সাগর প্রভৃতি।

□ সোনারগাঁও

মুঘল সম্রাট আকবরের সময় বার ভুঁইয়া নেতা ঈসা খাঁ সোনারগাঁও বাংলার রাজধানী স্থাপন করেন। সোনারগাঁও বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ জেলার একটি উপজেলা। সোনারগাঁও পূর্বে মেঘনা, পশ্চিমে শীতলক্ষ্যা, দক্ষিণে ধলেশ্বরী এবং উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদ দ্বারা বেষ্টিত একটি বিস্তৃত জনপদ ছিল। এর পূর্ব নাম সুবর্ণগ্রাম। ঈসা খাঁর স্ত্রী সোনা বিবির নামানুসারে সোনারগাঁও এর নামকরণ করা হয়। সোনা বিবির মাজার, পাঁচবিবির মাজার, পাঁচ পীরের মাজার, গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের মাজার, হোসেন শাহ নির্মিত একটি সুদৃশ্য মসজিদ, ঈসা খাঁর স্মৃতি বিজড়িত লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর, গ্রান্ড-ট্রাঙ্ক রোড ইত্যাদি সোনারগাঁওর দর্শনীয় স্থান। সোনারগাঁও এর পানাম নগরী উনিশ শতকের উচ্চবিত্ত ব্যবসায়ীদের বাসস্থান ছিল।

□ লালবাগের কেল্লা

লালবাগের কেল্লা মুঘল আমলের ঐতিহাসিক নিদর্শন। এটি পুরোনো ঢাকার লালবাগে অবস্থিত একটি দুর্গ। এই কেল্লার পূর্ব নাম আওরঙ্গবাদ দুর্গ। সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে তার তৃতীয় পুত্র শাহজাদা মোহাম্মদ আযম শাহ ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে এর নির্মাণ কাজ শুরু করেন। সুবেদার শায়েস্তা খাঁর আমলে এর নির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকে। এর মধ্যে তার কন্যা পরিবিবি (প্রকৃত নাম ইরান দুখত) সমাধি অবস্থিত। কেল্লার উত্তর-পশ্চিমাংশের বিখ্যাত শাহী মসজিদ অবস্থিত। এটি মুঘল আমলের সর্বচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন।

□ হোসেনি দালান

হোসেনি দালান বা ইমাম বাড়ি ঢাকা শহরের বকশিবাজার এলাকার একটি শিয়া উপাসনালয়। মুঘল সম্রাট শাহজাহানের আমলে এটি নির্মিত হয়। হিজরী ১০৫২ সনে সৈয়দ মীর মুরাদ এটি নির্মাণ করেন।

□ উত্তরা গণভবন

দিঘাপতিয়া রাজবাড়ী (উত্তরা গণভবন) নাটোর জেলায় অবস্থিত। এককালে দিঘাপতিয়া মহারাজাদের বাসস্থান ছিল। এটি বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের উত্তরাঞ্চলীয় সচিবালয়। ১৯৪৩ সালে রাজা দয়ারাম রায় এটি নির্মাণ করেন। ১৮৯৭ সালে প্রলয়ংকরী ভূমিকম্পে রাজপ্রাসাদটি ধ্বংসস্তপে পরিণত হয়। পরে রাজা প্রমদা নাথ রায় এটি পুনর্নির্মাণ করেন। ১৯৬৭ সালে তৎকালীন গভর্নর মোনাম্মে খান একে গভর্নরের বাসভবন হিসাবে উদ্বোধন করেন। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই রাজবাড়ীর নামকরণ করেন 'উত্তরা গণভবন' (Uttara Ganobhaban)।

□ আহসান মঞ্জিল

আহসান মঞ্জিল (Ahsan Manzil) পুরানো ঢাকার ইসলামপুরে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। এটি পূর্বে ছিল ঢাকার নবাবদের প্রাসাদ। এর প্রতিষ্ঠাতা নবাব আব্দুল গণি। তিনি তাঁর পুত্র খাজা আহসানউল্লাহর নামানুসারে এর নামকরণ করেন। এর নির্মাণকাল ১৮৫৯-১৮৬২ সাল। ১৮৯৭ সালে ঢাকায় ভূমিকম্প আঘাত হানলে আহসান মঞ্জিলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। পরবর্তীকালে নবাব আহসানউল্লাহ তা পুনর্নির্মাণ করেন। ১৯০৬ সালে আহসান মঞ্জিলে অনুষ্ঠিত এক সভায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯২ সালে আহসান মঞ্জিলকে 'আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে' রূপান্তর করা হয়।

- বাংলাদেশের প্রাচীনতম শহরের নাম - পুণ্ড্রবর্ন।
- প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ন জনপদটির বর্তমান নাম - মহাস্থানগড়।
- মহাস্থানগড় অবস্থিত - বগুড়া জেলার করতোয়া নদীর তীরে।
- খোদার পাথর ভিটা অবস্থিত - মহাস্থানগড়ে।
- বৈরাগীর ভিটা অবস্থিত বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে।



- সোনারগাঁও বাংলাদেশের রাজধানী ছিল - মোঘল আমলে।
- সোনারগাঁওয়ের পূর্বে বাংলার রাজধানী ছিল - মহাস্থানগড়ে।
- বাংলার রাজধানী সোনারগাঁওয়ে স্থাপন করেন - ঈসা খাঁ।
- ময়নামতি অবস্থিত - কুমিল্লায়।
- ময়নামতিতে নিদর্শন পাওয়া যায় - বৌদ্ধ সভ্যতার।
- ময়নামতির অপর দুটি নাম - রোহিতগিরি ও লালমাই।
- আহসান মঞ্জিল অবস্থিত - ঢাকার ইসলামপুরে।
- লালবাগ কেল্লার অভ্যন্তরে কবর রয়েছে - শায়েস্তা খাঁর কন্যা পরী বিবির (মৃত্যু ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দে)।
- লালবাগ দুর্গের অভ্যন্তরে সমাহিত শায়েস্তা খাঁর কন্যা পরী বিবির আসল নাম - ইরান দুখ্ত।
- বড় কাটরা অবস্থিত - ঢাকার চকবাজারে।
- ঢাকার ঐতিহাসিক বড় কাটরা নির্মাণ করেন - শাহ সুজা।
- ছোট কাটরা অবস্থিত - রাজধানী ঢাকার চকবাজারে।
- ছোট কাটরা নির্মাণ করেন - শায়েস্তা খাঁন।
- হোসনি দালান অবস্থিত - পুরান ঢাকার বকশিবাজারে।

□ ঐতিহাসিক স্থানের পুরনো নাম

বর্তমান নাম	পুরনো নাম
বাংলাদেশ	বং, বঙ্গ, বাঙালা, পূর্ব পাকিস্তান
ঢাকা	জাহাঙ্গীরনগর/ঢাকো/ঢুকা
চট্টগ্রাম	ইসলামাবাদ/পোত্রো গ্রানডে/শাতিলগঞ্জ
খুলনা	জাহানাবাদ
বরিশাল	চন্দ্রদ্বীপ/ বাকলা/ইসমাইলপুর
সিলেট	শ্রীহট্ট, জালালাবাদ (মুঘল আমলে)
কুষ্টিয়া	নদীয়া
সাভার	সাভার
মুন্সিগঞ্জ	বিক্রমপুর
ফেনী	শমশেরনগর
ময়নামতি	রোহিতগিরি
রাজবাড়ী	গোয়ালন্দ
গজারিয়া	দোয়ার
গাইবান্ধা	ভবানীগঞ্জ
উত্তরবঙ্গ	বরেন্দ্রভূমি
দিনাজপুর	গণ্ডোয়ানালায়
রাঙ্গামাটি	হরিকেল
শরীয়তপুর	ইদ্রাকপুর পরগনা
সাতক্ষীরা	সাতঘরিয়া
বাগেরহাট	খলিফাতাবাদ
সোনারগাঁও	সুবর্ণগ্রাম
ময়মনসিংহ	নাসিরাবাদ
নোয়াখালী	সুধারাম/ভুলুয়া
শাহবাগ	বাগ-ই-শাহেনশাহ (মুঘল আমলে)
জামালপুর	সিংহজানী
কুমিল্লা	ত্রিপুরা পরগনা
কক্সবাজার	ফালকিং
টঙ্গী	টুঙ্গী
মহাস্থানগড়	পুণ্ডবর্ন
গাজীপুর	জয়দেবপুর
ফরিদপুর	ফতেহাবাদ

□ প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার

বৌদ্ধ বিহার	অবস্থান
সোমপুর বিহার	নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে অবস্থিত। বৌদ্ধ সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন
শালবন বিহার	কুমিল্লা জেলার ময়নামতিতে অবস্থিত। রাজাধিরাজ ভবদেব দ্বারা তৈরি একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার ৭ম-৮ম শতক।
আনন্দ বিহার	কুমিল্লা জেলার ময়নামতিতে লালমাই পাহাড়ের পাদদেশে রাজা আনন্দ দেব কর্তৃক নির্মিত প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার
মহামুনি বিহার	চট্টগ্রামের রাউজানে অবস্থিত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ঐতিহ্যবাহী বৌদ্ধ বিহার
সীতাকোট বিহার	দিনাজপুরে অবস্থিত। বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার। ৫ম-৬ষ্ঠ শতক (দেশের সবচেয়ে প্রাচীন)
রাজবন বৌদ্ধ বিহার	রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাইহ্রদের তীরে অবস্থিত প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ঐতিহ্যবাহী স্থান।
জগদল বিহার	নওগাঁ জেলায় অবস্থিত। পাল রাজাদের শাসনামলে নির্মিত একটি বৌদ্ধ বিহার।
ভাসু বিহার	বগুড়ার মহাস্থানগড়ে অবস্থিত। প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার বিখ্যাত স্থান।
সীমা বৌদ্ধ বিহার	পটুয়াখালী জেলায় অবস্থিত। বৌদ্ধ সভ্যতার বিখ্যাত স্থান।

- বাংলাদেশের প্রাচীনতম বৌদ্ধ বিহার - শালবন বিহার।
- শালবন বিহারের স্রষ্টা - ভবদেব।
- শালবন বিহার অবস্থিত - কুমিল্লা জেলার ময়নামতি ও লালমাই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে।
- শালবন বিহার নির্মাণ করা হয় - ৮ম শতকের শেষ দিকে।
- আনন্দ বিহার অবস্থিত - শালবন বিহারের দুই মাইল উত্তরে কুমিল্লার লালমাই পাহাড়ের পাদদেশে।
- জগদল বিহার অবস্থিত - নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলার জগদল গ্রামে।

□ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা

- মসজিদ, মন্দির, মাজার
- ঢাকার প্রথম মসজিদ - বিনত বিবির মসজিদ।
- ষাট গম্বুজ মসজিদ নির্মাণ করেন - পীর খান জাহান আলী (র:)।
- ষাট গম্বুজ মসজিদ অবস্থিত - বাগেরহাট জেলায়।
- কুসুম্বা মসজিদ অবস্থিত - নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলায়।
- সাত গম্বুজ মসজিদ নির্মাণ করেন - শায়েস্তা খাঁর পুত্র উমিদ খাঁ।
- বিখ্যাত সাত গম্বুজ মসজিদটি অবস্থিত - ঢাকার মোহাম্মদপুরে।
- সাত গম্বুজ মসজিদের গম্বুজের সংখ্যা - ৭টি।
- ঢাকার সবচেয়ে প্রাচীন মন্দির - ঢাকেশ্বরী মন্দির।
- কাপ্তাইউ মন্দির অবস্থিত - দিনাজপুর থেকে ১২ মাইল উত্তরে কাপ্তাইগরে।
- গুরুদ্বারা নানকশাহী শিখ মন্দিরটি অবস্থিত - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়।
- তিন নেতার মাজার (শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও খাজা নাজিমউদ্দিন) অবস্থিত - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।
- তিন নেতার মাজারের স্থপতি - শিল্পী মাসুদ আহমেদ।
- 'বাঘা মসজিদ' অবস্থিত - রাজশাহী।

□ জাদুঘর

জাদুঘর	অবস্থান	প্রতিষ্ঠাকাল
বরেন্দ্র জাদুঘর	রাজশাহী	এপ্রিল, ১৯১০
ঢাকা জাদুঘর (জাতীয় জাদুঘর করা হয় ১৯৮৩)	শাহবাগ, ঢাকা	১৯১৩ (উদ্বোধন ৭ আগস্ট, ১৯১৩)
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	আগারগাঁও, ঢাকা	২৬ এপ্রিল, ১৯৬৫
ময়নামতি জাদুঘর	কুমিল্লা	১৯৬৫
মহাস্থানগড় জাদুঘর	বগুড়া	১৯৬৭
কুঠিবাড়ি জাদুঘর	শিলাইদহ, কুষ্টিয়া	১৯৭১
উপজাতীয় কালচারাল একাডেমি জাদুঘর	বিরিশিরি, নেত্রকোনা	১৬ আগস্ট, ১৯৭৭
লালন জাদুঘর	ছেউড়িয়া, কুষ্টিয়া	১৯৭৯
লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর	সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ	১৯৮১
সামরিক জাদুঘর	বিজয় সরণি, তেজগাঁও	২৬ নভেম্বর, ১৯৮৭
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	আগারগাঁও	২২ মার্চ, ১৯৯৬

জাদুঘর	অবস্থান	প্রতিষ্ঠাকাল
গান্ধী স্মৃতি জাদুঘর	সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী	১০ অক্টোবর, ২০০০

- বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর উদ্বোধন করেন - বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল।
- জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর অবস্থিত - ঢাকার আগারগাঁওয়ে।
- বাংলাদেশ সামরিক জাদুঘর অবস্থিত - বিজয় সরণি, তেজগাঁও।
- ওসমানী স্মৃতি জাদুঘর রয়েছে - সিলেটে।
- বাংলাদেশের একমাত্র নৃতাত্ত্বিক জাদুঘর অবস্থিত - আশ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
- লালন জাদুঘর অবস্থিত - কুষ্টিয়াতে।
- বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর অবস্থিত - ঢাকাত্তে।
- মণিপুরী জাদুঘর অবস্থিত - ছনগাঁও গ্রাম, আদমপুর ইউনিয়ন (কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার)।
- ঢাকা মহানগর জাদুঘরের অবস্থান - আহসান মঞ্জিল, ইসলামপুর, ঢাকা।
- বাংলাদেশ রাইফেলস জাদুঘর অবস্থিত - ঢাকার পিলখানায়।
- বাংলাদেশের একমাত্র ভূগর্ভস্থ জাদুঘর অবস্থিত - ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে।
- ভাষা আন্দোলন জাদুঘর অবস্থিত - বর্ধমান হাউস, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

- বাংলাদেশের একমাত্র নৃ-তাত্ত্বিক জাদুঘর অবস্থিত-
ক. ঢাকা জেলায় খ. চট্টগ্রাম জেলায়
গ. কুমিল্লা জেলায় ঘ. কক্সবাজার জেলায়
- প্রাচীন 'পুণ্ড্রনগর' কোথায় অবস্থিত?
ক. ময়নামতি খ. বিক্রমপুর
গ. মহাস্থানগড় ঘ. পাহাড়পুর
- বিখ্যাত সাধক শাহ সুলতান বলখীর মাজার কোথায়?
ক. মহাস্থানগড় খ. শাহজাদপুরে
গ. নেত্রকোণায় ঘ. রামপাল

- বাংলার প্রাচীন শিলালিপি 'ব্রাহ্মী লিপি' কোথায় পাওয়া যায়?
ক. ময়নামতি খ. উয়ারী-বটেশ্বর
গ. পাহাড়পুর ঘ. মহাস্থানগড়
- বাংলার প্রাচীনতম শহর কোনটি?
ক. সোনার গাঁও খ. রামপাল
গ. বিক্রমপুর ঘ. পুণ্ড্রনগর

বাংলাদেশের ভাস্কর্য

- কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের উদ্বোধক - শহীদ বরকতের মা হাসিনা বেগম (২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩)।
- 'সম্মিলিত প্রয়াস' নামে পরিচিত - সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ।
- জাতীয় স্মৃতিসৌধের উচ্চতা - ৪৬.৫ মিটার।
- রায়ের বাজার বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধের অবস্থান - ধানমন্ডি আবাহনী মাঠের পশ্চিমে রায়ের বাজার সংলগ্ন ইট খোলায়।
- 'মুক্তি চাই স্বাধীনতা চাই' অবস্থিত - বিজয় সরণি, ঢাকা।
- মুক্তিযুদ্ধ শহীদ স্মৃতি ভাস্কর্যের অবস্থান - ঢাকাস্থ বিমান বাহিনীর সদর দপ্তরের উত্তর পাশে।
- দেশের সর্বোচ্চ শহীদ মিনারের স্থপতি - রবিউল হুসাইন।
- 'জয় বাংলা, জয় তারুণ্য' ভাস্কর্যের স্থপতি - আলাউদ্দিন বুলবুল।
- 'একাত্তর স্মরণে' ভাস্কর্য অবস্থিত - বাংলা একাডেমি।

স্থাপত্য/ভাস্কর্য

স্থপতি/ভাস্কর্য	স্থাপত্য/ভাস্কর্য	অবস্থান
শামীম শিকদার	বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ ভাস্কর্য	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার
	বিজয় উল্লাস	আনোয়ার পাশা ভবন, ঢাবি
	স্বামী বিবেকানন্দ	জগন্নাথ হল, ঢাবি
	স্বাধীনতা সংগ্রাম	ফুলার রোড, ঢাবি
	স্বোপার্জিত স্বাধীনতা	টিএসসি চত্বর, ঢাবি



নিতুন কুণ্ড	কদম ফোয়ারা	জাতীয় ইদগাহের সামনে, ঢাকা
	সার্ক ফোয়ারা	সোনারগাঁও হোটেল, কারওয়ান বাজার, ঢাকা
	সাম্পান	শাহ আমানত বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম
	শাবাস বাংলাদেশ	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
হামিদুজ্জামান খান	ক্যাকটাস	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
	বেগম রোকেয়া ভাস্কর্য	রোকেয়া হল, ঢাকা
	রুইকাতলা	ফার্মগেট, ঢাকা
	শান্তির পায়রা	টিএসটি, ঢাকা
	সংশপ্তক	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
	স্বাধীনতা	কাজী নজরুল ইসলাম এডিনিউ, ঢাকা
	স্মৃতির মিনার	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
	দোয়েল চত্বর	তিন নেতার মাজার এলাকা, ঢাকা
আজিজুল জলিল পাশা	শাপলা চত্বর	মতিঝিল, ঢাকা
	বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ	মিরপুর, ঢাকা
মোস্তফা হারুন কুদ্দুস হিলি	রাজারবাগ, স্মৃতিসৌধ	রাজারবাগ, ঢাকা
	অর্ঘ্য	সায়েন্স ল্যাবরেটরি, ঢাকা
মৃণাল হক	অতলাস্তিকে বসতি (ডলফিন) নৌবাহিনীর সদর দপ্তর, ঢাকা	
	ঈগল পাখি	পুরাতন বিমানবন্দর, তেজগাঁও
	কোতোয়াল	মিন্টোরোড, ঢাকা
	গোল্ডেন জুবিলি টাওয়ার	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
	চির দুর্জয়	রাজারবাগ, ঢাকা
	জাংকইয়ার্ড ফ্যামিলি (অ্যান্টিক গাড়ি)	
	তেজগাঁও	
	দুর্জয়	রাজারবাগ, ঢাকা
	প্রতিরোধ	মাসদাইর, নারায়ণগঞ্জ
	প্রত্যাশা	ফুলবাড়িয়া, ঢাকা
	বলাকা (৪টি বক)	মতিঝিল বিমান অফিস
	বিডিআর ভাস্কর্য	ঝিগাতলা, ঢাকা
	বর্ষা রাণী	সাতরাস্তার মোড়, তেজগাঁও
	বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
	রত্নদ্বীপ	তেজগাঁও, ঢাকা
শ্যামল চৌধুরী	বিজয় '৭১	বাকুবি, ময়মনসিংহ
	সোনার বাংলা	বাকুবি, ময়মনসিংহ
	সন্ত্রাসবিরোধী রাজু ভাস্কর্য	টিএসটি, ঢাকা
মুস্তাফা মনোয়ার	মিশুক	শহীদ জিয়া শিশু পার্ক, শাহবাগ
	কৃষক পরিবার	জাতীয় জাদুঘর প্রাঙ্গণ, ঢাকা
নভেরা আহমেদ	নারী, শিশু ও পুরুষ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
	মা ও শিশু	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
	হাস্যোজ্জ্বল বঙ্গবন্ধু	ঝিগাতলা, ঢাকা
রাশা	স্বাধীনতার ডাক	গণকবাড়ি, সাভার
	৭১ এর গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রস্ততি	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
	জাতিত চৌরঙ্গী	জয়দেবপুর চৌরাস্তা, গাজীপুর
আব্দুর রাজ্জাক	বিজয় সরণি ফোয়ারা	ফার্মগেট (তেজগাঁও এলাকা)
	অপরাজেয় বাংলা	ঢাবির কলাভবন
সৈয়দ আবদুল্লাহ খালেদ	অঙ্গীকার	চাঁদপুর
	হামিদুর রহমান	ঢাকা মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন
সৈয়দ মাইনুল হোসেন	জাতীয় স্মৃতিসৌধ	সাভার, ঢাকা

মো: মইনুল	চেতনা '৭১	কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন
সিরাজুল ইসলাম ও শাহ মইনুল হোসেন	বঙ্গবন্ধু, মনুমেন্ট ফোয়ারা	গুলিস্তান, ঢাকা
লুই আই কান	জাতীয় সংসদ ভবন	শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
লারোস	হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	কুর্মিটোলা, ঢাকা
বব বুই	কমলাপুর রেল স্টেশন	কমলাপুর, ঢাকা
আব্দুল হুসেইন খারিয়ানি	বায়তুল মোকাররম	গুলিস্তান, ঢাকা
মাসুদ আহমেদ	তিন নেতার মাজার	সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের দক্ষিণে
অখিল পাল	মোদের গরব	বাংলা একাডেমি
সুদীপ্ত রায়	বীরের প্রত্যাভর্তন	বাড্ডা, ঢাকা
মর্ত্তজা বশীর	স্মারক ভাস্কর্য	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. নিতুন কুণ্ড একজন প্রখ্যাত-

- ক. নাট্যকার
গ. ভাস্কর

- খ. সংগীতকার
ঘ. চলচ্চিত্রকার

২. নিচের কোন ভাস্কর্যটির স্থপতি নিতুন কুণ্ড?

- ক. সাবাস বাংলাদেশ
গ. অপরাজেয় বাংলা

- খ. স্বোপার্জিত স্বাধীনতা
ঘ. সূর্যদয়ের প্রান্তে

৩. সার্ক ফোয়ারার ভাস্কর কে?

- ক. রাশা
গ. নিতুন কুণ্ড

- খ. মৃণাল হক
ঘ. হামিদুর রহমান

৪. ১৯৮৮ সালের সিউল অলিম্পিকে বাংলাদেশের কোন ভাস্করের শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে স্থান পায়?

- ক. শামীম শিকদার
গ. হামিদুজ্জামান খান

- খ. সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ
ঘ. আব্দুস সুলতান

৫. 'স্টেপস' ভাস্কর্যটি সিউল অলিম্পিকের পার্কে স্থান পেয়েছিল। এর ভাস্করের নাম-

- ক. নভেরা আহমেদ
গ. আব্দুল্লাহ খালিদ

- খ. হামিদুজ্জামান খান
ঘ. সুলতানুল ইসলাম

জাতীয় পুরস্কার

□ পদক-পুরস্কার-সম্মাননা

- অস্কারে বিদেশী ভাষার চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতা বিভাগে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছিল- ডুব চলচ্চিত্রটি।
- 'ডুব' (ইংরেজি নাম No Bed of Roses) চলচ্চিত্রের পরিচালক- মোস্তফা সরওয়ার ফারুকী।
- হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন বাংলাদেশের- প্রখ্যাত আলোকচিত্রী শহীদুল আলম।
- কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগত্তারিণী পদক' লাভ করেন- টাবি'র ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।
- ডেনমার্কের 'লেগো পুরস্কার' লাভ করেন- ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারপারসন ফজলে হাসান আবেদ।
- কানাডার সর্বোচ্চ সম্মাননা 'কানাডা রিসার্চ চেয়ার' অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন- ড. এম মুজাহিদুর রহমান।
- রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তার জন্য ৬১তম কমনওয়েলথ 'পয়েন্ট অব লাইট' পান- শারমিন সুলতানা।
- যুক্তরাষ্ট্রের 'গ্লোবাল এমার্জিং ইয়াং লিডার্স অ্যাওয়ার্ড' লাভ করেন বাংলাদেশী তরুণী- তানজিল ফেরদৌস।
- আকাশ পথে নিরাপত্তায় দ্রুত উন্নতি স্বীকৃতি স্বরূপ IACO'র প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড লাভ করে- বাংলাদেশ।
- 'অনন্যা সাহিত্য পুরস্কার ১৪২৫' লাভ করেন লেখক-গবেষক- ড. আকিমুন রহমান।

একুশে পদক-২০২৩

জাতীয় পর্যায়ে অনন্য অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৭৬ সাল থেকে একুশে পদক প্রবর্তন করা হয়। একুশে পদকের আর্থিক মূল্যায়ন চার লক্ষ টাকা, আঠারো ক্যারেট মানের পঁয়ত্রিশ গ্রাম স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত একটি পদক ও একটি সম্মাননাপত্র। ২০২৩ সালে একুশে পদক লাভ করেন ১৯ জন ব্যক্তি ও ২টি প্রতিষ্ঠান। ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তাদের নাম ঘোষণা করা হয়। পদক বিজয়ীরা হলেন-

ক্ষেত্র	বিজয়ী
ভাষা আন্দোলন	মনযুর-ই-খুদা, এ. কে. এম. শামসুল হক (মরণোত্তর), মোহাম্মদ মজিবুর রহমান।
শিল্পকলা (নৃত্য)	মাসুদ আলী খান ও শিমুল ইউসুফ।
শিল্পকলা (সংগীত)	মনোরঞ্জন ঘোষাল, গাজী আব্দুল হাকিম, ফজল-এ-খোদা (মরণোত্তর)।
শিল্পকলা (অভিনয়)	জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, নওয়াজিশ আলী খান, কনকচাঁপা চাকমা।
সাংবাদিকতা	মো: শাহ আলমগীর (মরণোত্তর)।
সমাজসেবা	সাইদুল হক, বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন।
শিক্ষা	জাতীয় জাদুঘর।
ভাষা ও সাহিত্য	ড. মনিরুজ্জামান।
গবেষণা	ডা. মো. আব্দুল মজিদ

স্বাধীনতা পুরস্কার-২০২৩

জাতীয় পর্যায়ে গৌরবজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে ৯ ব্যক্তি ও এক প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ মর্যাদা স্বাধীনতা পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেছে সরকার।

পুরস্কারজয়ী প্রত্যেকে পাবেন ১৮ ক্যারেট মানের পঞ্চাশ গ্রাম ওজনের একটি স্বর্ণপদক, পাঁচ লাখ টাকার চেক ও একটি সম্মাননা পত্র। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা, অসামান্য আত্মত্যাগ ও অসাধারণ অবদানের জন্য যারা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও জনকল্যাণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা দেশ ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, তাদের সম্মান জানাতে সরকার ১৯৭৭ সাল থেকে প্রতি বছর এ পুরস্কার দিয়ে আসছে।

ক্ষেত্র	বিজয়ী
স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে	বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল (অব.) সামসুল আলম, মরহুম লেফটেন্যান্ট এ জি মোহাম্মদ খুরশীদ, শহীদ খাজা নিজামউদ্দিন ভূঁইয়া, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া (বীর বিক্রম)।
সমাজসেবা	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স।
সাহিত্যে	মরহুম ড. মুহাম্মদ মঈনুদ্দিন আহমেদ (সেলিম আল দীন)।
সংস্কৃতি	পবিত্র মোহন দে।
গবেষণা ও প্রশিক্ষণ	নাদিরা জাহান (সুরমা জাহিদ), ড. ফেরদৌসি কাদরী।

৪৫তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার - ২০২২

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে একমাত্র রাষ্ট্রীয় ও সর্বোচ্চ সম্মাননা পদক। ১৯৭৫ সাল থেকে এই পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। তথ্য মন্ত্রণালয় ৪৫তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০২০; ঘোষণা করে ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২২।

পদক/সম্মাননা	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্ম
আজীবন সম্মাননা	আনোয়ারা বেগম রাইসুল ইসলাম আসাদ
শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র	বিশ্ব সুন্দরী
শ্রেষ্ঠ পরিচালক	গাজী রাকায়েত
শ্রেষ্ঠ গীতিকার	কবির বকুল
স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র	আড়ং
শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চলচ্চিত্র	বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়
শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী	দীপাশ্বিতা মার্টিন
শ্রেষ্ঠ অভিনেতা	সিয়াম আহমেদ

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার-২০২২

‘বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার কমিটি ২০২২’ এর সম্মানিত সকল সদস্যের সম্মতিক্রমে এবং বাংলা একাডেমি নির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে আজ ২৫শে জানুয়ারি ২০২৩ বুধবার ‘বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০২২’ ঘোষণা করা হলো। বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর একুশে বইমেলা ২০২৩ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে এ পুরস্কার প্রদান করবেন।

ক্ষেত্র	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি
কবিতা	ফারুক মাহমুদ, তারিক সুজাত
কথাসাহিত্য	তাপস মজুমদার, পারভেজ হোসেন
প্রবন্ধ/গবেষণা	মাসুদুজ্জামান
অনুবাদ	আলম খোরশেদ
নাটক	মিলন কান্তি দে, ফরিদ আহমদ দুলাল
শিশু সাহিত্য	ধ্রুব এষ
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গবেষণা	মুহাম্মদ শামসুল হক
বঙ্গবন্ধুবিষয়ক গবেষণা	সুভাষ সিংহ রায়
বিজ্ঞান/কল্পবিজ্ঞান/পরিবেশ বিজ্ঞান	মোকারম হোসেন
আত্মজীবনী/স্মৃতিকথা/ভ্রমণকথ	ইকতিয়ার চৌধুরী
ফোকলোর	আবদুল খালেক, মুহাম্মদ আবদুল জলিল

বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক - ২০২২

প্রশাসনের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ২০২২ সাল থেকে নতুন আসিকে বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক দেওয়া হবে। ১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ‘বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক নীতিমালা, ২০২২’ জারি করে। একই সাথে ‘জনপ্রশাসন পদক নীতিমালা ২০১৫ (২০১৬ সালে সংশোধিত)’ বাতিল করা হয়। ব্যক্তি, দল ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদকের সংখ্যা হবে ১২টি।

গান্ধী শান্তি পুরস্কার-২০২০	
গান্ধী শান্তি পুরস্কার-২০২০ দেয়া হয়	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।
যে কারণে পুরস্কৃত করা হয়	মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করে দেশটির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উত্তরণে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বঙ্গবন্ধুকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়।
নরেন্দ্র মোদির কাছ থেকে পুরস্কারটি গ্রহণ করেন।	শেখ রেহানা (সাথে ছিলেন শেখ হাসিনা)
পুরস্কারটি দেয়া হয়	২৬ মার্চ, ২০২১ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে।
পুরস্কারের অর্থ মূল্য	১ কোটি রুপি।
পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে	১৯৯৫ সাল থেকে।

ম্যাগসেসে পুরস্কার বিজয়ী বাংলাদেশী

সাল	বিজয়ীর নাম	সাল	বিজয়ীর নাম
১৯৭৮	তানেরুন্নেসা আহমেদ আব্দুল্লাহ	১৯৯৯	অ্যাঞ্জেলা গোমেজ
১৯৮০	ফজলে হাসান আবেদ	২০০৪	আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ
১৯৮৪	ড. মুহাম্মদ ইউনুস	২০০৫	মতিউর রহমান
১৯৮৫	ড. জাফরুল্লাহ চৌধুরী	২০১০	এইচ এম নোমান খান
১৯৮৭	ফাদার রিচার্ড উইলিয়াম টিম	২০১২	সৈয়দা রিজওয়ান হাসান
১৯৮৮	মোহাম্মদ ইয়াসিন	২০২১	ফেরদৌসী কাদরী

- অনন্যা সাহিত্য পুরস্কার ১৪১৯ লাভ করেন – কাজী রোজী।
- ২০১৩ সালে ভারতের পদ্মশ্রী পদক লাভ করেন বাংলাদেশের – ঝর্ণাধারা চৌধুরী

- বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের নাম – স্বাধীনতা পুরস্কার।
- স্বাধীনতা পুরস্কার প্রবর্তিত হয় – ১৯৭৭ সালে।
- স্বাধীনতা পুরস্কারের প্রবর্তক – শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান।
- স্বাধীনতা পুরস্কারের অর্থমূল্য – দুই লাখ টাকা।
- একুশে পদক চালু হয় – ১৯৭৬ সালে।
- বাংলাদেশের সাহিত্যে সর্বোচ্চ পুরস্কার – বাংলা একাডেমি পুরস্কার।
- বাংলা একাডেমি পুরস্কার চালু হয় – ১৯৬০ সালে।

- শিশু একাডেমি পুরস্কার চালু হয় – ১৯৭৯ সালে।
- জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার চালু হয় – ১৯৭৬ সালে।
- জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার চালু হয় – ১৯৭৬ সালে।
- রাষ্ট্রপতি পুরস্কার চালু হয় – ১৯৭৩ সালে।
- রাষ্ট্রপতি পুরস্কার বর্তমান নাম – বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার।
- প্রধানমন্ত্রী পুরস্কার দেওয়া হয় – বৃক্ষরোপণের জন্য।
- প্রধানমন্ত্রী পুরস্কার চালু হয় – ১৯৯৩ সালে।



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. ২০২৩ সালে 'স্বাধীনতা পদক' পেয়েছেন কতজন?

- ক. ৯ খ. ১০
গ. ৮ ঘ. ১৫

২. ২০২২ সালে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ে বিশেষ অবদানের জন্য স্বাধীনতা পুরস্কার পায়—

- ক. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
খ. বাংলাদেশ গম ও ভূট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট
গ. বাংলাদেশ বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র
ঘ. বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

৩. কতজন বিশিষ্ট নাগরিক 'একুশে পদক-২০২৩'-এ ভূষিত হয়েছেন?

- ক. ৯ খ. ২১ গ. ২৪ ঘ. ১৯

৪. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণায় ২০২২ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন কে?

- ক. মুহাম্মদ সামাদ খ. পান্না কায়সার
গ. সাহিদা বেগম ঘ. অপারেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

৫. সেরা চলচ্চিত্র বিভাগে 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০২০' লাভ করে—

- ক. বাপজানের বায়োস্কোপ খ. গোর ও বিশ্বসুন্দরী
গ. ন' ডরাই ও ফাগুন হাওয়ায় ঘ. অনিল বাগচির একদিন

বাংলাদেশের খেলাধুলা

ক্রিকেট ও বাংলাদেশ

- বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) গঠিত হয় – ১৯৭৩ সালে।
- বিসিবির সদর দপ্তর – ঢাকা।
- বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচিত প্রথম সভাপতি – নাজমুল হাসান পাপন।
- জাতীয় ক্রিকেট দলের বর্তমান কোচ – চন্ডিকা হাথুরুসিংহে।

আইসিসি ট্রফিতে বাংলাদেশ

- বাংলাদেশ আইসিসির সহযোগী সদস্য দেশ নির্বাচিত হয় – ২৬ জুলাই ১৯৭৭।
- বাংলাদেশ প্রথম আইসিসি ট্রফিতে অংশগ্রহণ করে – ১৯৭৯ সালে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত প্রথম আইসিসি ট্রফিতে।
- প্রথম আইসিসি ট্রফিতে বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক ছিলেন – শফিকুল হক হীরা।
- ষষ্ঠ আইসিসি ট্রফিতে বাংলাদেশের সাফল্য – বাংলাদেশ অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব লাভ করে।
- ষষ্ঠ আইসিসি ট্রফিতে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ান হয় – কেনিয়াকে ২ উইকেটে পরাজিত করে।

টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশ

- বাংলাদেশ টেস্ট ক্রিকেটের মর্যাদা লাভ করে – ২৬ জুন, ২০০০।
- টেস্ট ক্রিকেটের বাংলাদেশের প্রথম হ্যাটট্রিককারী বোলার – অলক কাপালি (২৯ আগস্ট ২০০৩, বিপক্ষে পাকিস্তান)। উল্লেখ্য, তিনি বাংলাদেশের ২৩তম টেস্টে বিশ্বের ২৯তম বোলার হিসেবে ৩২তম হ্যাটট্রিক করেন।
- বাংলাদেশে যে দলের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট সিরিজ জয় করে – জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে (১-০)।
- বাংলাদেশ বিদেশের মাটিতে প্রথম টেস্ট জয় করে – ৯-১৩ জুলাই ২০০৯; ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে।
- টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে একই টেস্টে সেঞ্চুরিয়ান – তামিম ইকবাল, ১০১ (বিপক্ষে-ভারত)।

- বাংলাদেশ সর্বপ্রথম যে ক্রিকেট দলকে টেস্ট ও ওয়ানডে উভয় সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করে – ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
- ২৬ জানুয়ারি, ২০১২ প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে টেস্ট আম্পায়ারিংয়ে অভিষেক ঘটে – এনামুল হক মনি।
- টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম বাংলাদেশী ডাবল সেঞ্চুরিয়ান – মুশফিকুর রহিম।
- বিশ্বের একমাত্র ক্রিকেটার হিসেবে অভিষেকেই টেস্ট ও ওয়ানডেতে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছেন – মুস্তাফিজুর রহমান।

আন্তর্জাতিক একদিনের ক্রিকেটে বাংলাদেশ

- বাংলাদেশ ওয়ানডে খেলার মর্যাদা লাভ করে – ১৫ জুন ১৯৯৭।
- ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের অভিষেক ঘটে – ৩১ মার্চ, ১৯৮৬; শ্রীলংকা অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় এশিয়া কাপ ক্রিকেটে।
- ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের প্রথম অধিনায়ক – গাজী আশরাফ হোসেন লিপু।
- বাংলাদেশের প্রথম বোলার হিসেবে ওয়ানডে ক্রিকেটে হ্যাটট্রিক করেন – শাহাদাত হোসেন রাজীব (২ আগস্ট ২০০৬, বিপক্ষে-জিম্বাবুয়ে)।
- ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের সর্বনিম্ন রান – ৫৮; বিপক্ষে-ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
- সম্প্রতি ওয়ানডেতে ৩-০ ম্যাচে সিরিজ হারিয়ে পাকিস্তানকে বাংলাওয়াশ করে – বাংলাদেশ।
- বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট দল ওয়ানডে স্ট্যাটাস লাভ করে – ২৪ নভেম্বর, ২০১১।
- ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সর্বনিম্ন দলীয় স্কোর – জিম্বাবুয়ে (৪৪ রান, ৩ নভেম্বর ২০০৯)।
- ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ দলীয় স্কোর – ৩৩৮ রান; বিপক্ষে আয়ারল্যান্ড।
- ওয়ানডে ইতিহাসে বাংলাদেশের পক্ষে সর্বোচ্চ দলীয় জুটি – ১৭৮ রান (তামিম-মুশফিক)।
- বিশ্ব ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথম ব্যক্তি হিসেবে ওয়ানডে ও টেস্ট ম্যাচ অভিষেকে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হন – মুস্তাফিজুর রহমান।



- ওয়ানডে সিরিজে অভিষেকে সর্বোচ্চ উইকেট নেয়ার বিশ্বরেকর্ড – মুস্তাফিজুর রহমানের।
- তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে অভিষেকে সর্বোচ্চ উইকেট নেয়ার একক বিশ্বরেকর্ড – মুস্তাফিজুর রহমানের।
- তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে সর্বোচ্চ উইকেট নেয়ার একক বিশ্বরেকর্ড – মুস্তাফিজুর রহমানের।
- প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে আইসিসি বর্ষসেরা ওয়ানডে একাদশে ঠাঁই পেয়েছেন – মুস্তাফিজুর রহমান।

□ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশ

- বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশের অভিষেক ঘটে – ১৭ মে ১৯৯৯ (নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সপ্তম বিশ্বকাপে)।
- সপ্তম বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক, প্রশিক্ষক ও ম্যানেজার ছিলেন – যথাক্রমে আমিনুল ইসলাম বুলবুল, গর্ডন গ্রিনিজ ও তানভীর মাজহার তান্না।
- ২০২১ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশের অধিনায়ক ছিলেন – মাশরাফি বিন মর্তুজা।
- ক্রিকেট বিশ্বকাপে বাংলাদেশের পক্ষে প্রথম ও একমাত্র সেঞ্চুরিয়ান – মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ।
- বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো নক আউট পর্বে উত্তীর্ণ হয় – ইংল্যান্ডকে হারিয়ে।

T20 বিশ্বকাপে বাংলাদেশ

- T20 বিশ্বকাপে বাংলাদেশের প্রথম ও একমাত্র জয় যে দলের বিপক্ষে – ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে।
- T20 বিশ্বকাপে বাংলাদেশের পক্ষে ম্যান অব দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হন – প্রথম T20 বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে মোহাম্মদ আশরাফুল ও পাকিস্তানের বিপক্ষে জুনায়েদ সিদ্দিকী।
- দ্বিতীয় T20 বিশ্বকাপে বাংলাদেশ যে যে দলের কাছে হারে – ভারত ও আয়ারল্যান্ড।
- তৃতীয় T20 বিশ্বকাপে বাংলাদেশ যে দলের কাছে হারে – অস্ট্রেলিয়া ও পাকিস্তান।
- T20 বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের অধিকারী – তামিম ইকবাল; ১০৩ রান।
- ২০১৪ সালে মহিলা টি২০ বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয় – বাংলাদেশে।
- ১০ জুলাই ২০১৮ সালে নারীদের T20 ক্রিকেটে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে হ্যাটট্রিক করে ফাহিমা খাতুন।

□ বাংলাদেশ ও ফুটবল (Football and Bangladesh)

- বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বافুফে) গঠিত হয় – ১৫ জুলাই, ১৯৭২ সালে।
- স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক – জাকারিয়া পিন্টু।
- বাংলাদেশ প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবলের বাছাই পর্বে অংশগ্রহণ করে – ১৯৮৬ সালে।
- জাতীয় ফুটবল দলের বর্তমান কোচ – লোডভিক ডি ব্রুইফ নেদারল্যান্ডস)।

- বাংলাদেশ ফিফার সদস্য পদ লাভ করে – ১ জানুয়ারি ১৯৭৬।
- জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (NSC) গঠিত হয় – ১৯৭২ সালে।
- জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (National Sports Council) একটি – স্বায়ত্তশাসিত বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান।
- জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ নামটি আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয় – ১৯৯১ সালে।
- বাংলাদেশের জাতীয় খেলা – কাবাডি।

সাম্প্রতিক রেকর্ড

- ১০ জুলাই ২০১৮ নারীদের টি২০ ক্রিকেটে প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে হ্যাটট্রিক করেন- ফাহিমা খাতুন।
- টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথম উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান হিসেবে দুটি ডাবল সেঞ্চুরি করেন- মুশফিকুর রহিম (২১৯ রান; জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে)
- বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম গ্রান্ডমাস্টার খেতাবপ্রাপ্ত- নিয়াজ মোর্শেদ।
- বাংলাদেশের একমাত্র আন্তর্জাতিক মহিলা দাবাড়ু- রানী হামিদ।
- দেশের সর্বকনিষ্ঠ ফির্দে মাস্টার দাবাড়ু- ফাহাদ রহমান (২০১৩ সালে মাত্র ১০ বছর বয়সে)।
- বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত রুশ জিমন্যাস্ট রিদমিক জিমন্যাস্টিকের একক অল অ্যারাউন্ড ইভেন্টে স্বর্ণপদক লাভ করেন- মার্গারিটা মামুন (রিও অলিম্পিক, ২০১৬)।
- বাংলার বাঘিনী নামে খ্যাত এই জিমন্যাস্টের পৈতৃক বাড়ি- রাজশাহী জেলায়।



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বافুফে) এর বর্তমান সভাপতি কে?
ক. সালাম মুর্শেদী খ. কুতুব উদ্দিন আহমেদ
গ. মোস্তফা কামাল ঘ. কাজী সালাউদ্দিন **ঘ**
২. বাংলাদেশের জাতীয় টেস্ট ক্রিকেট দলের বর্তমান অধিনায়ক কে?
ক. তামিম ইকবাল খ. মুশফিকুর রহিম
গ. সাকিব আল হাসান ঘ. মমিনুল হক **গ**
৩. জানুয়ারী ২০২২-এ অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড টেস্ট সিরিজে সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রহকারী বাংলাদেশি ক্রিকেটারের নাম?
ক. সাকিব আল হাসান খ. তাসকিন আহমেদ
গ. তাইজুল ইসলাম ঘ. এবাদত হোসেন **ঘ**
৪. আন্তর্জাতিক ম্যাচে বাংলাদেশ ক্রিকেটে কতজন বোলার হ্যাটট্রিক করেছেন?
ক. ৫ জন খ. ৪ জন
গ. ৭ জন ঘ. ৩ জন **গ**
৫. বাংলাদেশে এ পর্যন্ত কতটি বিশ্বকাপ ক্রিকেটে অংশ নিয়েছে?
ক. ৩ খ. ৪ গ. ৫ ঘ. ৬ **ঘ**

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্র	পরিচালক	চলচ্চিত্র	পরিচালক
ওরা ১১ জন	চাষী নজরুল ইসলাম	আবার তোরা মানুষ হ	খান আতাউর রহমান
সংগ্রাম	চাষী নজরুল ইসলাম	এখনও অনেক রাত	খান আতাউর রহমান
হাঙ্গর নদী গ্রেনেড	চাষী নজরুল ইসলাম	বীরে বহে মেঘনা	আলমগীর কবির
ধ্রুবতারা	চাষী নজরুল ইসলাম	রূপালী সৈকত	আলমগীর কবির
বাঘা বাঙালি	আনন্দ	নদীর নাম মধুমতি	তানভীর মোকাম্মেল

কার হাসি কে হাসে	আনন্দ	রাবেয়া	তানভীর মোকাম্মেল
আগুণের পরশমণি	হুমায়ুন আহমদ	অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী	সুভাষদত্ত
শ্যামল ছায়া	হুমায়ুন আহমদ	জয়বাংলা	ফখরুল আলম
রক্তাক্ত বাংলা	মমতাজ আলী	আলোর মিছিল	মিতা ঘোষ
মেঘের অনেক রং	হারুনুর রশিদ	বাংলার ২৪ বছর	মোহাম্মদ আলী
কলমীলতা	শহীদুল হক খান	বাধনহারা	এ. জে. মিন্টু
চিত্কার	মতিন রহমান	মাটির ময়না	তারেক মাসুদ
খেলাঘর	মোরশেদুল ইসলাম	জয়যাত্রা	ভৌকির আহমেদ

❑ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র

হলিয়া	তানভীর মোকাম্মেল	আবর্তন	আবু সাইয়িদ
স্মৃতি-৭১	তানভীর মোকাম্মেল	একাত্তরের যীশু	নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু
আগামী	মোরশেদুল ইসলাম	চাকি	এনায়েত করিম বাবুল
সূচনা	মোরশেদুল ইসলাম	দূরন্ত	খান আখতার হোসেন
প্রত্যাবর্তন	মোস্তফা কামাল	রানওয়ে	তারেক মাসুদ
ধূসর যাত্রা	আবু সাইয়িদ	বখাটে	হাবিবুল ইসলাম হাবিব

❑ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র

স্টপ জেনোসাইড (Stop Genocide)	জহির রায়হান	নাইন মানথস টু ফ্রীডম	এস সুকুদেব
এ স্টেট ইজ বর্ন	জহির রায়হান	ইনোসেন্ট মিলিয়নস	বাবুল চৌধুরী
লিবারেশন ফাইটার্স	আলমগীর কবির	রিফিউজি-৭১	বিনয় রায়
মুক্তির গান	তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ	একসাগর রক্তের বিনিময়ে	আলমগীর কবির
		মুক্তির কথা	তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ

❑ অন্যান্য বিখ্যাত চলচ্চিত্র

স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'চাকা'	মোরশেদুল ইসলাম	সূর্য দীঘল বাড়ি	শেখ নিয়ামত শাকের
শিশুতোষ চলচ্চিত্র 'দীপু নাম্বার টু'	মোরশেদুল ইসলাম	থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার	মোস্তফা সারোয়ার ফারুকী
পদ্মা নদীর মাঝি	গৌতম ঘোষ	চিত্রা নদীর পাড়ে	তানভীর মোকাম্মেল
মনের মানুষ	গৌতম ঘোষ		



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

- মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নির্মিত প্রথম প্রামাণ্যচিত্রের নাম কি?
ক. স্টপ জেনোসাইড
খ. লেট দেয়ার বি লাইট
গ. গেরিলা
ঘ. নাইন মানথস টু ফ্রিডম
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর নির্মিত প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র কোনটি?
ক. সংগ্রাম
খ. অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী
গ. ওরা ১১ জন
ঘ. রক্তাক্ত প্রান্তর
- পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'ওরা ১১ জন' এর পরিচালক কে?
ক. জহির রায়হান
খ. খান আতাউর রহমান
গ. চাষী নজরুল ইসলাম
ঘ. আলমগীর কুমকুম

ক

গ

গ

- মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে নির্মিত চলচ্চিত্র কোনটি?
ক. কালান্তর
খ. হাস্পর নদী গ্রেনেড
গ. সারেং বউ
ঘ. কৃতদাসের হাসি
- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র কোনটি?
ক. ময়নামতি
খ. পথের পাঁচালী
গ. গেরিলা
ঘ. নয়নমণি

খ

গ

বাংলাদেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি

- জাতীয় নাট্যশালা অবস্থিত - সেগুনবাগিচা
- সংস্কৃতি বলতে বোঝায়- প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত আচরণ সমষ্টি
- সাংস্কৃতিক সংগঠনের ছায়াপট প্রতিষ্ঠা - ১৯৬১ সালে
- উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা লাভ করে- ১৯৬৮ সালে
- উদীচী শব্দের অর্থ- উত্তর দিক
- বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কার্টুনিস্ট - রফিকুল্লাহ (রনবি)
- জাতীয় সংসদ ভবন অবস্থিত - শেরে বাংলানগরে

- কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন করেন- বঙ্গাল সেন
- আকবর প্রবর্তিত ধর্মের নাম- দ্বীন-ই-ইলাহী
- সতীদাহ প্রথা বিলোপ করেন- লর্ড বেটিক
- সতীদাহ প্রথা রহিত হয়- ১৮২৯ সালে
- বাংলাদেশের বিশিষ্ট লালনগীতি গবেষক - ড. আশরাফ সিদ্দিকী
- ময়মনসিংহ অঞ্চলের জনপ্রিয় লোকনাট্য- গীতিকা
- দেওয়ান মদিনার সৃষ্টি - মনসুর বয়াতি



- পাঁচালী গানের শক্তিশালী কবি - দাশরথি রায়
- ঠাকুরমার ঝুলি এর লেখক - দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার
- বাংলাদেশের সুর সম্রাট বলা হয়- ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ কে
- মরমী কবি নামে পরিচিতি - হাসন রাজা
- রংপুর অঞ্চলের গান- ভাওয়াইয়া
- চট্টগ্রাম অঞ্চলের গান- ভাভারী
- ময়মনসিংহ অঞ্চলের গান - ভাটিয়ালি (সিলেট)

- নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতার সময় সময় পরিবেশিত গান - সারি
- চটকা ভাওয়াইয়া বাংলাদেশের - রংপুর অঞ্চলের গান
- বাংলা টপ্পা গানের প্রবর্তক- নিধিবারু
- ফরিদপুর ও যশোর অঞ্চলের বিখ্যাত নৃত্য- ধূপ
- বল নিত্য বাংলাদেশের যে অঞ্চলের নৃত্য - যশোর
- বাংলাদেশের সর্বজনস্বীকৃত প্রাচীন সংস্কৃতির ধারক-বৈশাখী মেলা

বাংলার সঙ্গীত

রণসঙ্গীত	১ম দুই লাইন - চল চল চল উর্ধ্ব গগণে বাজে মাদল
	রচয়িতা ও সুরকার - কাজী নজরুল ইসলাম
	এটি 'সন্ধ্যা' কাব্যের অন্তর্গত
	প্রকাশ - বাংলা ১৩৩৪ সালে 'শিখা' পত্রিকার দ্বিতীয় বার্ষিক সংখ্যায় 'নতুনের গান' শিরোনাম
	অনুষ্ঠানের রণসঙ্গীতের ২১ চরণ বা লাইন বাজানো হয়
ক্রীড়া সঙ্গীত	১ম দুই লাইন - বাংলার দুরন্ত সন্তান আমরা দুর্দম দুর্জয় ক্রীড়াজগতের শীর্ষে রাখবো আমরা
	শৌর্যের পরিচয়
	রচয়িতা - সেলিম রহমান
	সুরকার - খন্দকার নূরুল আলম
'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা....'	বাংলাদেশের ক্রীড়া সঙ্গীত ১০ চরণ বিশিষ্ট
	রচয়িতা - গোবিন্দ হালদার
	প্রথম শিল্পী - স্বপ্না রায়
	শিল্পী - রেবেকা সুলতানা
'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি'	শিল্পী ও সুরকার - আপেল মাহমুদ
	গীতিকার - গোবিন্দ হালদার
'এক নদী রক্ত পেরিয়ে'	গীতিকার ও সুরকার- খান আতাউর রহমান
	রচনাকাল ১৯০৫
'সালাম সালাম হাজার সালাম সকল শহীদ স্মরণে....'	শিল্পী ও সুরকার - আবদুল জব্বার
	গীতিকার - ফজলে খোদা
'জয়বাংলা বাংলার জয়....'	গীতিকার - গাজী মাযহারুল আনোয়ার
	সুরকার - আনোয়ার পারভেজ
'খাচার ভিতর অচিন পাখি....'	গীতিকার ও সুরকার - লালন ফকির
	গীতিকার - গাজী মাযহারুল আনোয়ার
'একবার যেতে দে না আমার ছোট সোনার গাঁয়....'	সুরকার - আনোয়ার পারভেজ
	শিল্পী - শাহনাজ রহমতউল্লাহ
'কারার ঐ লৌহ কপাট ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট...'	শিল্পী, গীতিকার ও সুরকার - কাজী নজরুল ইসলাম
	গীতিকার ও সুরকার - আবু জাফর
'এই পদ্মা এই মেঘনা এই যমুনা সুরমা নদী তটে....'	শিল্পী - ফরিদা পারভীন
	গীতিকার - গাজী মাযহারুল আনোয়ার
'একতারা তুই দেশের কথা বলরে এবার বল...'	সুরকার - সত্য সাহা
	শিল্পী - শাহনাজ রহমতউল্লাহ
'তুমি কি দেখেছ কভু জীবনের পরাজয়...'	গীতিকার - মো. মনিরুজ্জামান
	সুরকার - সত্য সাহা
'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে'	শিল্পী - আবদুল জব্বার
	গীতিকার - গোবিন্দ হালদার
'পদ্মা মেঘনা যমুনা'	গীতিকার - গোবিন্দ হালদার
	গীতিকার - সিকান্দার আবু জাফর
'আমাদের সংগ্রাম চলবেই'	গীতিকার - আবদুল গাফফার চৌধুরী
	প্রথম সুরকার - আবুল লতিফ; পরবর্তী সুরকার - আলতাফ মাহমুদ
'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'	শিল্পী - আবদুল লতিফ
	এটি হাসান হাফিজুরের 'একুশে ফেব্রুয়ারি' গ্রন্থে ১ম প্রকাশিত হয়

‘ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়’	রচয়িতা এবং সুরকার - আবদুল লতিফ
‘সব কটি জানালা খুলে দাও না’	গীতিকার - নজরুল ইসলাম বাবু
	সুরকার - আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল
	শিল্পী - সাবিনা ইয়াসমিন
‘মোদের গরব, মোদের আশা’	গীতিকার - অতুল প্রসাদ সেন
‘আমি বাংলার গান গাই’	গীতিকার ও প্রথম শিল্পী - প্রতুল মুখোপাধ্যায়
‘মানুষ মানুষের জন্য জীবন জীবনের জন্য’	গীতিকার, সুরকার ও শিল্পী - ভূপেন হাজারিকা
‘কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই’	গীতিকার - গৌরপ্রসন্ন মজুমদার
	শিল্পী - মান্না দে
‘ভাল আছি, ভালো থেকে, আকাশের ঠিকানা চিঠি লিখো...’	গীতিকার - রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ
‘আমার দেশের মাটির গন্ধে ভরে আছে সারা মন....’	গীতিকার - মো. মনিরুজ্জামান

বাংলার লোক সঙ্গীত

গম্ভীরা	রাজশাহী (চাঁপাইনবাবগঞ্জ)	ভাওয়াইয়া	রংপুর (গাড়োয়ানদের গান) উত্তরবঙ্গ
	জন্ম- পশ্চিমবঙ্গের মালদহ		জন্ম- রংপুর ও ভারতের কুচবিহার
চটকা	রংপুর	ভাটিয়ালী	ময়মনসিংহ ও সিলেট (জেলে- মাঝিদের গান)
জারি	ঢাকা ও ময়মনসিংহ	গাজীর গান	রংপুর, উৎপত্তি- ফরিদপুর অঞ্চলে
মাইজভাঙারী	চট্টগ্রাম	পালা	সিলেট, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা
সারি	নৌকা বাইচের গান	মার্সিয়া	শিয়া মতাল্লীদিদের গান
লেটো	ময়মনসিংহ	২০০৮ সালে	ইউনেস্কো বাউল গানকে বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করে



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

- ‘গম্ভীরা’ কোন অঞ্চলের সঙ্গীত?
ক. রংপুর খ. সিলেট গ. রাজশাহী ঘ. চট্টগ্রাম
- ‘ভাটিয়ালী’ বাংলাদেশের কোন অঞ্চলের গান?
ক. রংপুর খ. ময়মনসিংহ
গ. দিনাজপুর ঘ. জামালপুর
- ‘ভাওয়াইয়া’ কোন অঞ্চলের লোকসঙ্গীত?
ক. রাজশাহী খ. রংপুর
গ. কুষ্টিয়া ঘ. ময়মনসিংহ
- নিচের কোনটি বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতের একটি ধরণ নয়?
ক. ভাটিয়ালী খ. গম্ভীরা
গ. ঠুংরি ঘ. জারি-সারি
- মাইজভাঙারী বাংলাদেশের কোন অঞ্চলের গান-
ক. সিলেট খ. রংপুর
গ. ময়মনসিংহ ঘ. চট্টগ্রাম
- নৌকাবাইস প্রতিযোগিতার সময় পরিবেশিত গানের নাম?
ক. সারিগান খ. জারিগান
গ. ভাটিয়ালী গান ঘ. যাত্রাগান

- পালাগান বা কিসসা প্রধানত কোন অঞ্চলের?
ক. ময়মনসিংহ খ. কুমিল্লা
গ. চট্টগ্রাম ঘ. সিলেট
- UNESCO বাংলাদেশের কোন ধরনের গানকে Heritage of Humanity (মানবতার ধারক) হিসেবে আখ্যায়িত করেছে?
ক. কবি গান খ. বাউল গান
গ. লালনগীতি ঘ. ভাওয়াইয়া
- জাতিসংঘের ইউনেস্কো বাউল গানকে A Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity হিসেবে ঘোষণা করেছে-
ক. ২০০৪ সালে খ. ২০০৫ সালে
গ. ২০০৮ সালে ঘ. ২০০৬ সালে
- বাউল গানের বিশেষত্ব কি?
ক. মরমীবাদ খ. মারেফাত
গ. আধ্যাত্মিক বিষয়ক ঘ. প্রেম বিষয়ক

অঞ্চলভিত্তিক নৃত্য

নৃত্যের নাম	অঞ্চল
ঝুমুর নৃত্য	রংপুর ও রাজশাহী
মণিপুরী নৃত্য	সিলেট
বল নৃত্য	যশোর
ধূপ নৃত্য	খুলনা, ফরিদপুর ও যশোর



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

- বাংলাদেশের বিখ্যাত মণিপুরী নাচ কোন অঞ্চলের?
ক. রাঙামাটি খ. রংপুর
গ. কুমিল্লা ঘ. সিলেট
- ‘ঝুমুর’ কোন অঞ্চলের নাচ হিসেবে স্বীকৃত?
ক. রংপুর ও রাজশাহী খ. দিনাজপুর ও পঞ্চগড়
গ. বরিশাল ও পটুয়াখালী ঘ. ময়মনসিংহ ও কিশোরগঞ্জ
- ঢাকা-ময়মনসিংহ অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী নৃত্যের নাম নিচের কোনটি?
ক. ঝুমুর খ. ধূপ
গ. জারি ঘ. কোনোটিই নয়



Teacher's Work

১. 'আমার ঘরের চাবি পরের হাতে'- গানটির রচয়িতা কে?

[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (১ম পর্যায়)-২০২২]

- ক. লালন শাহ খ. হাসান রাজা
গ. পাগলা কানন ঘ. রাধারমণ দত্ত

উত্তর: ক

২. 'আমার দেখা নয়াচীন' কে লিখেছেন?

[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (১ম পর্যায়)-২০২২]

- ক. শঙ্খ ঘোষ খ. শেখ মুজিবুর রহমান
গ. শওকত আলী ঘ. মমতাজউদ্দিন আহমেদ

উত্তর: খ

৩. 'প্রাণের বান্ধবেরে বুড়ি হইলাম তোর কারণে'-গানটির গীতিকার- [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (১ম পর্যায়)-২০২২]

- ক. শেখ ওয়াহিদ খ. কিরণ রায়
গ. শাহ আবদুল করিম ঘ. কান্দালিনী সুফিয়া

উত্তর: ক

৪. নাটোরের দিঘাপতিয়ার জমিদার বাড়িটি এখন কী নামে পরিচিত?

[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (২য় পর্যায়)-২০২২]

- ক. গণভবন খ. বঙ্গভবন
গ. উত্তরা গণভবন ঘ. উত্তরবঙ্গ সংসদ ভবন

উত্তর: গ

৫. 'বৈসারি' কোন অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উৎসব?

[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (২য় পর্যায়)-২০২২]

- ক. ময়মনসিংহ খ. রংপুর
গ. পার্বত্য চট্টগ্রাম ঘ. সিলেট

উত্তর: গ

৬. ২০৩১ সালে বাংলাদেশ ও ভারতে কততম ওয়ানডে বিশ্বকাপ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হবে? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (২য় পর্যায়)-২০২২]

- ক. ১৩ খ. ১৪
গ. ১৫ ঘ. ১৬

উত্তর: গ

৭. বঙ্গবন্ধুকে 'রাজনীতির নান্দনিক শিল্পী' বলেছেন-

[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (২য় পর্যায়)-২০২২]

- ক. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী খ. মাওলানা ভাসানী
গ. তাজউদ্দিন আহমেদ ঘ. শেখ হাসিনা

উত্তর: ঘ

৮. 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থের লেখক-

[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (২য় পর্যায়)-২০২২]

- ক. শেখ মুজিবুর রহমান খ. সৈয়দ শামসুল হক
গ. রফিক আজাদ ঘ. শেখ হাসিনা

উত্তর: ক

৯. 'স্টপ জেনোসাইড' প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের মূল বিষয়বস্তু-

[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (৩য় পর্যায়)-২০২২]

- ক. মুক্তিযুদ্ধ খ. গণ অভ্যুত্থান
গ. আগরতলামামলা ঘ. ভাষা আন্দোলন

উত্তর: ক

১০. পদ্মা সেতুর উদ্বোধন হবে কত তারিখে?

[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (৩য় পর্যায়)-২০২২]

- ক. ০১ জুলাই ২০২২ খ. ১৬ ডিসেম্বর ২০২২
গ. ২৫ জুন ২০২২ ঘ. ৩০ জুন ২০২২

উত্তর: গ

১১. ৭৫তম কান চলচ্চিত্র উৎসবে নিচের কোন কোন চলচ্চিত্রটির ট্রেলার উদ্বোধন করা হয়? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (৩য় পর্যায়)-২০২২]

- ক. চিরঞ্জীব মুজিব খ. মুজিব একটি জাতির রূপকার
গ. ছিলমহল ঘ. টুঙ্গিপাড়ার মিয়া ভাই

উত্তর: খ

১২. 'ভাস্কর্য জননী ও গর্বিত বর্ণমালা'-এর স্থপতি কে?

[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (৩য় পর্যায়)-২০২২]

- ক. মর্ত্তজা বশীর খ. মৃণাল হক
গ. হামিদুজ্জামান খান ঘ. অখিল পাল

উত্তর: খ

১৩. "বাউল গানকে" হেরিটেজ অব হিউম্যানিটি বলে স্বীকৃতি দিয়েছে-

[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (৩য় পর্যায়)-২০২২]

- ক. ইউনেস্কো খ. ইউনিসেফ
গ. ইউএনডিপি ঘ. ইউএনফপিও

উত্তর: ক

১৪. শিশুর ভাষা শিক্ষার প্রথম মাধ্যম কে?

[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (৩য় পর্যায়)-২০২২]

- ক. মা খ. বাবা
গ. আত্মীয়-স্বজন ঘ. শিক্ষক

উত্তর: ক

১৫. মহাছানগড়ের পুরাতন নাম কী? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৬]

- ক. সিংহজানী খ. সুবর্ণগ্রাম
গ. পুণ্ড্রবর্ন ঘ. চন্দ্রদ্বীপ

উত্তর: গ

১৬. মহাছানগড় কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১২]

- ক. করতোয়া খ. মহানন্দা
গ. গঙ্গা ঘ. পদ্মা

উত্তর: ক

১৭. উত্তরা গণভবন কোথায় অবস্থিত?

[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৮]

- ক. বগুড়া খ. নাটোর
গ. রাজশাহী ঘ. নওগাঁ

উত্তর: খ

১৮. ঢাকার বিখ্যাত তারা মসজিদ তৈরি করেছিলেন-

[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৩]

- ক. নবাব সলিমুল্লাহ খ. মির্জা আহমদ জান
গ. মির্জা গোলাম গীর ঘ. শায়েস্তা খান

উত্তর: খ, গ

১৯. বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন বিহার কোনটি?

[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৪]

- ক. সোমপুর বিহার খ. শালবন বিহার
গ. সীতাকোট বিহার ঘ. আনন্দ বিহার

উত্তর: গ

২০. উপজাতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র 'বিরিশি' কোন জেলায় অবস্থিত? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ০৯]

- ক. নেত্রকোণা খ. ময়মনসিংহ
গ. পার্বত্য চট্টগ্রাম ঘ. সিলেট

উত্তর: ক

২১. 'খাসিয়া উপজাতি' কোন জেলায় অধিক বাস করে?

[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৩]

- ক. রাঙ্গামাটি খ. সিলেট
গ. ময়মনসিংহ ঘ. বান্দরবান

উত্তর: খ

২২. বাংলাদেশের কোন নৃ-গোষ্ঠীর উৎসব 'সাংগ্রাই'?

[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৯]

- ক. সাঁওতাল খ. মারমা
গ. চাকমা ঘ. গারো

উত্তর: খ

২৩. ঢাকায় নির্মিত প্রথম বাংলা ছায়াছবি কোনটি?

[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ০২]

- ক. মুখ ও মুখোশ খ. আনোয়ারা
গ. জোয়ার এলো ঘ. আয়না ও অবশিষ্ট

উত্তর: ক

২৪. বাংলাদেশ কত তারিখে টেস্ট ক্রিকেটের মর্যাদা লাভ করে?

[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৯]

- ক. ২০ জুন, ২০০০ খ. ২২ জুন, ২০০০
গ. ২৪ জুন, ২০০০ ঘ. ২৬ জুন, ২০০০

উত্তর: ঘ



২৫. বাংলাদেশ কোন সালে বিশ্ব অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সদস্যপদ লাভ করে? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ০৭]

ক. ১৯৮০ সালে খ. ১৯৮২ সালে
গ. ১৯৮৪ সালে ঘ. ১৯৮৫ সালে উত্তর: ক

২৬. নিচের কোনটি শিশুর সামাজিকীকরণের একটি মাধ্যম?

[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ০৩]
ক. শিশুর পরিবার খ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
গ. সংস্কৃতি ঘ. উল্লিখিত সব কয়টি উত্তর: ঘ

২৭. বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ি দ্বীপ কোনটি?

[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৩]
ক. ছেড়া দ্বীপ খ. নিঝুম দ্বীপ
গ. মহেশখালী ঘ. সেন্টমার্টিন উত্তর: গ

২৮. দক্ষিণ তালপট্ট দ্বীপের অপর নাম কী? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৩]

ক. সন্দ্বীপ খ. সোনাদিয়া
গ. পূর্বাশা দ্বীপ ঘ. কুতুবদিয়া উত্তর: গ

২৯. গম্ভীরা গানের উৎপত্তি কোথায়? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৫]

ক. রংপুর খ. মালদহ
গ. চাঁপাইনবাবগঞ্জ ঘ. দিনাজপুর উত্তর: খ

৩০. 'ম্যাডোনা-৪৩' কী?

[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৪]
ক. প্রখ্যাত মডেল খ. একটি চিত্রকর্ম
গ. একটি বিখ্যাত ভাস্কর্য ঘ. অস্কার বিজয়ী ফিল্ম উত্তর: খ

৩১. বাংলা একাডেমির মূল ভবনের নাম কী ছিল?

[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ০৩]
ক. বাংলা ভবন খ. চামেলি হাউস
গ. বর্ধমান হাউস ঘ. বাংলা একাডেমি উত্তর: গ

Student's Work

১. নিপোর্ট (NIPORT) কী ধরনের গবেষণা প্রতিষ্ঠান

[৪৩তম বিসিএস]
ক. জনসংখ্যা গবেষণা খ. নদী গবেষণা
গ. মিঠাপানি গবেষণা ঘ. বন্দর গবেষণা

২. ওরাওঁ জনগোষ্ঠী কোন অঞ্চলে বসবাস করে?

[৪৩তম বিসিএস]
ক. রাজশাহী-দিনাজপুর খ. বরগুনা-পটুয়াখালী
গ. রাঙামাটি-বান্দরবান ঘ. সিলেট-হবিগঞ্জ

৩. বাংলাদেশের প্রথম আদমশুমারী অনুষ্ঠিত হয়?

[৪০তম, ৩৮তম, ৩৬তম, ১৬তম বিসিএস]
ক. ১৯৭২ সালে খ. ১৯৭৩ সালে
গ. ১৯৭৪ সালে ঘ. ১৯৭৫ সালে

৪. 'গারো উপজাতি' কোন জেলায় বাস করে?

[৪০তম বিসিএস]
ক. পার্বত্য চট্টগ্রাম খ. সিলেট
গ. ময়মনসিংহ ঘ. টাঙ্গাইল

৫. চাকমা জনগোষ্ঠীর লোকসংখ্যা সর্বাধিক কোথায়?

[৩৮তম বিসিএস]
ক. রাঙামাটি খ. খাগড়াছড়ি
গ. বান্দরবান ঘ. সিলেট

৬. সরকারি হিসেব মতে বাংলাদেশিদের গড় আয়ু-

[৩৭তম বিসিএস]
ক. ৭২.৮ খ. ৭৫.৬ গ. ৭৩.৩ ঘ. ৭২.৯

৭. ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশ হাউসহোল্ড জনসংখ্যা-

[৩৭তম বিসিএস]
ক. ৪.৪ খ. ৫.০ গ. ৫.৪ ঘ. ৫.৫

৮. যে বিভাগে স্বাক্ষরতার হার সর্বাধিক?

[৩৭তম বিসিএস]
ক. ঢাকা খ. রাজশাহী
গ. বরিশাল ঘ. খুলনা

৯. যে জেলায় হাজংদের বসবাস নেই?

[৩৭তম বিসিএস]
ক. শেরপুর খ. ময়মনসিংহ
গ. সিলেট ঘ. নেত্রকোনা

১০. কোন উপজাতি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ধর্ম ইসলাম?

[৩৬তম বিসিএস]
ক. রাখাইন খ. মারমা
গ. পাঙন ঘ. খিয়াং

১১. বিশ্ব জনসংখ্যা প্রতিবেদন ২০২২ অনুসারে জনসংখ্যার দিক দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশ কততম? [৩৫তম, ২৫তম, ১৫তম বিসিএস]

ক. ৭ম খ. ৮ম
গ. ৯ম ঘ. ১০ম

১২. খাসিয়া গ্রামগুলো কী নামে পরিচিত?

[৩৫তম বিসিএস]
ক. বারাং খ. পাড়া
গ. পুঞ্জি ঘ. মৌজা

১৩. বাংলাদেশের কয়টি উপজাতীয় প্রতিষ্ঠান আছে?

[৩০তম বিসিএস]
ক. ৬টি খ. ৭টি
গ. ৮টি ঘ. ৯টি

১৪. হাজংদের অধিবাস কোথায়?

[২৮তম বিসিএস]
ক. ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা
খ. কক্সবাজার ও রাম
গ. রংপুর ও দিনাজপুর
ঘ. সিলেট ও মনিপুর

১৫. কোন বাংলাদেশী উপজাতির পারিবারিক কাঠামো পিতৃতান্ত্রিক?

[২৫ ও ১৪তম বিসিএস]
ক. মারমা খ. খাসিয়া
গ. সাওতাল ঘ. গারো

১৬. বাংলাদেশের বিখ্যাত মণিপুরী নাচ কোন অঞ্চলের?

[২২তম বিসিএস]
ক. রাঙামাটি খ. রংপুর
গ. কুমিল্লা ঘ. সিলেট

১৭. বাংলাদেশে বাস নেই এমন উপজাতির নাম কী?

[১৭ ও ১০ম বিসিএস]
ক. সাওতাল খ. মাওরি
গ. মুরং ঘ. গারো

উত্তরমালা

১	ক	২	ক	৩	গ	৪	গ	৫	ক	৬	ক	৭	ক	৮	গ	৯	গ	১০	গ
১১	গ	১২	গ	১৩	গ	১৪	ক	১৫	খ,ঘ	১৬	ঘ	১৭	খ						

১. বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি- [৪৪তম বিসিএস]
ক) এককেন্দ্রিক খ) যুক্তরাষ্ট্রীয়
গ) রাজতন্ত্র ঘ) রাষ্ট্রপতিশাসিত
২. তথ্য অধিকার আইন কোন সালে চালু হয়? [৪৩তম বিসিএস]
ক) ২০০২ খ) ২০০৬
গ) ২০০৯ ঘ) ২০১১
৩. বাংলাদেশের প্রধান আইন কর্মকর্তা হলেন- [৪৩তম বিসিএস]
ক) আইনমন্ত্রী খ) আইন সচিব
গ) অ্যাটার্নি জেনারেল ঘ) প্রধান বিচারপতি
৪. দেশের কোন এলাকাতেই ভোটার হননি এমন ব্যক্তি সংসদ নির্বাচনে- [৪১তম বিসিএস]
ক) নির্বাচন কমিশনের অনুমতিক্রমে প্রার্থী হতে পারবেন
খ) আইন মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে প্রার্থী হতে পারবেন
গ) সংশ্লিষ্ট দলীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে প্রার্থী হতে পারবেন
ঘ) কোনোক্রমেই প্রার্থী হতে পারবেন না
৫. বাংলাদেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন কখন অনুষ্ঠিত হয়? [৪১তম বিসিএস]
ক) ৭ মার্চ ১৯৭৩ খ) ১৭ মার্চ ১৯৭৩
গ) ২৭ মার্চ ১৯৭৩ ঘ) ৭ মার্চ ১৯৭৪
৬. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের প্রথম সংসদ নেতা কে? [৪১তম বিসিএস]
ক) শেখ মুজিবুর রহমান খ) মোহাম্মদ উল্লাহ
গ) তাজউদ্দীন আহমদ ঘ) এম মনসুর আলী
৭. বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন কবে হয়? [৪০তম বিসিএস/৩৪তম বিসিএস]
ক) ৭ই মার্চ, ১৯৭৩ খ) ৫ই মার্চ, ১৯৭৩
গ) ৬ এপ্রিল, ১৯৭৩ ঘ) ১১ই এপ্রিল, ১৯৭৩
৮. শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসে সাফল্যের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কী অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছেন? [৩৯তম বিসিএস]
ক) প্ল্যান্ট ৫০-৫০ খ) এমডিজি অ্যাওয়ার্ড-২০১০
গ) জাতিসংঘ শান্তি পুরস্কার ঘ) সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী
৯. মাত্র ১টি সংসদীয় আসন রয়েছে- [৩৭তম বিসিএস]
ক) লক্ষ্মীপুর জেলায় খ) মেহেরপুর জেলায়
গ) ঝালকাঠী জেলায় ঘ) রাঙ্গামাটি জেলায়
১০. বাংলাদেশের কোন জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব চালু হয়? [৩৭তম বিসিএস]
ক) প্রথম খ) দ্বিতীয়
গ) সপ্তম ঘ) অষ্টম
১১. বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসেস (BCS) ক্যাডার কতটি? [৩৭তম বিসিএস/ ২৩তম বিসিএস]
ক) ২৬টি খ) ২৭টি
গ) ২৬টি ঘ) ৩১টি
১২. বাংলাদেশের আপিল বিভাগের মোট বিচারক কতজন? [৩৩তম বিসিএস]
ক) ১১ খ) ২১
গ) ৯ ঘ) ৫
১৩. বাংলাদেশ নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ হয়- [৩০তম বিসিএস]
ক) ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ খ) ১ নভেম্বর, ২০০৭
গ) ১ ডিসেম্বর, ২০০৭ ঘ) ১৬ এপ্রিল, ২০০৮
১৪. বেসরকারি বিল কাকে বলে? [২৬তম বিসিএস]
ক) স্পীকার যে বিলকে বেসরকারি বলে ঘোষণা দেন
খ) সংসদ সদস্যদের উত্থাপিত বিল
গ) বিরোধী দলের সদস্যদের উত্থাপিত বিল
ঘ) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঘোষিত কোনো বিল
১৫. বাংলাদেশের অষ্টম জাতীয় সংসদে কোন সদস্য নিজেই নিজের কাছে সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নেন? [৩৫তম বিসিএস]
ক) বেগম খালেদা জিয়া খ) শেখ হাসিনা
গ) জমির উদ্দিন সরকার ঘ) আবদুল হামিদ
১৬. জাতীয় সংসদ ভবন কত একর জমির ওপর নির্মিত? [২১তম বিসিএস]
ক) ৩২০ একর খ) ২১৫ একর
গ) ১৮৫ একর ঘ) ১২২ একর
১৭. জাতীয় সংসদ ভবনের ছুপতি কে? [২১তম বিসিএস]
ক) লুই আইকান খ) মাজাহারুল হক
গ) এফ রহমান খান ঘ) এফ আর খান
১৮. বাংলাদেশের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯১ সালের কত তারিখে অনুষ্ঠিত হয়? [১৩তম বিসিএস]
ক) ১৬ ফেব্রুয়ারি খ) ২৭ ফেব্রুয়ারি
গ) ২ মার্চ ঘ) ৪ মার্চ

উত্তরমালা

১	ক	২	গ	৩	গ	৪	ঘ	৫	ক	৬	ক	৭	ক	৮	খ	৯	ঘ	১০	গ
১১	ক	১২	ক	১৩	খ	১৪	খ	১৫	ঘ	১৬	খ	১৭	ক	১৮	খ				

০১. বাংলাদেশে কোন দেশের দূতাবাস নেই?
ক. স্পেন খ. তাইওয়ান
গ. কাতার ঘ. নেপাল
০২. মুসা ইব্রাহিম কোন সালে মাউন্ট এভারেস্টে আরোহণ করেন?
ক. ২০০৮ খ. ২০০৯
গ. ২০১০ ঘ. ২০১১
০৩. মুসা ইব্রাহিম কিসে খ্যাতি লাভ করেন?
ক. দৌড়ে খ. সাঁতারে
গ. দাবায় ঘ. এভারেস্ট শৃঙ্গে আরোহণে
০৪. সুন্দরবনকে কোন সংস্থা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ হিসেবে ঘোষণা করেছে?
ক. ইউনেসফ খ. ইউনেস্কো
গ. আইএমএফ ঘ. বিশ্ব স্বাস্থ্য
০৫. বাংলাদেশের কোন ব্যক্তি সর্ব প্রথম এভারেস্ট বিজয় করেন?
ক. শাহ আলম খ. মুসা ইব্রাহিম
গ. নিশাত মজুমদার ঘ. কেউনা
০৬. Right to Information Act sets out its journey in Bangladesh in the year.
ক. ২০০৮ খ. ২০০৯
গ. ২০১০ ঘ. ২০১১
০৭. জাতিসংঘ থেকে ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশকে কোন সাফল্যের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়?
ক. নারীর উন্নয়ন খ. অর্থনৈতিক উন্নয়ন
গ. দারিদ্র্য বিমোচন ঘ. শিক্ষা উন্নয়ন

০৮. কত সাল থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে?
ক. ১৯৯৯ খ. ২০০০
গ. ২০০১ ঘ. ২০০২
০৯. বাংলাদেশে The Bay of Bengal Industrial Growth Belt (BIG-B) 'সহযোগিতার উদ্যোক্তা দেশ কোনটি?
ক. চীন খ. ভারত
গ. জাপান ঘ. আমেরিকা
১০. ২০১৪ সালের স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে কতজন জাতীয় সঙ্গীত গেয়েছিল?
ক. ২ লক্ষ ৫৪ হাজার ৬৮১ জন
খ. ২ লক্ষ ৫৫ হাজার ৮৬১ জন
গ. ২ লক্ষ ৫৪ হাজার ৮৬১ জন
ঘ. ২ লক্ষ ৫৩ হাজার ৬৮০ জন
১১. ২০১৩ সালে UNESCO'র ঐতিহ্যের তালিকায় বাংলাদেশের কোন শিল্পকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে?
ক. মসলিন খ. জামদানি
গ. নকশীকাঁথা ঘ. কোনোটিই নয়
১২. কোন দেশটির সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক আছে কিন্তু কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই?
ক. ইসরাইল খ. মিয়ানমার
গ. তাইওয়ান ঘ. উত্তর কোরিয়া
১৩. কাফকো কোন দেশের আর্থিক সহায়তায় গড়ে উঠেছে?
ক. কানাডা খ. চীন গ. জাপান ঘ. ফ্রান্স
১৪. জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের বিরুদ্ধে ভোট প্রদানকারী রাষ্ট্র-
ক. ফ্রান্স খ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
গ. চীন ঘ. ব্রিটেন
১৫. বাংলাদেশ কোন সাল থেকে শান্তিরক্ষা বাহিনীতে কাজ করছে?
ক. ১৯৮২ খ. ১৯৮৫
গ. ১৯৭৫ ঘ. ১৯৮৮
১৬. বাংলাদেশ কোন সালে কমনওয়েলথ-এর সদস্যপদ লাভ করে?
ক. ১৯৭২ সালে খ. ১৯৭৩ সালে
গ. ১৯৭৪ সালে ঘ. ১৯৭৫ সালে
১৭. বাংলাদেশ নিচে উল্লিখিত কোন সময়ের জন্য জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয়েছিল?
ক. ১৯৭৮-৭৯ খ. ১৯৭৯-৮০
গ. ১৯৮০-৮১ ঘ. ১৯৮১-৮২
১৮. বাংলাদেশ কমনওয়েলথের কততম সদস্য?
ক. ৩৪তম খ. ৩৩তম
গ. ৩২তম ঘ. ৩১তম
১৯. বাংলাদেশ কবে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে?
ক. ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ খ. ২৩ মার্চ ১৯৭৫
গ. ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬ ঘ. ১ ডিসেম্বর ১৯৭৬
২০. জাতিসংঘে প্রথম বাংলায় ভাষণ দেন কে?
ক. জিয়াউর রহমান
খ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
গ. সৈয়দ নজরুল ইসলাম
ঘ. হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ
২১. বাংলাদেশ সর্বপ্রথম NAM Summit-এ যোগদান করেছিল-
ক. Lusaka 1970 খ. Algiers 1973
গ. Colombo 1976 ঘ. কোনটিই নয়
২২. বাংলাদেশ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয় কত সালে?
ক. ১৯৮৫ খ. ১৯৮৬
গ. ১৯৮৭ ঘ. ১৯৮৮
২৩. বাংলাদেশ কোন সংস্থার সদস্য নয়?
ক. IMF খ. ILO
গ. OIC ঘ. OPEC
২৪. ১৯৭৪ সালে মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি কোথায় স্বাক্ষরিত হয়?
ক. ঢাকা খ. দিল্লি
গ. কলকাতা ঘ. সিমলা
২৫. কোন সালে ভারতের সাথে গঙ্গার পানি বন্টনজনিত ৩০ বছর মেয়াদি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল?
ক. ১২ ডিসেম্বর, ১৯৯৬ খ. ১২ ডিসেম্বর, ১৯৯৭
গ. ১২ ডিসেম্বর, ১৯৯৮ ঘ. ১২ ডিসেম্বর, ১৯৯৯
২৬. বাংলাদেশ কত সালে 'হানা' (হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্স নিডস অ্যাসেসমেন্ট) চুক্তি স্বাক্ষর করে?
ক. ১৯৯৬ খ. ১৯৯৭
গ. ১৯৯৮ ঘ. ১৯৯৯
২৭. ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর আমাদের প্রধান স্মরণীয় ঘটনা কি?
ক. যমুনা সেতু উদ্বোধন
খ. পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি
গ. পাণ্ডুরছড়ায় গ্যাস বিস্ফোরণ
ঘ. কুয়ালালামপুর কেনিয়াকে ক্রিকেট খেলায় পরাজিত করা
২৮. কবে বাংলাদেশ-থাইল্যান্ড অপরায়ী বহিঃসমর্পণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়?
ক. ১৯৯৭ খ. ১৯৯৬
গ. ১৯৯৯ ঘ. ১৯৯৮
২৯. গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি প্রথম কোন সনে স্বাক্ষরিত হয়?
ক. ১৯৭৬ খ. ১৯৭৭
গ. ১৯৭৮ ঘ. ১৯৮০
৩০. বাংলায় মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা প্রচলনের জন্য কে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন?
ক. সৈয়দ আমীর আলী খ. নওয়াব আবদুল লতিফ
গ. নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ ঘ. স্যার সৈয়দ আহমেদ খান
৩১. অতীশ দীপঙ্কর বর্তমান কোন জেলার অধিবাসী ছিলেন?
ক. মুন্সিগঞ্জ খ. নরসিংদী
গ. মানিকগঞ্জ ঘ. ঢাকা
৩২. উপমহাদেশের প্রথম মুসলিম মহিলা চিকিৎসা বিজ্ঞানী কে ছিলেন?
ক. ডা. জোহরা বেগম কাজী খ. মনজুলা ময়মুন
গ. ডা. মমতাজ বেগম ঘ. ডা. ফিরোজা বেগম
৩৩. পাটের জীবন রহস্য কে উন্মোচন করেন?
ক. ড. মাকসুদুল আলম খ. শহীদুল আলম
গ. মাকসুদুল আলম ঘ. মিজানুর রহমান
৩৪. রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি ত্যাগ করেন কোন সালে?
ক. ১৯১৩ খ. ১৯১৫ গ. ১৯১৭ ঘ. ১৯১৯
৩৫. বাংলাদেশের অন্যতম বিজ্ঞান বিষয়ক লেখক কে?
ক. হুমায়ূন আহমেদ খ. রশীদ করিম
গ. হুমায়ূন আজাদ ঘ. আবদুল্লাহ আল-মুতি

৩৬. বাংলায় 'ঋণ সালিশি আইন' কার আমলে প্রণীত হয়?

- ক. এইচ এস সোহরাওয়ার্দী খ. এ কে ফজলুল হক
গ. খাজা নাজিম উদ্দীন গ. নূরুল আমিন

৩৭. ড. মোঃ ইউনুসের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ কোনটি?

- ক. দারিদ্রহীন বিশ্বের অভিযুক্ত
খ. সচ্ছল বাংলাদেশের স্বাক্ষরে
গ. স্বনির্ভর স্বদেশের স্বাক্ষরে
ঘ. দারিদ্রহীন বিশ্বের স্বাক্ষরে

৩৮. বাংলাদেশের কোন বিজ্ঞানী কলিঙ্গ পুরস্কার লাভ করে?

- ক. কুদরত-ই-খুদা খ. মোকররম হোসেন
গ. আবুল কাশেম ঘ. আল মুতি শরফুদ্দিন

৩৯. বাংলায় কার্টুন সিরিজ 'মীনা' কোন শিল্পীর সৃষ্টি?

- ক. তানভীর কবীর খ. রফিকুন নবী
গ. মুস্তফা মনোয়ার ঘ. মুণাল হক

৪০. বাংলার ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের ওপর ছবি এঁকে বিখ্যাত হন কোন শিল্পী?

- ক. এস এম সুলতান খ. জয়নুল আবেদিন
গ. কামরুল হাসান ঘ. কাইয়ুম চৌধুরী

৪১. বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী কে?

- ক. কামরুল হাসান খ. এস এম সুলতান
গ. জয়নুল আবেদিন ঘ. কাইয়ুম চৌধুরী

৪২. বাংলাদেশের বিশিষ্ট উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী-

- ক. আবদুল আলীম খ. বারীণ মজুমদার
গ. সোণার হোসেন ঘ. সৈয়দ আবদুল হাদি

৪৩. অতীশ দীপঙ্কর বাংলাদেশের কোন জেলার লোক ছিলেন?

- ক. মুন্সিগঞ্জ খ. ফরিদপুর
গ. টাঙ্গাইল ঘ. চট্টগ্রাম

৪৪. বাংলাদেশে মহিলা দার্শনিকদের মধ্যে একজন হচ্ছেন-

- ক. অধ্যাপক মিসেস আকতার ইমাম
খ. অধ্যাপক হাসনা বেগম
গ. মিসেস জাহান আরা ইমাম
ঘ. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত

৪৫. বিজ্ঞান চর্চায় মাতৃভাষাকে সবচেয়ে উপযোগী বলে বিবেচনা করতেন-

- ক. জগদীশচন্দ্র বসু খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা ঘ. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

৪৬. কৃষক প্রজা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা-

- ক. মাওলানা ভাসানী খ. এ কে ফজলুল হক
গ. আবুল হাশি ঘ. সোহরাওয়ার্দী

৪৭. সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান প্রথম ভারতীয়-

- ক. স্যার ইকবাল খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. কৃষ্ণ চন্দ্র ঘ. নীরোদ চৌধুরী

৪৮. ২০০২ সালে মাহাত্মা গান্ধী পুরস্কার পেলেন-

- ক. ব্র্যাক প্রাণপুরুষ আবেদ খ. হাসান প্রজেক্টের বদিউল আলম
গ. কবি শামসুর রাহমান ঘ. ড. ইউনুস

৪৯. কোন বাংলাদেশী প্রথম সাঁতারে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন?

- ক. শাহ আলম খ. আবদুল মালেক
গ. ব্রজেন দাস ঘ. মিজানুর রহমান

৫০. Poverty and Famines গ্রন্থের রচয়িতা কে?

- ক. অমর্ত্য সেন খ. গুনার মিরডাল
গ. মাইকেল লিফট ঘ. উইলিয়াম রসেট

৫১. 'পরার্থপরতার অর্থনীতি'র লেখক কে?

- ক. আকবর আলি খান খ. ড. মুহাম্মদ ইউনুস
গ. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ঘ. ড. আতিয়ার রহমান

৫২. ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর জন্মস্থান কোনটি?

- ক. ব্রাহ্মণবাড়ীয়া খ. পাবনা
গ. কলকাতা ঘ. সিলেট

৫৩. যে বাঙালি বৈজ্ঞানিকের নামের সঙ্গে আইনস্টাইনের নাম জড়িত-

- ক. এস এন বোস খ. জগদীশ চন্দ্র ঘোষ
গ. মতিন চৌধুরী ঘ. কেউই নন

৫৪. অমর্ত্য সেন যে বিষয়ে গবেষণা করে নোবেল পুরস্কার পান-

- ক. দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য খ. উন্নয়নের গতিধারা
গ. মাইক্রোক্রেডিট ঘ. বৈদেশিক সাহায্য

৫৫. ড. ইউনুস যে ব্যাংক স্থাপন করে খ্যাতি অর্জন করেন তার নাম -

- ক. ঢাকা ব্যাংক খ. আরবান ব্যাংক
গ. গ্রামীণ ব্যাংক ঘ. প্রাইম ব্যাংক

৫৬. সতীদাহ প্রথা প্রসঙ্গে রামমোহন রায়ের রচিত পুস্তক হলো-

- ক. দোলন চাঁপা খ. পথে হলো দেখা
গ. পথের পাঁচালী ঘ. প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ

৫৭. বাংলা একাডেমির মূল ভবনের নাম কি ছিল?

- ক. বর্ধমান হাউস খ. বাংলা ভবন
গ. আহসান মঞ্জিল ঘ. চামেলী হাউস

৫৮. বাংলা পিডিয়া প্রকাশের উদ্যোক্তা-

- ক. বাংলা একাডেমি খ. বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি
গ. মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ঘ. দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি.

৫৯. পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (RDA) কোথায় অবস্থিত?

- ক. কুমিল্লা খ. বগুড়া
গ. যশোর ঘ. রাজশাহী

৬০. ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত?

- ক. গাজীপুর খ. সালনা
গ. ঢাক ঘ. ময়মনসিংহ

৬১. 'কেয়ার' একটি-

- ক. বাংলাদেশী এনজিও খ. আমেরিকান এনজিও
গ. কানাডিয়ান এনজিও ঘ. যুক্তরাজ্যের এনজিও

৬২. নিচের কোন স্থানটি বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দেশনে জন্য খ্যাত নয়?

- ক. শিলাইদহ খ. মহাস্থানগড়
গ. পাহাড়পুর ঘ. ময়নামতি

৬৩. ঢাকার ঐতিহ্যবাহী নবাব পরিবারের সরকারি বাসভবন ছিল-

- ক. লালাবাগ কেদ্বা খ. কার্জন হল
গ. বঙ্গভবন ঘ. আহসান মঞ্জিল

৬৪. মহাস্থানগড় একসময় বাংলাদেশের রাজধানী ছিল। তখন তার নাম ছিল-

- ক. পুণ্ড নগর খ. রামাবতী
গ. কর্ণ সুবর্ণ ঘ. মহাস্থান

৬৫. 'ভারতেশ্বরী হোমস্' এর প্রতিষ্ঠাতা কে?

- ক. পি সি সরকার খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. মাদার তেরেসা ঘ. আর পি সাহা

৬৬. বাংলার রাজধানী হিসেবে সোনারগাঁও-এর পতন কে করেন?

- ক. সম্রাট আকবর খ. ঈসা খান
গ. সুবেদার ইসলাম খান ঘ. শাহজাদা আজম

৬৭. 'শীলাদেবীর ঘাট' কোথায় অবস্থিত?

- ক. বগুড়া খ. কুমিল্লা
গ. নওগাঁ ঘ. শিলিগুড়ি

৬৮. নওগাঁ জেলার পাহাড়পুর প্রত্নস্থলটি কে আবিষ্কার করেন?

- ক. এডমাউন্ড এস ফিলপস খ. এনড্রো জেড ফায়ার
গ. জন সি মেথার গোমেজ ঘ. বুকানন হ্যামিলটন

৬৯. আনন্দবিহার কোথায় অবস্থিত?

- ক. ময়নামতি খ. পাহাড়পুর
গ. মহাস্থানগড় ঘ. সোনারগাঁও

৭০. বিখ্যাত 'গ্রান্ড ট্রাঙ্ক' রোডটি বাংলাদেশের কোন অঞ্চল থেকে শুরু হয়েছে?

- ক. কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি
খ. ঢাকা জেলার বারিধারা
গ. যশোর জেলার বিকরগাছা
ঘ. নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও

৭১. ঢাকার ঐতিহাসিক আহসান মঞ্জিল নির্মিত হয় কবে?

- ক. ১৭৭২ সালে খ. ১৮৭২ সালে
গ. ১৯৫০ সালে ঘ. ১৯১৭ সালে

৭২. বাংলাদেশের কোথায় মৌর্যযুগের শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে?

- ক. লালমাই খ. ময়নামতি
গ. মহাস্থানগড় ঘ. নাটোর

৭৩. ষাটগম্বুজ মসজিদ বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত?

- ক. খুলনা খ. যশোর
গ. বাগের হাট ঘ. নারায়ণগঞ্জ

৭৪. পাহাড়পুর বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত?

- ক. বগুড়া খ. জয়পুর হাট
গ. নওগাঁ ঘ. দিনাজপুর

৭৫. মহামুনি বিহার কোথায় অবস্থিত?

- ক. দিনাজপুরের ফুলবাড়িতে খ. চট্টগ্রামের রাউজানে
গ. জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জে ঘ. সিলেটের হবিগঞ্জে

৭৬. আনন্দ বিহার কোথায় অবস্থিত?

- ক. কুমিল্লা জেলার ময়নামতিতে
খ. বগুড়া জেলায়
গ. নওগাঁ জেলায়
ঘ. কুমিল্লা জেলার লালমাই পাহাড়ে

৭৭. বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন বিহার কোনটি?

- ক. শালবন বিহার খ. আনন্দ বিহার
গ. সোমপুর বিহার ঘ. সীতাকোট বিহার

৭৮. 'সোমপুর বিহার' কোন জেলায় অবস্থিত?

- ক. রাজশাহী খ. রংপুর
গ. কুমিল্লা ঘ. নওগাঁ

৭৯. কোন পাল রাজা পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা করেন?

- ক. গোপাল খ. ধর্মপাল
গ. দেবপাল ঘ. বিগ্রহপাল

৮০. শালবন বিহার কোথায় অবস্থিত?

- ক. মহাস্থানগড়ে খ. ময়নামতিতে
গ. পাহাড়পুরে ঘ. চট্টগ্রামে

৮১. ময়নামতি কোন সভ্যতার নিদর্শন?

- ক. বৌদ্ধ খ. হিন্দু
গ. মুসলিম ঘ. খ্রিস্টান

৮২. 'কান্তজির মন্দির' কোন জেলায় অবস্থিত?

- ক. জয়পুরহাট খ. কুমিল্লা
গ. রাঙ্গামাটি ঘ. দিনাজপুর

৮৩. বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ঈদের জামাত সাধারণত কোথায় হয়ে থাকে?

- ক. জাতীয় ঈদগাহ, ঢাকা খ. বায়তুল মোকাররম মসজিদ
গ. লালদিঘী ময়দান ঘ. কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়া

৮৪. বাগেরহাটে খান জাহান আলীর প্রতিষ্ঠিত মসজিদটি কত গম্বুজ বিশিষ্ট?

- ক. আশি খ. একাশি
গ. ষাট ঘ. চৌষাট

৮৫. ঢাকার বিখ্যাত তারা মসজিদ তৈরি করেছিল-

- ক. শায়েস্তা খান খ. নবাব সলিমুল্লাহ
গ. মির্জা আহমেদ ঘ. মির্জা গোলাম পীর

৮৬. ষাট গম্বুজ মসজিদ কোথায় অবস্থিত?

- ক. বগুড়া খ. দিনাজপুর
গ. যশোর ঘ. বাগেরহাট

৮৭. ষাট গম্বুজ মসজিদ বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত?

- ক. খুলনা খ. বাগেরহাট
গ. রাজশাহী ঘ. যশোর

৮৮. সাত গম্বুজ মসজিদ কোথায় অবস্থিত?

- ক. বাগেরহাট খ. রাজশাহী
গ. ঢাকা ঘ. সিলেট

৮৯. ঢাকার মোহাম্মদপুরে অবস্থিত সাতগম্বুজ মসজিদটি কবে নির্মিত হয়েছিল?

- ক. সপ্তদশ শতাব্দী খ. ষোড়শ শতাব্দী
গ. ঊনবিংশ শতাব্দী ঘ. পঞ্চদশ শতাব্দী

৯০. ঢাকার মোহাম্মদপুরে অবস্থিত সাতগম্বুজ মসজিদের গম্বুজের সংখ্যা -

- ক. ৫টি খ. ৪টি গ. ৬টি ঘ. ৩টি

৯১. সোনা মসজিদ কোন জেলায় অবস্থিত?

- ক. নাটোর খ. নওগাঁ
গ. চাঁপাইনবাবগঞ্জ ঘ. রাজশাহী

৯২. বিনত বিবির মসজিদ কোথায় অবস্থিত?

- ক. ঢাকার নারিন্দায় খ. রাজশাহীর পুঠিয়ায়
গ. জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে ঘ. নওগাঁয় কুসুম্ভায়

৯৩. গুরুদুয়ারা শিখ মন্দির কোথায় অবস্থিত?

- ক. শাখারী বাজার খ. আরমানিটোলা
গ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঘ. নবাবপুর

৯৪. বাংলাদেশের বৃহত্তম মসজিদ-

- ক. তারা মসজিদ খ. বায়তুল মোকাররম
গ. ষাট গম্বুজ মসজিদ ঘ. শাহ মখদুম মসজিদ

৯৫. মোঘল আমলের ঢাকা শহরের প্রাচীনতম মসজিদ-

- ক. সাত গম্বুজ মসজিদ
খ. লালবাগ শাহী মসজিদ
গ. আওলাদ হোসেন জামে মসজিদ
ঘ. চকের মসজিদ

৯৬. বাংলাদেশের লোকশিল্প যাদুঘর কোথায় অবস্থিত?

- ক. ময়নামতি খ. সোনারগাঁও
গ. ঢাকা ঘ. পাহাড়পুর

৯৭. বাংলাদেশের সর্বপ্রথম জাদুঘর কোনটি?

- ক. জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর খ. জাতীয় জাদুঘর
গ. বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর ঘ. ঢাকা নগর জাদুঘর

৯৮. মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ঢাকার কোথায় অবস্থিত?

- ক. সেগুন বাগিচা খ. ধানমন্ডি
গ. মগবাজার ঘ. বনানী

৯৯. বাংলাদেশের বিজ্ঞান জাদুঘর কোথায় অবস্থিত?

- ক. ঢাকার শাহবাগে খ. ঢাকার আগারগাঁওয়ে
গ. সোনারগাঁয়ে ঘ. ঢাকার ইসলামপুরে

১০০. বরেন্দ্র মিউজিয়াম কোথায় অবস্থিত?

- ক. রাজশাহী খ. বগুড়া
গ. দিনাজপুর ঘ. ঢাকা

১০১. বাংলাদেশের একমাত্র নৃতাত্ত্বিক জাদুঘর অবস্থিত-

- ক. ঢাকা জেলায় খ. চট্টগ্রাম জেলায়
গ. কুমিল্লা জেলায় ঘ. কক্সবাজার জেলায়

১০২. লালন জাদুঘর কোথায় অবস্থিত?

- ক. সোনারগাঁও খ. ময়নামতি
গ. রাজশাহী ঘ. কুষ্টিয়া

১০৩. সার্ক ফোয়ারার ভাস্কর কে?

- ক. রাশা খ. মুগাল হক
গ. নিতুন কুণ্ডু ঘ. হামিদুর রহমান

১০৪. কমলাপুর রেল স্টেশনের স্থপতি কে?

- ক. এফ আর খান খ. বব বুই
গ. লুই কান ঘ. মাজহারুল ইসলাম

১০৫. 'বিজয় উল্লাস' ভাস্কর্যটি কোথায় অবস্থিত?

- ক. খুলনা খ. কুষ্টিয়া
গ. ফরিদপুর ঘ. যশোর

১০৬. আসাদ গেট কোন স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মিত হয়?

- ক. ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন
খ. ১৯৬৬ সালের ৬-দফা আন্দোলন
গ. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ
ঘ. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান

১০৭. সংসদ ভবনের স্থপতি কে?

- ক. লুই আই কান খ. মাজহারুল ইসলাম
গ. এফ আর খান ঘ. নভেরা আহমদ

১০৮. বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধ, রায়েরবাজার-এর নকশাবিদ কে ছিলেন?

- ক. হামিদুর রহমান
খ. ফরিদউদ্দিন আহমেদ ও জামি আল সাফি
গ. নিতুন কুণ্ডু ঘ. মুগাল হক

১০৯. মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ, কোন জেলায় অবস্থিত?

- ক. মেহেরপুর খ. চুয়াডাঙ্গা
গ. কুষ্টিয়া ঘ. ঢাকা

১১০. ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভের নাম কি?

- ক. বিজয় কেতন খ. স্বাধীনতা সোপান
গ. রক্ত সোপান ঘ. বিজয় স্তম্ভ

১১১. 'বিজয় কেতন' কি?

- ক. মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর খ. মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য
গ. বাংলাদেশের পতাকা ঘ. স্বাধীনতার প্রতীক বিশেষ

১১২. 'গোল্ডেন জুবিলি টাওয়ার' এর অবস্থান কোথায়?

- ক. ঢাকা খ. চট্টগ্রাম
গ. রাজশাহী ঘ. খুলনা

১১৩. 'অপরাজেয় বাংলা' কি?

- ক. একটি পুস্তকের নাম
খ. মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবাহী একটি ভাস্কর্য
গ. একটি সড়কের নাম
ঘ. একটি ছায়াছবির নাম

১১৪. জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফলকের সংখ্যা-

- ক. ৩টি খ. ৫টি
গ. ৭টি ঘ. ৯টি

১১৫. 'অপরাজেয় বাংলা' ভাস্কর্যটি কে নির্মাণ করেন?

- ক. হামিদুর রহমান খ. শামীম শিকদার
গ. সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ ঘ. মুস্তফা মনোয়ার

১১৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধের স্থপতি কে?

- ক. শামীম শিকদার খ. অলক রায়
গ. আলাউদ্দীন বুলবুল ঘ. কেউই নয়

১১৭. ১৯৯৪ সালে যে প্রবন্ধকার বাংলা একাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন?

- ক. হুমায়ুন আজাদ খ. আহমদ শরীফ
গ. ওয়াকিল আহমদ ঘ. আব্দুল মতিন খান

১১৮. বাংলাদেশের সোর্ড অব অনার পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রথম নারী কে?

- ক. মারজিয়া ইসলাম খ. রাজিয়া সুলতানা
গ. তারামন বিবি ঘ. রহিমা বেগম

১১৯. পরিবেশের উপর বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ 'ম্যাগসেসে' পুরস্কার-২০১২ প্রাপ্ত হন।

- ক. অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সাদ্দ
খ. ড. আইনুন নিশাত
গ. সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান
ঘ. ড. হাসান মাহমুদ

১২০. বঙ্গবন্ধু কবে জুলিও কুরি পুরস্কার লাভ করেন?

- ক. ১০ অক্টোবর, ১৯৭২ খ. ৭ নভেম্বর, ১৯৭২
গ. ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ ঘ. ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৭২

১২১. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় খেতাব-

- ক. বীরউত্তম খ. বীরশ্রেষ্ঠ
গ. বীরবিক্রম ঘ. বীরপ্রতীক

১২২. এশিয়ার নোবেল খ্যাত ম্যাগসেসেসইয়ের ২০১২ সালে বাংলাদেশ থেকে পুরস্কৃত হয়েছেন-

- ক. প্রখ্যাত লেখক প্রয়াত ড. হুমায়ুন আহমেদ
খ. প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী
গ. বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতির (বেলা) প্রধান নির্বাহী সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।
ঘ. সাবেক TIB প্রধান মরহুম অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহম্মদ

১২৩. যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসনাল গোল্ড মেডেল লাভকারী প্রথম বাংলাদেশী-

- ক. ফজলে হাসান আবেদ খ. ড. মুহাম্মদ ইউনুস
গ. শেখ হাসিনা ঘ. এ এইচ এম নোমান খান

১২৪. প্রফেসর মো. ইউনুস কোন বিষয়ে নোবেল পুরস্কার পান?

- ক. অর্থনীতি খ. শান্তি
গ. সাহিত্য ঘ. পদার্থবিদ্যা

১২৫. দ্য ফরবিডেন সিটি : কালার অ্যান্ড অলিম্পিক শিল্পকর্মের জন্য কোন বাংলাদেশী চিত্রশিল্পী বেইজিং অলিম্পিকের মেডেল পেয়েছেন?

- ক. শিশির ভট্টাচার্য খ. খুরশিদ আলম সেলিম
গ. কাইয়ুম চৌধুরী ঘ. মুস্তফা মনোয়ার

১২৬. বৃক্ষরোপণে জনগণকে উৎসাহিত করতে সরকার যে জাতীয় পুরস্কার প্রচলন করেন তার নাম কি?

- ক. রাষ্ট্রপতি পুরস্কার
খ. জাতীয় বৃক্ষরোপণ পুরস্কার
গ. প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পুরস্কার
ঘ. সামাজিক বনায়ন পুরস্কার

১২৭. সম্প্রতি জোবায়ারা রহমান নীলু গিনেস বুক অব রেকর্ডস-এ স্থান পান কোন খেলায়?

- ক. ব্যাডমিন্ট খ. সাঁতার
গ. সুটিং ঘ. টেবিল টেনিস

১২৮. বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার প্রবর্তন হয় কখন?

- ক. ১৯৯০ সালে খ. ১৯৯২ সালে
গ. ১৯৯৩ সালে ঘ. ১৯৯৭ সালে

১২৯. সর্বপ্রথম চলচ্চিত্র নির্মিত হয় কত সালে?

- ক. ১৭৫০ সালে খ. ১৮৫০ সালে
গ. ১৮৭৫ সালে ঘ. ১৮৯৫ সালে

১৩০. বাংলাদেশে প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য ছায়াছবি কোনটি?

- ক. সূর্য দীঘল বাড়ি খ. আসিয়া
গ. সিরাজ-উ-দৌলা ঘ. মুখ ও মুখোশ

১৩১. ঢাকায় নির্মিত প্রথম বাংলা ছায়াছবি কোনটি?

- ক. মুখ ও মুখোশ খ. আনোয়ারা
গ. জোয়ার এলো ঘ. আয়না ও অবশিষ্ট

১৩২. 'মুখ ও মুখোশ'—

- ক. একটি নাটকের নাম খ. একটি চলচ্চিত্রের নাম
গ. একটি উপন্যাসের নাম ঘ. একটি ও না

১৩৩. বাংলাদেশের প্রথম সিনেমা হল—

- ক. পিকচার হাউস খ. শাবিত্তান
গ. রূপমহল ঘ. গুলিস্তান

১৩৪. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর নির্মিত প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র কোনটি?

- ক. সংগ্রাম খ. অরুণোদয়ের অগ্নিস্বাক্ষী
গ. ওরা ১১ জন ঘ. রক্তাক্ত প্রান্তর

১৩৫. পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের মূল উপজীব্য পটভূমি হলো—

- ক. জহির রায়হান খ. খান আতাউর রহমান
গ. চাষী নজরুল ইসলাম ঘ. আলমগীর কুমকুম

১৩৬. ওরা এগারজন চলচ্চিত্রের মূল উপজীব্য পটভূমি হলো—

- ক. সিপাহী বিদ্রোহ
খ. ৫২-এর ভাষা আন্দোলন
গ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ
ঘ. ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ

১৩৭. ধীরে বহে মেঘনা এর পরিচালক—

- ক. শেখ নিয়ামত আলী খ. মৃণাল সেন
গ. আলমগীর কবির ঘ. সুভাষ দত্ত

১৩৮. মুক্তিযুদ্ধোত্তর পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র কোনটি?

- ক. কলমিলতা খ. মুক্তির কথা
গ. আগামী ঘ. হলিয়া

১৩৯. The film Guerilla has been adapted from the novel Nishiddo Loban is written by—

- ক. Rabindranath Tagor খ. Syed Shamsul Huq
গ. Humayun Ahmed ঘ. Mohammad Zafar Iqbal

১৪০. খেলাঘর চলচ্চিত্রের পরিচালক কে?

- ক. তারেক মাসুদ খ. তৌকির আহমেদ
গ. খান আতাউর রহমান ঘ. মোরশেদুল ইসলাম

১৪১. নিচের কোনটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি?

- ক. ধীরে বহে মেঘনা খ. কলমিলতা
গ. হলিয়া ঘ. চিৎকার

১৪২. মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি আগামী এর পরিচালক—

- ক. জহির রায়হান খ. মোরশেদুল ইসলাম
গ. কাজী জহির ঘ. হুমায়ুন আহমেদ

১৪৩. রানওয়ে চলচ্চিত্রটির পরিচালক কে?

- ক. তানভীর মোকাম্মেল খ. মোরশেদুল ইসলাম
গ. হুমায়ুন আহমেদ ঘ. তারেক মাসুদ

১৪৪. কোনটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র?

- ক. ওরা ১১জন খ. হলিয়া
গ. মুক্তির গান ঘ. লেট দেয়ার বি লাইট

১৪৫. আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'ঢাকা' এর পরিচালক নিচের কে?

- ক. জহির রায়হান খ. মোরশেদুল ইসলাম
গ. তানভীর মোকাম্মেল ঘ. তারেক মাসুদ

১৪৬. 'সূর্য দীঘল বাড়ী' চলচ্চিত্রের পরিচালক কে?

- ক. শেখ নিয়ামত শাকের খ. জহির রায়হান
গ. খান আতা ঘ. সুভাষ দত্ত

১৪৭. পদ্মা নদীর মাঝি চলচ্চিত্রের পরিচালক কে?

- ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খ. মৃণাল সেন
গ. গৌতম ঘোষ ঘ. সত্যজিত রায়

১৪৮. মনের মানুষ চলচ্চিত্রের পরিচালক কে?

- ক. সুভাষ দত্ত খ. গৌতম ঘোষ
গ. নাসির উদ্দিন ইউসুফ ঘ. চাষী নজরুল ইসলাম

১৪৯. টিয়ার্স অব ফায়ার কি?

- ক. পরিমেশ বিষয়ক আন্দোলন
খ. নবগঠিত পুলিশ ব্যাটালিয়ন
গ. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক তথ্যচিত্র
ঘ. দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি

১৫০. Who directed the film named palassy to 32, Dhanmondi?

- ক. Zahir Raihan খ. Shamima Akter
গ. Abdul Gaffar Chowdhury ঘ. Amzad Hossain

১৫১. The movie 'Third person Singular Number' acclaimed in the different international flim festivals, is directed by—

- ক. Amitabh Reza খ. Chasi Nazrul Islam
গ. Mostafa Sarwar Faroqui ঘ. Subahsh Datta

১৫২. জীবনচুলী কি?

- ক. একটি উপন্যাসের নাম খ. একটি কাব্যগ্রন্থের নাম
গ. একটি আত্মজীবনী নাম ঘ. একটি চলচ্চিত্রের নাম

১৫৩. কোন চলচ্চিত্র ১৯৪৭-এর দেশভাগ নিয়ে নির্মিত?

- ক. যুদ্ধশিশু খ. আবার তোরা মানুষ হ
গ. চিত্রা নদীর পাড়ে ঘ. গেরিলা

১৫৪. নিচের কোনটি দেশভাগভিত্তিক চলচ্চিত্র নয়?

- ক. কোমল গান্ধার খ. নদীর নাম মধুমতি
গ. ট্রেন টু পাকিস্তান ঘ. গেরিলা

১৫৫. সম্প্রতি কলকাতার মাস্টারদা সূর্যসেনকে নিয়ে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের নাম কী?

- ক. মাস্টার ম্যাজিক খ. চিটাগৎ
গ. হিরো অব বেঙ্গল ঘ. মাস্টারদা

১৫৬. বাসস একটি —

- ক. সংবাদ সংস্থার নাম
খ. একটি প্রেস ক্লাবের নাম
গ. একটি খবরের কাগজের না
ঘ. একটি বিদেশী কোম্পানির নাম

১৫৭. বাংলাদেশের সংবাদ সংস্থা কোনটি?

- ক. এপি খ. রয়টারস
গ. ইউএনবি ঘ. এএফপি

১৫৮. বাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্র—

- ক. আজাদ খ. সমাচার দর্পণ
গ. বঙ্গদর্শন ঘ. বেঙ্গল গেজেট



১৫৯. বাংলাদেশের প্রধান সংবাদ সংস্থার নাম কি?
ক. এনা খ. ইউএনবি
গ. আবাস ঘ. বাসস
১৬০. জাতীয় প্রেসক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
ক. ১৯৫০ সালে খ. ১৯৫৪ সালে
গ. ১৯৫৬ সালে ঘ. ১৯৫৮ সালে
১৬১. কোনটি বাংলাদেশের সংবাদ সংস্থা?
ক. এপিপি খ. এএফপি
গ. ইউএনএ ঘ. ইউএনআই
১৬২. বাংলাদেশের সংবাদ সংস্থা-
ক. এপি খ. রয়টার্স
গ. ইউএনবি ঘ. এএফপি
১৬৩. বাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্র-
ক. আজাদী খ. বঙ্গদর্শন
গ. সমাচার দর্পন ঘ. বেঙ্গল গেজেট
১৬৪. বাংলা ভাষার প্রথম সাময়িকপত্র কোনটি-
ক. দিকদর্শন খ. সংবাদ প্রভাকর
গ. তত্ত্ববোধিনী ঘ. বঙ্গদর্শন
১৬৫. বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদপত্রের নাম কি?
ক. আজাদ খ. বঙ্গদর্শন
গ. বেঙ্গল গেজেট ঘ. সমাচার দর্পন
১৬৬. সমাচার দর্পণ প্রকাশিত হয়-
ক. ১৮১৮ সালে খ. ১৮১৯ সালে
গ. ১৮২০ সালে ঘ. ১৮২১ সালে
১৬৭. বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র কোনটি?
ক. দিকদর্শন খ. সমাচার দর্পণ
গ. সংবাদ প্রভাকর ঘ. তত্ত্ববোধিনী
১৬৮. কার সম্পাদনায় সংবাদ প্রভাকর প্রথম প্রকাশিত হয়?
ক. প্রমথ নাথ চৌধুরী খ. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
গ. প্যারিচাঁদ মিত্র ঘ. দীনবন্ধু মিত্র
১৬৯. 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়-
ক. ১৮৪১ সালে খ. ১৮৪২ সালে
গ. ১৮৫০ সালে ঘ. ১৮৪৩ সালে
১৭০. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?
ক. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত খ. অক্ষয়কুমার দত্ত
গ. প্যারিচাঁদ মিত্র ঘ. বঙ্গিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৭১. বাংলাদেশ ভূখণ্ড থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র কোনটি?
ক. বরিশাল হিতৈষী খ. সমাচার দর্পণ
গ. ঢাকা প্রকাশ ঘ. রংপুর বার্তাবহ
১৭২. ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র কোনটি?
ক. সংবাদ খ. ঢাকা প্রকাশ
গ. আজকের কাগজ ঘ. ইত্তেফাক
১৭৩. কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত 'ধুমকেতু' কতসালে প্রথম প্রকাশিত হয়?
ক. ১৯৩০ খ. ১৯২০
গ. ১৯২২ ঘ. ১৯৩২
১৭৪. কাঙাল হরিনাথ সম্পাদিত পত্রিকার নাম কি?
ক. গ্রামবার্তা প্রকাশিকা খ. অমৃতবাজার পত্রিকা
গ. রংপুর বার্তাবহ ঘ. সমাচার দর্পণ

১৭৫. বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রথম সম্পাদক কে ছিলেন?
ক. প্যারিচাঁদ মিত্র খ. বঙ্গিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. প্রমথ চৌধুরী
১৭৬. 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা কোন সালে প্রথম প্রকাশিত হয়?
ক. ১৮৬৫ খ. ১৮৭২
গ. ১৮৭৫ ঘ. ১৮৮১
১৭৭. শেখ আব্দুর রহিম কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকা নয়-
ক. মিহির খ. হাফেজ
গ. সুধাকর ঘ. কোহিনুর
১৭৮. সবুজপত্র কি?
ক. উপন্যাস খ. নাটক
গ. সাময়িকপত্র ঘ. গদ্য সংকলন
১৭৯. 'সবুজপত্র' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন-
ক. প্রমথ চৌধুরী খ. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
গ. মোজাম্মেল হক ঘ. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র
১৮০. সবুজপত্র পত্রিকা প্রকাশিত হয়-
ক. ১৯০৯ সালে খ. ১৯১০ সালে
গ. ১৯১৪ সালে ঘ. ১৯২১ সালে
১৮১. প্রমথ চৌধুরীর 'বীরবলী' রীতির প্রচার মাধ্যম হিসাবে কোন পত্রিকা ভূমিকা রাখে?
ক. সাহিত্য খ. কল্লোল
গ. সবুজপত্র ঘ. বঙ্গদর্শন
১৮২. বাংলা সাহিত্য কথ্যরীতির প্রচলনে কোন পত্রিকার অবদান বেশি?
ক. কল্লোল খ. সবুজপত্র
গ. কালিকলম ঘ. বঙ্গদর্শন
১৮৩. সওগাত পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?
ক. মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন খ. আবুল কালাম শামসুদ্দিন
গ. কাজী আব্দুল ওদুদ ঘ. সিকান্দার আবু জাফর
১৮৪. মাসিক 'সওগাত' পত্রিকা ইংরেজি কোন সালে প্রথম প্রকাশিত হয়?
ক. ১৯১৫ সালে খ. ১৯১৮ সালে
গ. ১৯৩০ সালে ঘ. ১৯৪৮ সালে
১৮৫. মোসলেম ভারত নামক সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন-
ক. মীর মশাররফ হোসেন
খ. মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ
গ. মোজাম্মেল হক
ঘ. রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী
১৮৬. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত পত্রিকার নাম-
ক. সংবাদ রত্নাবলী খ. সংবাদ পূর্ণ চন্দ্রোদয়
গ. সাহিত্য ঘ. আঙুর
১৮৭. সমকাল পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়-
ক. করাচি থেকে খ. কলকাতা থেকে
গ. ঢাকা থেকে ঘ. পাবনা থেকে
১৮৮. সমকাল পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?
ক. মোহাম্মদ আকরাম খাঁ খ. তফাজ্জল হোসেন
গ. নাসিরুদ্দিন ঘ. সিকান্দার আবু জাফর

উত্তরমালা

০১	খ	০২	গ	০৩	ঘ	০৪	খ	০৫	খ	০৬	খ	০৭	গ	০৮	খ	০৯	গ	১০	ক
১১	খ	১২	গ	১৩	গ	১৪	গ	১৫	ঘ	১৬	ক	১৭	খ	১৮	গ	১৯	ক	২০	খ
২১	খ	২২	খ	২৩	ঘ	২৪	খ	২৫	ক	২৬	গ	২৭	খ	২৮	ঘ	২৯	খ	৩০	খ
৩১	ক	৩২	ক	৩৩	গ	৩৪	ঘ	৩৫	ঘ	৩৬	খ	৩৭	ক	৩৮	ঘ	৩৯	গ	৪০	খ

৪১	গ	৪২	খ	৪৩	ক	৪৪	ক	৪৫	গ	৪৬	খ	৪৭	খ	৪৮	ঘ	৪৯	গ	৫০	ক
৫১	ক	৫২	ক	৫৩	ক	৫৪	ক	৫৫	গ	৫৬	ঘ	৫৭	ক	৫৮	খ	৫৯	খ	৬০	ক
৬১	খ	৬২	ক	৬৩	ঘ	৬৪	ক	৬৫	ঘ	৬৬	খ	৬৭	ক	৬৮	ঘ	৬৯	ক	৭০	ঘ
৭১	খ	৭২	গ	৭৩	গ	৭৪	গ	৭৫	খ	৭৬	ক	৭৭	ক	৭৮	ঘ	৭৯	খ	৮০	খ
৮১	ক	৮২	ঘ	৮৩	ঘ	৮৪	খ	৮৫	ঘ	৮৬	ঘ	৮৭	খ	৮৮	গ	৮৯	ক	৯০	ঘ
৯১	গ	৯২	ক	৯৩	গ	৯৪	খ	৯৫	গ	৯৬	খ	৯৭	গ	৯৮	ক	৯৯	খ	১০০	ক
১০১	খ	১০২	ঘ	১০৩	গ	১০৪	খ	১০৫	খ	১০৬	ঘ	১০৭	ক	১০৮	খ	১০৯	ক	১১০	ক
১১১	খ	১১২	গ	১১৩	খ	১১৪	গ	১১৫	গ	১১৬	ঘ	১১৭	গ	১১৮	ক	১১৯	গ	১২০	ক
১২১	খ	১২২	গ	১২৩	খ	১২৪	খ	১২৫	খ	১২৬	গ	১২৭	ঘ	১২৮	খ	১২৯	ঘ	১৩০	ঘ
১৩১	ক	১৩২	খ	১৩৩	ক	১৩৪	গ	১৩৫	গ	১৩৬	গ	১৩৭	গ	১৩৮	ক	১৩৯	খ	১৪০	ঘ
১৪১	গ	১৪২	খ	১৪৩	ঘ	১৪৪	গ	১৪৫	খ	১৪৬	ক	১৪৭	গ	১৪৮	খ	১৪৯	গ	১৫০	গ
১৫১	গ	১৫২	ঘ	১৫৩	গ	১৫৪	ক	১৫৫	খ	১৫৬	ক	১৫৭	গ	১৫৮	ক	১৫৯	ঘ	১৬০	খ
১৬১	গ	১৬২	গ	১৬৩	ক	১৬৪	ক	১৬৫	ঘ	১৬৬	ক	১৬৭	গ	১৬৮	খ	১৬৯	ঘ	১৭০	খ
১৭১	ঘ	১৭২	খ	১৭৩	গ	১৭৪	ক	১৭৫	খ	১৭৬	খ	১৭৭	ঘ	১৭৮	গ	১৭৯	ক	১৮০	গ
১৮১	গ	১৮২	খ	১৮৩	ক	১৮৪	খ	১৮৫	গ	১৮৬	ঘ	১৮৭	গ	১৮৮	ঘ				

১. ছয়-দফা দাবি প্রথম কোথায় উত্থাপন করা হয়?

ক. ঢাকায় খ. লাহোরে
গ. করাচিতে ঘ. নারায়ণগঞ্জে

২. আওয়ামী লীগের ছয় দফা কোন সালে পেশ করা হয়েছিল?

ক. ১৯৬৫ খ. ১৯৬৬
গ. ১৯৬৭ ঘ. ১৯৫৫

৩. বঙ্গবন্ধু কর্তৃক 'ছয় দফা' ঘোষিত হয় কবে?

ক. ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ খ. ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬
গ. ৩ জানুয়ারি, ১৯৬৮ ঘ. ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯

৪. বাঙালির মুক্তির সনদ 'ছয় দফা' কোন তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল?

ক. ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৪ খ. ২২ মার্চ, ১৯৫৮
গ. ২০ এপ্রিল, ১৯৬২ ঘ. ২৩ মার্চ, ১৯৬৬

৫. ছয়-দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন-

ক. মওলানা ভাসানী
খ. কমরেড মুজফফর আহমদ
গ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
ঘ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

৬. ছয়-দফা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য হলো-

ক. বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারণার বিকাশ
খ. শিক্ষা সংস্কার
গ. অর্থনৈতিক মুক্তি আন্দোলন
ঘ. ভাষা আন্দোলনের সফল বাস্তবায়ন

৭. আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক 'ছয় দফা'র প্রথম দফা-

ক. রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা খ. ধর্মনিরপেক্ষতা
গ. স্বতন্ত্র মুদ্রা ঘ. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন

৮. বাঙালি জাতির মুক্তি সনদ হলো-

ক. ছয় দফা খ. এগারো দফা
গ. ৭ মার্চের ভাষণ ঘ. ২১ দফা

৯. ঐতিহাসিক ছয় দফাকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়?

ক. বিল অব রাইটস খ. ম্যাগনাকার্টা
গ. পিটিশন অব রাইটস ঘ. মূখ্য আইন

১০. ছয় দফা আন্দোলনের প্রথম শহীদ কে?

ক. শামসুজ্জোহা খ. মনু মিয়া
গ. রফিক ঘ. সালাম

১১. ছয় দফা দিবস কবে?

ক. ২৩ ফেব্রুয়ারি খ. ৭ মার্চ
গ. ১৭ এপ্রিল ঘ. ৭ জুন

১২. বঙ্গবন্ধু কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন?

ক. খুলনা খ. গোপালগঞ্জ
গ. ফরিদপুর ঘ. নড়াইল

১৩. বঙ্গবন্ধুর গ্রাম কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

ক. মধুমতি খ. বাইগার
গ. কুমার ঘ. ভৈরব

১৪. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কত তারিখে জন্মগ্রহণ করেন?

ক. ১ মার্চ, ১৯১৯ খ. ১৭ মার্চ, ১৯২০
গ. ১৪ আগস্ট, ১৯৪৭ ঘ. ২১ জুন, ১৯৪১

১৫. নিম্নের কোন দিবসটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনের সাথে সম্পর্কযুক্ত?

ক. বিশ্ব নারী দিবস খ. জাতীয় শিশু দিবস
গ. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘ. বিশ্ব পরিবেশ দিবস

১৬. জাতীয় শিশু দিবস কবে পালিত হয়?

ক. ১৭ জুন খ. ১৭ ফেব্রুয়ারি
গ. ১৭ মার্চ ঘ. ১৭ এপ্রিল

১৭. 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' কার রচিত গ্রন্থ?

ক. শেখ মুজিবুর রহমান খ. শেখ হাসিনা
গ. হামিদ খান ভাসানী ঘ. এ. কে ফজলুল হক

১৮. বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' কত সালে প্রকাশিত হয়?

ক. জুন, ২০১১ খ. জুলাই, ২০১১
গ. জুন, ২০১২ ঘ. জানুয়ারি, ২০১৩

১৯. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কত সালে 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' লেখা শুরু করেন?

ক. ১৯৬৭ সালের শুরুতে খ. ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি
গ. ১৯৬৭ সালের শেষে ঘ. ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারি

২০. বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' কত সাল পর্যন্ত?

ক. ১৯৫৫ সাল খ. ১৯৫২ সাল
গ. ১৯৬৬ সাল ঘ. ১৯৬৯ সাল

২১. শেখ মুজিবুর রহমান লিখিত 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থের ভূমিকা কে লিখেছেন?

ক. শেখ হাসিনা খ. আনিসুজ্জামান
গ. ড. মুনতাসির মামুন ঘ. বঙ্গবন্ধু স্বয়ং

২২. বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' অনুবাদ করেন-
ক. জামিলুর রেজা চৌধুরী
খ. ফকরুল আলম
গ. খন্দকার আশরাফ হোসেন
ঘ. ড. আনিসুজ্জামান
২৩. 'কারাগারের রোজনামা' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
ক. আবদুল হামিদ খান ভাসানী
খ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
গ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
ঘ. এ. কে ফজলুল হক
২৪. 'কারাগারের রোজনামা' রচনাটির নামকরণ করেন কে?
ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
খ. শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব
গ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
ঘ. শেখ রেহানা
২৫. বঙ্গবন্ধু 'কারাগারের রোজনামা' গ্রন্থে কোন সময়ের স্মৃতি লিপিবদ্ধ করেছেন-
ক. ১৯৬৯-৭১
খ. ১৯৭০-৭১
গ. ১৯৬৬-৬৮
ঘ. ১৯৬২-৬৮
২৬. মুক্তিযুদ্ধের উপর লিখিত গ্রন্থ 'আমার কিছু কথা' এর লেখক কে?
ক. নালিমা ইব্রাহিম
খ. জহির রায়হান
গ. আবদুল গাফফার চৌধুরী
ঘ. শেখ মুজিবুর রহমান
২৭. When Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman returned of Bangladesh from imprisonment in Pakistan:
ক. January 10, 1972
খ. December 22, 1971
গ. January 12, 1972
ঘ. March 26, 1972
২৮. ভাষা আন্দোলনের সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোন কারাগারে বন্দি ছিলেন?
ক. ঢাকা
খ. নারায়ণগঞ্জ
গ. ফরিদপুর
ঘ. চট্টগ্রাম
২৯. বঙ্গবন্ধু কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?
ক. ১৪ আগস্ট
খ. ১৫ আগস্ট
গ. ১৬ আগস্ট
ঘ. ১৭ আগস্ট
৩০. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের নাম কী?
ক. আমার জীবনী
খ. সংগ্রাম
গ. অসমাপ্ত আত্মজীবনী
ঘ. আমার বাংলাদেশ
৩১. কারাগারের রোজনামা-
ক. নাটক
খ. উপন্যাস
গ. কাব্য
ঘ. দিনলিপি
৩২. 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' একটি-
ক. উপন্যাস
খ. প্রবন্ধ গ্রন্থ
গ. আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ
ঘ. নাটক
৩৩. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মস্থান-
ক. টুঙ্গিপাড়া
খ. টঙ্গি
গ. টাঙ্গাইল
ঘ. টঙ্গিবাড়ী
৩৪. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শৈশবে কোন বিদ্যালয়ে তাঁর পাঠ শুরু করেন?
ক. গোপালগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয়
খ. শ্রীরামকান্দি প্রাথমিক বিদ্যালয়
গ. টুঙ্গিপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়
ঘ. গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়
৩৫. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোন কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন?
ক. প্রেসিডেন্সি কলেজ
খ. ইসলামিয়া কলেজ
গ. রিপন কলেজ
ঘ. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ
৩৬. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম কোন সালে শ্রেফতার হন?
ক. ১৯৩৬
খ. ১৯৩৮
গ. ১৯৫২
ঘ. ১৯৬২
৩৭. বঙ্গবন্ধুর জেল জীবনের উপর রচিত বইয়ের নাম কী?
ক. ৫০৫৩ দিন
খ. ৫০৫০ দিন
গ. ৩০৫৩ দিন
ঘ. ৩০৫০ দিন
৩৮. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' লেখা শুরু করেন কোন জেলে বন্দি অবস্থায়?
ক. ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে
খ. গাজীপুর জেলে
গ. আগরতলা জেলে
ঘ. লাহোর জেলে
৩৯. বঙ্গবন্ধু আত্মজীবনীর দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম কী?
ক. আমি বিজয় দেখেছি
খ. অসমাপ্ত আত্মজীবনী
গ. আমি শেখ মুজিব বলছি
ঘ. কারাগারের রোজনামা
৪০. শান্তিতে অবদানের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কোন পদকে ভূষিত করা হয়?
ক. নোবেল পদক
খ. জুলিও কুরি পদক
গ. ম্যাগসেসে পদক
ঘ. মাদাম কুরি পদক
৪১. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কখন জুলিও কুরি পুরস্কার লাভ করেন?
ক. ১০ অক্টোবর, ১৯৭২
খ. ৭ নভেম্বর, ১৯৭২
গ. ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২
ঘ. ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৭২
৪২. কোন বিখ্যাত ম্যাগাজিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাজনীতির কবি আখ্যা দিয়েছিল?
ক. টাইম
খ. নিউজ উইকস
গ. ইকোনোমিস্ট
ঘ. ইকোনোমিক
৪৩. বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি জাদুঘর কোথায় অবস্থিত?
ক. ঢাকা
খ. টুঙ্গিপাড়া
গ. বরিশাল
ঘ. মেহেরপুর
৪৪. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিবিজড়িত বেকার হোস্টেলের কত নম্বর কক্ষকে জাদুঘরে রূপান্তর করা হয়েছে?
ক. ২১
খ. ২২
গ. ২৫
ঘ. ২৪
৪৫. 'বঙ্গবন্ধু স্মৃতিভবন' কোথায় অবস্থিত?
ক. টুঙ্গিপাড়া
খ. মেহেরপুর
গ. কলকাতা
ঘ. সাভার
৪৬. কোন শহরের একটি সড়কের নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে রাখা হয়েছে?
ক. কলকাতা
খ. দিল্লি
গ. লন্ডন
ঘ. কলম্বো
৪৭. 'সিক্রেট ডকুমেন্ট অফ ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ অন ফাদার অফ দ্য নেশন বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমান' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন হয় কোন তারিখে?
ক. ২০১৮ সালের, ৬ সেপ্টেম্বর
খ. ২০১৮ সালের, ৭ সেপ্টেম্বর
গ. ২০১৭ সালের, ৬ সেপ্টেম্বর
ঘ. ২০১৮ সালের, ৮ সেপ্টেম্বর
৪৮. 'Mujib Year' has been decided to be celebrated jointly with-
ক. IRCICA
খ. UNICEF
গ. UNESCO
ঘ. ISESCO

৪৯. বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ৬ দফার ২য় দফাটি নিচের কোনটির সাথে সম্পর্কিত?
ক. বৈদেশিক বাণিজ্য খ. মুদ্রা বা অর্থ
গ. রাজস্ব কর ঘ. কেন্দ্রীয় সরকার
৫০. শান্তির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কবে জুলিও কুরী পুরস্কার পান?
ক. ১৯৭৩ সালের ২৩ মে
খ. ১৯৭৩ সালের ২৪ মে
গ. ১৯৭৩ সালের ২৩ জুন
ঘ. ১৯৭৩ সালের ২৪ জুন
৫১. ঐতিহাসিক 'ছয় দফা দাবিতে' যে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল না-
ক. শাসনতান্ত্রিক কাঠামো খ. কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা
গ. স্বতন্ত্র মুদ্রা ব্যবস্থা ঘ. বিচার ব্যবস্থা
৫২. মুজিব শতবর্ষের লোগোটির ডিজাইনার কে?
ক. সব্যসাচী হাজারা খ. মুস্তফা মনোয়ার
গ. হামিদুর রহমান ঘ. হাশেম খান
৫৩. ১৯৬৬ সালের ৬ দফার ক'টি দফা অর্থনীতি বিষয়ক ছিল?
ক. ৩টি খ. ৪টি
গ. ৫টি ঘ. ৬টি
৫৪. 'আমার দেখা নয়াচীন' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা কততম প্রকাশিত গ্রন্থ-
ক. প্রথম খ. দ্বিতীয়
গ. তৃতীয় ঘ. চতুর্থ
৫৫. মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা শুরু হয় কত তারিখে?
ক. ১০.১.২০১৯ খ. ১০.১.২০২০
গ. ১০.১.২০২১ ঘ. ১০.২.২০২০
৫৬. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দুইটি পৃথক অঞ্চল সহজ বিনিময়যোগ্য মুদ্রা ব্যবস্থা চালুর দাবি ছয় দফার কোন দফাতে ছিল?
ক. ২য় খ. ৩য়
গ. ৪র্থ ঘ. ৫ম
৫৭. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থের ব্রেকিং সংস্করণ প্রকাশ করা হয়েছে কোন মন্ত্রণালয় হতে?
ক. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
খ. সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গ. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
ঘ. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৫৮. মুজিববর্ষের সময়কাল কত?
ক. ১৭ মার্চ ২০২০-২৬ মার্চ ২০২১
খ. ২৬ মার্চ ২০২০-১৬ ডিসেম্বর ২০২১
গ. ১৭ মার্চ ২০২০-২৬ মার্চ ২০২২
ঘ. ১৭ মার্চ ২০২০-৩১ মার্চ ২০২২
৫৯. কত তারিখে শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দেয়া হয়?
ক. ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ খ. ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯
গ. ১৭ জানুয়ারি, ১৯৬৮ ঘ. ৫ জানুয়ারি, ১৯৬৯
৬০. 'মুজিববর্ষ' ঘোষণা করা হয় কবে?
ক. ১০ জানুয়ারি, ২০১৯ খ. ১১ জানুয়ারি, ২০১৯
গ. ১২ জানুয়ারি, ২০১৯ ঘ. ২০ জানুয়ারি, ২০১৯
৬১. বঙ্গবন্ধুকে 'রাজনীতির নান্দনিক শিল্পী' বলেছেন-
ক. মাওলানা ভাসানী খ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
গ. তাজউদ্দিন আহমেদ ঘ. শেখ হাসিনা
৬২. বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত বেকার হোস্টেল কোথায় অবস্থিত?
ক. টুঙ্গিপাড়া খ. মেহেরপুর
গ. কোলকাতা ঘ. সাভার

৬৩. বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগের ছাত্রী ছিলেন?
ক. রাষ্ট্রবিজ্ঞান খ. লোকপ্রশাসন
গ. ইংরেজি বিভাগ ঘ. বাংলা বিভাগ
৬৪. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কতবার জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন?
ক. ৮ বার খ. ৫ বার
গ. ৯ বার ঘ. ৭ বার
৬৫. 'ফোর্বস ম্যাগাজিন-২০২১' এর রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বের ক্ষমতাবান নারীর তালিকায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবস্থান হলো-
ক. ১৯তম খ. ৪৩তম
গ. ৪২তম ঘ. ৩০তম
৬৬. 'মাদার অফ হিউম্যানিটি' কাকে বলা হয়?
ক. থেরেসা মে খ. হিলারি ক্লিনটন
গ. শেখ হাসিনা ঘ. অং সান সুচি
৬৭. সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ কর্তৃক কোন দুটি পুরস্কারে ভূষিত হন?
ক. প্ল্যানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন এবং এজেন্ট অব চেইঞ্জ অ্যাওয়ার্ড
খ. প্ল্যানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন এবং চ্যাম্পিয়ন অব দি আর্থ
গ. এজেন্ট অব চেইঞ্জ অ্যাওয়ার্ড এবং চ্যাম্পিয়ন অব দি আর্থ
ঘ. ওয়ার্ল্ড ফুড প্রাইজ এবং চ্যাম্পিয়ন অব দি আর্থ
৬৮. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সাফল্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কোন সংস্থা পুরস্কৃত করে?
ক. EU খ. IDB
গ. ADB ঘ. IFRC
৬৯. প্ল্যানেট ফিফটি ফিফটি চ্যাম্পিয়ন পুরস্কার কোন বিষয়ে অবদানের জন্য দেয়া হয়?
ক. মহাকাশ বিজ্ঞান খ. সাহিত্য
গ. নারীর ক্ষমতায়ন ঘ. রসায়ন
৭০. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে ক্ষেত্রে অবদানের জন্য জাতিসংঘ পদক পেয়েছেন-
ক. মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়ন খ. শিশুমৃত্যু হার হ্রাস
গ. প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন ঘ. লিঙ্গসমতা আনয়ন
৭১. শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসে সাফল্যের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা কী অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছেন?
ক. প্ল্যানেট ৫০-৫০ খ. এমডিজি অ্যাওয়ার্ড-২০১০
গ. জাতিসংঘ শান্তি পুরস্কার ঘ. সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি
৭২. প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কোন সনে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ে সর্বোচ্চ সম্মাননা 'চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ' খেতাবে ভূষিত হন?
ক. ২০১৭ খ. ২০১৫
গ. ২০১৮ ঘ. ২০১৯
৭৩. 'শেখ মুজিব আমার পিতা' বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়-
ক. ১৯৬৬ সালে খ. ১৯৯৯ সালে
গ. ২০০৯ সালে ঘ. ২০১৭ সালে
৭৪. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাম্প্রতিক সময়ে কোন সেক্টরে জাতিসংঘ কর্তৃক অ্যাওয়ার্ড পান?
ক. SDG Progress Award খ. MDG Progress Award
গ. নারীর ক্ষমতায়ন ঘ. দারিদ্র্য বিমোচন
৭৫. 'A Daughter Tale' কী?
ক. চলচ্চিত্র খ. নাটক
গ. গান ঘ. গ্রন্থ

৭৬. 'একটি বাড়ি একটি খামার' কার চিন্ত প্রসূত প্রকল্প-
ক. জনাব ফজলে হাসান আবেদ
খ. ড. মুহাম্মদ ইউনুস
গ. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
ঘ. ড. আখতার হামিদ খান
৭৭. বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন কোনটি?
ক. পদ্ম ভবন খ. বঙ্গ ভবন
গ. গণভবন ঘ. উত্তরা ভবন
৭৮. শেখ রাসেলকে নিয়ে শেখ হাসিনার লেখা বই কোনটি?
ক. আমাদের ছোট রাসেল সোনা
খ. মমতামাখা একটি নাম রাসেল
গ. রাসেলের দিনগুলি
ঘ. আমাদের ছোট রাজকুমার
৭৯. বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন কখন চালু হয়?
ক. ১৯৭২ সালে খ. ১৯৮১ সালে
গ. ১৯৯৮ সালে ঘ. ২০০২ সালে
৮০. বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ কিসের নাম?
ক. কৃত্রিম উপগ্রহের খ. নৌজাহাজের
গ. মহাকাশ যানের ঘ. যুদ্ধ জাহাজের
৮১. বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইটের নাম-
ক. বাংলা-১ খ. বঙ্গবন্ধু
গ. বঙ্গবন্ধু-১ ঘ. আকাশ-১
৮২. 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' এর মেয়াদকাল কত বছর?
ক. ৩ বছর খ. ৫ বছর
গ. ১৫ বছর ঘ. ২০ বছর
৮৩. কোন দেশের প্রতিষ্ঠান 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' তৈরি করেছে?
ক. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খ. ফ্রান্স
গ. ইংল্যান্ড ঘ. জার্মানি
৮৪. 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' কোন দেশ থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়?
ক. রাশিয়া খ. ফ্রান্স
গ. যুক্তরাজ্য ঘ. যুক্তরাষ্ট্র
৮৫. বঙ্গবন্ধু-১ কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ এর মধ্য দিয়ে কততম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারী দেশের তালিকায় যুক্ত হয়?
ক. ৫৫তম খ. ৫৬তম
গ. ৫৭তম ঘ. ৫৮তম
৮৬. বাংলাদেশের প্রথম উপগ্রহ 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' কবে উৎক্ষেপণ করা হয়?
ক. ১০ মে, ২০১৮ খ. ৯ জুন, ২০১৮
গ. ১১ মে, ২০১৮ ঘ. ১২ জুন, ২০১৮
৮৭. 'বঙ্গবন্ধু-১' স্যাটেলাইটের তত্ত্বাবধানে থাকবে বাংলাদেশের কোন প্রতিষ্ঠান?
ক. STCL খ. SPARRSO
গ. BTRC ঘ. BCSC
৮৮. বাংলাদেশের টেলিফোন শিল্প সংস্থা কোথায় অবস্থিত?
ক. খুলনা খ. টঙ্গী
গ. পতেঙ্গা ঘ. বগুড়া
৮৯. 'সাবমেরিন ক্যাবল' প্রকল্পটি কোন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম?
ক. অর্থ খ. ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি
গ. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ঘ. পররাষ্ট্র
৯০. বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি কোন জেলায় অবস্থিত?
ক. বিরিশিরি, নেত্রকোনা খ. লাউয়াছেড়া, মৌলভীবাজার
গ. নবীনগর, সাভার ঘ. কালিয়াকৈর, গাজীপুর
৯১. 'শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক' কোথায় অবস্থিত?
ক. ঢাকা খ. খুলনা
গ. যশোর ঘ. রাজশাহী

৯২. মুজিবনগর সরকারের ডাকটিকিটের ডিজাইনার কে ছিলেন?
ক. কামরুল হাসান খ. জয়নুল আবেদীন
গ. বিমান মল্লিক ঘ. হাশেম খান
৯৩. বাংলাদেশের প্রথম ডাকটিকিটের ডিজাইনার কে ছিলেন?
ক. বিপি চিত্রনিশি খ. বিমান মল্লিক
গ. মইনুল ইসলাম ঘ. এম এ হুদা
৯৪. বাংলাদেশের একমাত্র 'পোস্টাল একাডেমি' কোথায় অবস্থিত?
ক. রাজশাহী খ. ঢাকা
গ. চট্টগ্রাম ঘ. খুলনা
৯৫. বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ইন্টারনেট সিস্টেম চালুর সন-
ক. ১৯৯৫ খ. ১৯৯৬
গ. ১৯৯৭ ঘ. ১৯৯৮
৯৬. বাংলাদেশের কোথায় সাবমেরিন ল্যান্ডিং স্টেশন স্থাপন করা হয়?
ক. চট্টগ্রাম খ. সেন্টমার্টিন
গ. কক্সবাজার ঘ. খুলনা
৯৭. বাংলাদেশে পরমাণু শক্তি কমিশন গণিত হয় কোন সালে?
ক. ১৯৭২ সালে খ. ১৯৭৩ সালে
গ. ১৯৭৫ সালে ঘ. ১৯৯৭ সালে
৯৮. বাংলাদেশের বিজ্ঞান জাদুঘর কোথায় অবস্থিত?
ক. ঢাকার শাহবাগে খ. ঢাকার আগারগাঁওয়ে
গ. সোনারগাঁওয়ে ঘ. ঢাকার ইসলামপুরে
৯৯. বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ কোন স্পেস সেন্টার থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়?
ক. কেপ ক্যানাবেরাল স্পেস ল্যান্ড সেন্টার
খ. স্টেনিস স্পেস সেন্টার
গ. জর্জন স্পেস সেন্টার
ঘ. কেনেডি স্পেস সেন্টার
১০০. বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ কী ধরনের স্যাটেলাইট হবে?
ক. কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট
খ. ওয়েদার স্যাটেলাইট
গ. আর্থ অবজারভেশন স্যাটেলাইট
ঘ. ন্যাভিগেশন স্যাটেলাইট
১০১. 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২' তৈরি এবং উৎক্ষেপণ করবে কোন প্রতিষ্ঠান?
ক. গ্লোবকসমস (রাশিয়া) খ. রোসাটম (রাশিয়া)
গ. কসমস (রাশিয়া) ঘ. থ্যালেস এলেনিয়া (ফ্রান্স)
১০২. 'গোল্ডেন জুবিলি টাওয়ার' এর অবস্থান কোথায়?
ক. ঢাকা খ. চট্টগ্রাম
গ. রাজশাহী ঘ. খুলনা
১০৩. দোয়েল চত্বরের স্থপতি কে?
ক. শামীম শিকদার খ. নিতুন কুণ্ডু
গ. রফিক আজম ঘ. আজিজুল জলির পাশা
১০৪. ঢাকা মতিঝিলের শাপলা চত্বরের স্থপতি কে?
ক. লুই আই কান খ. আজিজুল জলির পাশা
গ. মাজহারুল ইসলাম ঘ. হামিদুর রহমান
১০৫. 'শীতল পাটি' তৈরি হয় কী দিয়ে?
ক. বাঁশ গাছের বাকল খ. পৈতার গাছের বাকল
গ. মূর্তা গাছের বাকল ঘ. বেত গাছের বাকল
১০৬. 'স্বাধীনতা স্তম্ভ' কোথায় অবস্থিত?
ক. ঢাকা খ. সাভার
গ. মুজিবনগর ঘ. গাজীপুর
১০৭. ভাস্কর্য 'জননী ও গর্বিত বর্ণমালা' এর স্থপতি কে?
ক. মর্তুজা বশীর খ. মৃণাল হক
গ. হামিদুজ্জামান খান ঘ. অখিল পাল
১০৮. হামিদুজ্জামান খান কোন ভাস্কর্যের স্থপতি?
ক. সাবাস বাংলাদেশ খ. মিশুক
গ. স্টেপস ঘ. জাতীয় স্মৃতিসৌধ

১০৯. 'বিদ্রোহী' চিত্রটি কার আঁকা?

- ক. শিল্পী আব্দুর রাজ্জাক খ. শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন
গ. শিল্পী হাশেম খান ঘ. শিল্পী আমিনুল ইসলাম

১১০. 'সংগ্রাম' চিত্রকর্মের শিল্পী-

- ক. এসএম সুলতান খ. জয়নুল আবেদীন
গ. কামরুল হাসান ঘ. যামিনী রায়

১১১. 'নবান্ন' চিত্রকর্মটি কার আঁকা?

- ক. জয়নুল আবেদীন খ. কামরুল হাসান
গ. আমিনুল ইসলাম ঘ. আনোয়ারুল হক

১১২. 'মনপুরা-৭০' কী?

- ক. একটি উপজেলা খ. একটি নদী বন্দর
গ. একটি উপন্যাস ঘ. একটি চিত্রশিল্প

১১৩. শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের বিখ্যাত চিত্রকর্ম 'মনপুরা-৭০' কোন সালে আঁকা?

- ক. ১৯৭২ খ. ১৯৭০
গ. ১৯৭৪ ঘ. ১৯৭৩

১১৪. 'ম্যাডোনা-৪৩' কী?

- ক. প্রখ্যাত মডেল খ. একটি ভাস্কর্য
গ. অস্কার জয়ী ফিল্ম ঘ. একটি চিত্রকর্ম

১১৫. বিখ্যাত চিত্রকর্ম 'ম্যাডোনা-৪৩' এর চিত্রকর কে?

- ক. জয়নুল আবেদীন খ. কামরুল হাসান
গ. এসএম সুলতান ঘ. রফিকুল্লাহ

১১৬. বাংলার ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের উপর ছবি আঁকে বিখ্যাত হন কোন শিল্পী?

- ক. শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন খ. শিল্পী কামরুল হাসান
গ. শিল্পী এস এম সুলতান ঘ. শিল্পী শাহাবুদ্দিন

১১৭. 'পঞ্চাশের মন্বন্তর'-এর চিত্র আঁকে বিখ্যাত হয়েছেন কোন শিল্পী?

- ক. রশীদ চৌধুরী খ. হাসেম খান
গ. জয়নুল আবেদীন ঘ. শাহাবুদ্দিন

১১৮. শিল্পী জয়নুল আবেদীন সংগ্রহশালাটি কোথায়?

- ক. ঢাকায় খ. ময়মনসিংহে
গ. চট্টগ্রামে ঘ. নড়াইলে

১১৯. কোন জন প্রধানত চিত্রশিল্পী হিসেবে খ্যাতিমান?

- ক. সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ খ. হামিদুজ্জামান খান
গ. শামীম শিকদার ঘ. কামরুল হাসান

১২০. বাংলাদেশের কোন চিত্রশিল্পী নিজেকে 'পটুয়া' বলেন?

- ক. জয়নুল আবেদীন খ. কামরুল হাসান
গ. সফিউদ্দিন আহমেদ ঘ. আবদুল বাসেত

উত্তরমালা

১	খ	২	খ	৩	খ	৪	ঘ	৫	গ	৬	ক	৭	ঘ	৮	ক	৯	খ	১০	খ
১১	ঘ	১২	খ	১৩	খ	১৪	খ	১৫	খ	১৬	গ	১৭	ক	১৮	গ	১৯	খ	২০	ক
২১	ক	২২	খ	২৩	গ	২৪	ঘ	২৫	গ	২৬	ঘ	২৭	ক	২৮	গ	২৯	খ	৩০	গ
৩১	ঘ	৩২	গ	৩৩	ক	৩৪	ঘ	৩৫	খ	৩৬	খ	৩৭	গ	৩৮	ক	৩৯	ঘ	৪০	খ
৪১	ক	৪২	খ	৪৩	ক	৪৪	ঘ	৪৫	গ	৪৬	খ	৪৭	খ	৪৮	গ	৪৯	ঘ	৫০	ক
৫১	ঘ	৫২	ক	৫৩	ক	৫৪	গ	৫৫	খ	৫৬	খ	৫৭	ক	৫৮	ঘ	৫৯	খ	৬০	গ
৬১	ঘ	৬২	গ	৬৩	ঘ	৬৪	ঘ	৬৫	খ	৬৬	গ	৬৭	ক	৬৮	ঘ	৬৯	গ	৭০	খ
৭১	খ	৭২	খ	৭৩	খ	৭৪	ক	৭৫	ক	৭৬	গ	৭৭	গ	৭৮	ক	৭৯	ঘ	৮০	ক
৮১	গ	৮২	গ	৮৩	খ	৮৪	ঘ	৮৫	গ	৮৬	গ	৮৭	ঘ	৮৮	খ	৮৯	খ	৯০	ঘ
৯১	গ	৯২	গ	৯৩	খ	৯৪	ক	৯৫	খ	৯৬	গ	৯৭	খ	৯৮	খ	৯৯	ঘ	১০০	গ
১০১	ক	১০২	গ	১০৩	ঘ	১০৪	খ	১০৫	গ	১০৬	ক	১০৭	খ	১০৮	গ	১০৯	খ	১১০	খ
১১১	ক	১১২	ঘ	১১৩	ঘ	১১৪	ঘ	১১৫	ক	১১৬	ক	১১৭	গ	১১৮	খ	১১৯	ঘ	১২০	খ

০১. বিশ্ব জনসংখ্যা প্রতিবেদন ২০২৩ অনুযায়ী জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?

- ক. ৭ম খ. ৮ম
গ. ৯ম ঘ. কোনটিই নয়

০২. বর্তমানে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত?

- ক. ১.৩২% খ. ১.৩৩% গ. ১.৩৪% ঘ. ১.৩৭%

০৩. বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা কত (অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩)?

- ক. ১৪.২৪ কোটি খ. ১৬.৯৮ কোটি
গ. ১৪.৭৯ কোটি ঘ. ১৪.৫০ কোটি

০৪. জনসংখ্যার বিবেচনায় বাংলাদেশের ছোট উপজেলা কোনটি?

- ক. থানচি খ. শিবগঞ্জ গ. রাজহুলী ঘ. শ্যামনগর

০৫. আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের কততম?

- ক. ৯৫ তম খ. ৯০ তম গ. ৯৬ তম ঘ. ৮৮ তম

০৬. সর্বশেষ আদমশুমারি (২০২৩) অনুযায়ী বাংলাদেশে লোকসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে কত জন?

- ক. ১০৩৪ জন খ. ১১৫৩ জন
গ. ৮৩৪ জন ঘ. ৭৩৪ জন

০৭. বাংলাদেশে কবে থেকে বয়স্ক ভাতা চালু হয়?

- ক. ১৯৯৮ সাল খ. ১৯৯৭ সাল
গ. ১৯৯৯ সাল ঘ. ১৯৯৬ সাল

০৮. বাংলাদেশের এক নম্বর জাতীয় সামাজিক সমস্যা কোনটি?

- ক. জনসংখ্যা বৃদ্ধি খ. দুর্নীতি
গ. সন্ত্রাস ঘ. মাদকসক্তির

০৯. বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার কত (২০২২ আদমশুমারি অনুযায়ী)?

- ক. ২.১০ খ. ১.৯০ গ. ১.৯০ ঘ. ১.৩৭

১০. প্রতি বর্গকিলোমিটার সবচেয়ে কম লোক বাস করে-

- ক. চাঁপাইনবাবগঞ্জে খ. খাগড়াছড়িতে
গ. রাঙামাটিতে ঘ. বান্দরবানে

১১. আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয় প্রতি-

- ক. ৫ বছর পর খ. ৮ বছর পর
গ. ১০ বছর পর ঘ. ১২ বছর পর

১২. বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি (জনগণনা) কবে অনুষ্ঠিত হয়?

- ক. ১৯৭২ সালে খ. ১৯৭৩ সালে
গ. ১৯৭৪ সালে ঘ. ১৯৭৫ সালে

১৩. সবচেয়ে কম বসতি কোন জেলায়?

- ক. রাঙ্গামাটি খ. খাগড়াছড়ি
গ. বান্দরবান ঘ. ময়মনসিংহ

১৪. ষষ্ঠ আদমশুমারি চূড়ান্ত রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা কত?

- ক. ১৫,৪০,৩৬,১০০ জন খ. ১৬,৯৮,২৮,৯১১ জন
গ. ১৬,০১,০২,১০০ জন ঘ. ১৫,৯০,১২,৩৬৪ জন



১৫. বাংলাদেশে সর্বশেষ আদমশুমারি কোন সালে করা হয়েছিল?

- ক. ১৯৯৫ খ. ১৯৯৮
গ. ২০২১ ঘ. ২০২২

১৬. 'বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২২' অনুযায়ী বাংলাদেশে জনসংখ্যা কত?

- ক. ১৫.৫১ কোটি খ. ১৬.৯৮ কোটি
গ. ১৫.৮৯ কোটি ঘ. ১৬.০৮ কোটি

১৭. বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী জনগণের প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল কত?

- ক. ৬০.৫ খ. ৭২.৩ গ. ৭১.৬ ঘ. ৮০

১৮. বাংলাদেশের জনসংখ্যা নারী ও পুরুষের অনুপাত-

- ক. ১০০ : ১০২ খ. ১০০ : ৯৮
গ. ১০০ : ১০৪ ঘ. ১০০.৩ : ১০০

১৯. বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম জেলা কোনটি?

- ক. মেহেরপুর খ. নারায়নগঞ্জ
গ. নওয়াবগঞ্জ ঘ. সাতক্ষীরা

উত্তরমালা

০১	গ	০২	ঘ	০৩	খ	০৪	ক	০৫	খ	০৬	খ	০৭	ক	০৮	ক	০৯	ঘ	১০	ঘ
১১	গ	১২	গ	১৩	গ	১৪	খ	১৫	ঘ	১৬	খ	১৭	খ	১৮	খ	১৯	খ		

১. জনসংখ্যার দিক থেকে ঢাকার পরেই যে বিভাগের স্থান-

- ক. রাজশাহী খ. চট্টগ্রাম
গ. খুলনা ঘ. বরিশাল

২. পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি কবে সম্পাদিত হয়?

- ক. ১২ নভেম্বর, ১৯৯৭ খ. ২ ডিসেম্বর, ১৯৯৭
গ. ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ ঘ. ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৯৭

৩. পার্বত্য চট্টগ্রামে কয়টি উপজাতি বাস করে?

- ক. ১১ খ. ১২
গ. ১৩ ঘ. ১৫

৪. বাংলাদেশে দ্বিতীয় বৃহত্তম উপজাতি গোষ্ঠি কোনটি?

- ক. সাঁওতাল খ. চাকমা
গ. মারমা ঘ. রাখাইন

৫. 'গারো উপজাতি' কোন জেলায় বাস করে?

- ক. পার্বত্য চট্টগ্রাম খ. সিলেট
গ. ময়মনসিংহ ঘ. টাঙ্গাইল

৬. গারো উপজাতি কোথায় বাস করে?

- ক. সিলেট খ. রাঙ্গামাটি
গ. ময়মনসিংহ ঘ. বান্দরবান

৭. বাংলাদেশে সাঁওতাল প্রধানত বাস করে-

- ক. সিলেট ও চট্টগ্রাম খ. ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল
গ. রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানে ঘ. রাজশাহী ও দিনাজপুরে

৮. 'বৈসাবি' কী?

- ক. আদিবাসি সম্প্রদায়ের একটি উৎসব
খ. একটি নদীর নাম
গ. একটি ফলের নাম
ঘ. একটি স্থানের নাম

৯. বাংলাদেশের প্রথম উপজাতীয় কালচারাল একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়?

- ক. রাঙ্গামাটি খ. নেত্রকোণায়
গ. যশোর ঘ. রংপুরে

১০. জনসংখ্যা আধিক্য রোধকল্পে বাংলাদেশে কবে জাতীয় জনসংখ্যা নীতি প্রণীত হয়

- ক. ১৯৭২ সালে খ. ১৯৭৩ সালে
গ. ১৯৭৫ সালে ঘ. ১৯৭৬ সালে

১১. স্বাধীন বাংলাদেশ এ পর্যন্ত কতটি আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়েছে?

- ক. ৫ খ. ৬
গ. ৮ ঘ. ৭

১২. বাংলাদেশে সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ জেলা কোনটি?

- ক. কুমিল্লা খ. ঢাকা
গ. ময়মনসিংহ ঘ. চট্টগ্রাম

১৩. বাংলাদেশে কোন জেলায় প্রতি বর্গ কিলোমিটারে সবচেয়ে বেশি লোক বাস করে?

- ক. ঢাকা খ. চট্টগ্রাম
গ. কুমিল্লা ঘ. খুলনা

১৪. প্রতি বর্গ কিলোমিটারে সবচেয়ে কম লোক বাস করে?

- ক. চাঁপাইনবাবগঞ্জে খ. খাগড়াছড়িতে
গ. রাঙ্গামাটিতে ঘ. বান্দরবানে

১৫. সবচেয়ে কম বসতি কোন জেলায়?

- ক. রাঙ্গামাটি খ. খাগড়াছড়ি
গ. বান্দরবান ঘ. ময়মনসিংহ

১৬. পঞ্চম আদমশুমারির প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার সবচেয়ে কম কোন বিভাগে?

- ক. ঢাকা খ. কুমিল্লা
গ. বরিশাল ঘ. সিলেট

১৭. বাংলাদেশে সর্বশেষ আদমশুমারি কোন সালে করা হয়েছিল?

- ক. ১৯৯৫ খ. ১৯৯৮
গ. ২০২১ ঘ. ২০২২

১৮. সরকারি হিসেবে মতে বাংলাদেশিদের গড় আয়ু-

- ক. ৬৫.৪ বছর খ. ৬৭.৫ বছর
গ. ৭২.৮ বছর ঘ. ৭৩.৭ বছর

১৯. বাংলাদেশে বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হচ্ছে-

- ক. ১.৪৭% খ. ১.৩৭%
গ. ১.৫% ঘ. ১.৩৫%৭

২০. পাহাড়ি জনগণের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেন-

- ক. মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা
খ. রাজা দেবশীষ রায়
গ. জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা
ঘ. মনি স্বপন দেওয়ান

২১. উপজাতিদের প্রতিনিধি হিসেবে কে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন?

- ক. মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা খ. রাজা দেবশীষ রায়
গ. সন্ত লারমা ঘ. বীণা চাকমা

২২. পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান নাম কী?

- ক. বীর বাহাদুর খ. এম.এন. লারমা
গ. দেবশীষ রায় ঘ. জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা

২৩. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংখ্যা-

- ক. ২০ খ. ৪৮
গ. ২৫ ঘ. ৩২

২৪. হাজংদের অধিবাস কোথায়?

- ক. ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা খ. কক্সবাজার ও বান্দরবান
গ. রাঙ্গামাটি ও দিনাজপুর ঘ. সিলেট ও রাঙ্গামাটি

২৫. বাংলাদেশের কোন উপজাতি লোকসংখ্যা সবচেয়ে বেশি?

- ক. গারো খ. চাকমা
গ. মারমা ঘ. মুরং

২৬. বাংলাদেশে সর্ববৃহৎ এথনিক গোষ্ঠী

- ক. চাকমা খ. হাজং
গ. রোহিঙ্গা ঘ. গারো

২৭. চাকমা জনগোষ্ঠীর লোকসংখ্যা সর্বাধিক-

- ক. রাঙ্গামাটি জেলায় খ. খাগড়াছড়ি জেলায়
গ. বান্দরবান জেলায় ঘ. সিলেট জেলায়

২৮. বাংলাদেশে দ্বিতীয় বৃহত্তম উপজাতি গোষ্ঠী কোনটি?

- ক. সাঁওতাল খ. চাকমা
গ. মারমা ঘ. রাখাইন

২৯. মগরা বাংলাদেশে কোথায় বাস করে?

- ক. বান্দরবান খ. খাগড়াছড়ি
গ. রাঙ্গামাটি ঘ. ময়মনসিংহ

৩০. 'মারমা' উপজাতির কোন পাহাড়ে পাদদেশে বসবাস করে?

- ক. চিমুক পাহাড় খ. লালমাই পাহাড়
গ. গারো পাহাড় ঘ. কুলাউড়া পাহাড়

৩১. 'টিপরা' উপজাতির কোন স্থানে বাস করে?

- ক. খাগড়াছড়ি খ. সিলেট
গ. ময়মনসিংহ ঘ. ফেনী

৩২. খিয়াং সম্প্রদায় যেখানে বসবাস করে-

- ক. সিলেট খ. দিনাজপুর
গ. কুয়াকাটা ঘ. পার্বত্য চট্টগ্রাম

৩৩. গারো উপজাতি কোথায় বাস করে?

- ক. সিলেট খ. রাঙ্গামাটি
গ. ময়মনসিংহ ঘ. বান্দরবান

৩৪. ময়মনসিংহের গারো পাহাড়ের অধিবাসী গারো জনগোষ্ঠী প্রকৃত নাম-

- ক. কান্দি খ. নান্দি
গ. মান্দি ঘ. তান্দি

৩৫. 'রাখাইন' উপজাতি বাংলাদেশে কোন জেলায় বাস করে?

- ক. রাঙ্গামাটি খ. বান্দরবান
গ. পটুয়াখালী ঘ. রাজশাহী

৩৬. বাংলাদেশে উপজাতি কোনটি?

- ক. হস্ খ. রাখাইন
গ. হটেনটট ঘ. না

৩৭. বাংলাদেশে সাঁওতাল প্রদানত বাস করে-

- ক. সিলেট ও চট্টগ্রাম খ. ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল
গ. রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানে ঘ. রাজশাহী ও দিনাজপুরে

৩৮. সাঁওতালরা কোথায় বসবাস করে না?

- ক. চট্টগ্রাম খ. রাজশাহী
গ. বরিশাল ঘ. বগুড়া

উত্তরমালা

১	খ	২	খ	৩	গ	৪	গ	৫	গ	৬	গ	৭	গ	৮	ক	৯	খ	১০	ঘ
১১	ক	১২	খ	১৩	ক	১৪	ঘ	১৫	গ	১৬	গ	১৭	ঘ	১৮	গ	১৯	খ	২০	গ
২১	গ	২২	ঘ	২৩	খ	২৪	ক	২৫	খ	২৬	ক	২৭	ক	২৮	গ	২৯	ক	৩০	ক
৩১	ক	৩২	ঘ	৩৩	গ	৩৪	গ	৩৫	গ	৩৬	খ	৩৭	ঘ	৩৮	ক				

Class

Exam

১. বাংলাদেশের সর্বশেষ ভূমি অর্ডিন্যান্স কোন সালে করা হয়?

- ক) ১৯৮০ সালে খ) ১৯৮৪ সালে
গ) ১৯৮৬ সালে ঘ) ১৯৯০ সালে

২. পারিবারিক আদালত অর্ডিন্যান্স কবে জারি করা হয়?

- ক) ১৯৮০ সালে খ) ১৯৮৫ সালে
গ) ১৯৮১ সালে ঘ) ১৯৯১ সালে

৩. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এ ধারা কয়টি?

- ক) ৫৯ খ) ৫৬
গ) ৫৭ ঘ) ৫৮

৪. বর্তমানে প্রচলিত কোম্পানি অ্যাক্ট আইন কোন সালে প্রণীত হয়?

- ক) ১৯১৩ খ) ১৮৮১
গ) ১৯৯১ ঘ) ১৯৯৪

৫. বাংলাদেশে কোম্পানি অ্যাক্ট সংশোধিত হয়-

- ক) ১৯১৩ সালে খ) ১৯৮৬ সালে
গ) ১৯৯২ সালে ঘ) ১৯৯৪ সালে

৬. বাংলাদেশের দেউলিয়া আইন কখন পাশ হয়?

- ক) ১৯৯৯ খ) ১৯৯৭
গ) ২০০৭ ঘ) ১৯৯১

৭. বাংলাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন চালু হয়-

- ক) ২০০০ সালে খ) ২০০২ সালে
গ) ২০০৩ সালে ঘ) ২০০৪ সালে

৮. অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন কত সালে বাতিল করা হয়?

- ক) ১৯৯৭ সালে খ) ২০০০ সালে
গ) ২০০১ সালে ঘ) ২০০৩ সালে

৯. 'বৈসারি' কী?

- ক. আদিবাসি সম্প্রদায়ের একটি উৎসব
খ. একটি নদীর নাম
গ. একটি ফলের নাম
ঘ. একটি স্থানের নাম

১০. বাংলাদেশের কোন উপজাতি লোকসংখ্যা সবচেয়ে বেশি?

- ক. গারো খ. চাকমা
গ. মারমা ঘ. মুরং



উত্তরমালা

১	ক
২	ঘ
৩	খ
৪	খ
৫	খ
৬	খ
৭	ঘ
৮	ঘ
৯	ক
১০	খ

